উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

রোহিণীর নিশানায় তেজস্বী » ৭

ফর্ম বিলি শেষ করতে নির্দেশ
এনুমারেশন ফর্ম বিলি রবিবারের মধ্যেই শেষ করতে হবে। জাতীয় নির্বাচন কমিশন স্পষ্টভাবে জেলা শাসক এবং বিএলও-দের জানিয়ে দিয়েছে। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩০° সর্বোচ্চ	১৬° সর্বনিম্ন	২৯° সর্বোচ্চ	১৭° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	১৭° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১৫° সর্বনিম্ন

হাসিনা মামলার রায় আজ » ৭

শিলিগুড়ি ৩০ কার্তিক ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 17 November 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 178

কোর্টের দরজায় প্রশান্ত

ব্যবসায়ী খুনে প্রধান অভিযুক্ত বিডিও নিয়মিত অফিস করছেন, জনসমক্ষে ঘুরেও বেড়াচ্ছেন। ২৬ নভেম্বর বারাসত আদালতে তাঁর জামিনের আবেদনের শুনানি।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : বারবার নিজেকে নির্দোষ দাবি করলেও এবার আগাম জামিনের আবেদন করলেন সল্টলেকের স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন। বারাসত আদালতের জেলা বিচারক শান্তনু ঝাঁ-এর এজলাসে জামিনের আবেদন করেছেন প্রশান্ত। ২৬ নভেম্বর আবেদনের শুনানি হবে। ওইদিন এজলাসের ৩১ নম্বরে রয়েছে প্রশান্তর আবেদন। আর সেই আবেদন ঘিরেই তদন্তের গতিপথ নিয়ে উঠেছে গভীর প্রশ্ন।

অপহরণ করে খুনের ঘটনায় স্বপনের পরিবারের পক্ষ থেকে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় যে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে তাতে একমাত্র প্রশান্তর নাম আছে। পুলিশ বলছে তিনি প্রধান অভিযুক্ত। এক্ষেত্রে প্রধান অভিযুক্ত পলাতক নন। তিনি নিয়মিত নীলবাতির গাড়ি নিয়ে অফিস করছেন; জনসমক্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পুলিশ তদন্ত করে অভিযোগপত্রে নাম নেই এমন ব্যক্তিদেরও ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে। অথচ মূল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করছে না। গ্রেপ্তার তো দূরের কথা এখনও প্রশান্তকে জিজ্ঞাসাবাদও করেননি তদন্তকারীরা। ফলে তদন্তকারীদের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন আইনজীবীরা।

কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী সন্দীপ মণ্ডলের কথায়, 'অপহরণ করে খুনের মতো গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে বিডিও'র গ্রেপ্তারিতে আইনে কোথাও কোনও বাধা নেই। পুলিশ তদন্ত করে অন্য অভিযুক্তদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করতে পারলেও, কেন হাতের সামনে থাকা প্রধান অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করছে না সেটাই বোধগম্য হচ্ছে না। সব দেখেশুনে বলাই যায়, তদন্ত সঠিক প্রক্রিয়ায় হচ্ছে না।'

প্রশান্তর নানা কীর্তি প্রকাশ্যে এসেছে। দু'বার তাঁর বদলির আদেশ রদ হয়ে গিয়েছে। তিনি যে যথেষ্ট প্রভাবশালী সেকথা সাধারণ মানুষও খুব ভালোভাবেই বুঝে গিয়েছেন।

এরপর দশের পাতায়

কাঠগড়ায় এসএসসি, অভিযোগ বহু

ইন্টারভিউয়ে 'দাগি'রাও

নয়নিকা নিয়োগী ও দীপঙ্কর মিত্র

কলকাতা ও রায়গঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : দাগি ঘোষিত শিক্ষকও এসএসসি'র একাদশ-দ্বাদশের ইন্টারভিউয়ে ডাক পেলেন। শিক্ষকের নাম নীতীশরঞ্জন বর্মন। দাগি তালিকায় ১৮ নম্বর পাতায় ৯৫৮ ক্রমিক নম্বরে তাঁর নাম। ইন্টারভিউয়ের তালিকায় ৪২৬ নম্বর পাতার ১৪ ক্রমিক নম্বরেও রায়গঞ্জের দেবীনগরের ওই বাসিন্দার নাম জ্বলজ্বল করছে। তিনি কালিয়াগঞ্জ ব্লকের সাহেবঘাটা এনএন উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মুকুলেশ তরফদারও মানছেন, দাগি তালিকায় নাম আছে নীতীশের।

প্রধান শিক্ষক বলেন, 'জেনারেল ভ্যাকেন্সিতে উনি আমাদের স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন। দাগি শিক্ষকের তালিকায় নাম থাকায় ওঁর বেতন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। স্কুলেও আসেন না। তবে নীতীশ আজ আমাকে ফোন করে জানিয়েছেন, বিশেষভাবে সক্ষম বলে আদালত তাঁকে এসএসসি'র পরীক্ষায় বসার বিশেষ ছাড় দিয়েছে।' নীতীশের বাবা কেশব বর্মনও মানছেন, 'দাগি তালিকায় আমার ছেলের নাম থাকায় বেতন বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পরীক্ষা দেওয়ার পর ও ইন্টারভিউয়ের ডাক পেয়েছে।'

শুধু রায়গঞ্জের নীতীশকে ডাক নয়, এসএসসি'র ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতার হাজারো অভিযোগ এখন রাজ্যজুড়ে। স্বচ্ছতা আনার জন্য দাগিদের বাদ দিয়ে আদালত পরীক্ষা দিতে বললেও 'অযোগ্য'রা কীভাবে সুযোগ পেয়ে গেলেন, তা নিয়ে বহু প্রশ্ন। একাদশ-দ্বাদশ স্তরের শিক্ষক পদে ইন্টারভিউয়ের প্যানেলে রায়গঞ্জের নীতীশের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের

ঘোর অনিয়ম

- উত্তরবঙ্গের দুজন 'দাগি' ইন্টারভিউয়ে ডাক পেয়েছেন
- বেতন বন্ধ বলে স্কুলে যান না রায়গঞ্জের নীতীশরঞ্জন বর্মন
- ইন্টারভিউ প্যানেলে ৪২৬ নম্বর পাতায় ১৪ নম্বরে তাঁর নাম
- দাগি তালিকাভুক্ত মালদার দেবলীনা মণ্ডলও ডাক পেয়েছেন
- নিয়ম ভেঙে ডাকের তালিকায় ঈশিতা চক্রবর্তী সহ অনেকে

মালদার দেবলীনা মণ্ডলের নাম আছে, যিনিও এসএসসি প্রকাশিত 'অযোগ্য' শিক্ষকদের তালিকাভুক্ত।

আইনজীবী ফিরদৌস শামিম ও তরুণজ্যোতি তিওয়ারি রবিবার এই সংক্রান্ত একাধিক নথি সমাজমাধ্যমে তুলে ধরে এসএসসি'র স্বচ্ছতাকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে যে, অভিযোগগুলি সত্যি প্রমাণিত হলে ফের পরীক্ষা প্রক্রিয়া মামলায় জড়িয়ে যেতে পারে। আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি মালদা জেলার শংঘাট গ্রামের 'অযোগ্য' প্রার্থী দেবলীনা মণ্ডলের নাম প্রকাশ্যে এনেছেন, যাঁর নাম এসএসসি প্রকাশিত ইন্টারভিউয়ের তালিকায় আছে। প্রকাশ্যে আনা হয়েছে ঈশিতা চক্রবর্তী নামে এরকম আরেকজন শিক্ষকের নামও।

তরুণজ্যোতির প্রশ্ন, ২০২১-'২২ শিক্ষাবর্ষে বিএড পাশ করার পর কীভাবে পাঁচ বছরের যোগ্যতার সার্টিফিকেট পেতে পারেন দেবলীনা? এত অভিযোগ উঠলেও শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে কিছু বলা হয়নি। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এসএসসি'র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে শুধু 'ফ্যাক্ট চেক করুন' বলে তিনি ফোন কেটে দেন।

শুধু দাগি তকমাধারীদের ইন্টারভিউয়ে ডাক পাওয়া নয়, ইন্টারভিউয়ের ডাক পাওয়ার জন্য আর্থিক লেনদেনের অনৈতিক অভিযোগও উঠছে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রবিবার একটি ভিডিও-অডিও ক্লিপ প্রকাশ করেন (যার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ), যেখানে এক মহিলা কণ্ঠকে বলতে শোনা গিয়েছে, ইন্টারভিউয়ের জন্য তিনি ইতিমধ্যে ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দিয়েছেন।

এরপর দশের পাতায়

সময়ের কথা

অন্ধকার ভবিষ্যতের গান গাইছেন যোগ্যরা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাঙ্গনের বাতাস এখন ভারী। বাতাস নয়, যেন এক জমাট হতাশার বিষাক্ত গ্যাস। হাজার হাজার যোগ্য শিক্ষক, যাঁরা দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করে মেধার জোরে শিক্ষকতা শুরু করেছিলেন, আজ তাঁরা সর্বহারা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছে। নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়াতেও তাঁদের চাকরি নিশ্চিত নয়। এসএসসি'র একাদশ-দ্বাদশের ইন্টারভিউ প্যানেল নিয়ে নতুন করে যেসব ভয়ানক তথ্য সামনে আসছে, তাতে ফের মামলা হওয়াটা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। আদালতের নির্দেশিকার পরেও প্যানেলে অযোগ্যদের নাম জ্বলজ্বল করার ঘটনা প্রমাণ করে বেআইনি কারবারের শেকড় কতটা গভীরে প্রোথিত।

যোগ্য শিক্ষকদের সংখ্যাটি কেবল একটি পরিসংখ্যান নয়, এটি বহু পরিবারের রুজিরোজগার, স্বপ্ন এবং ভবিষ্যতের মৃত্যুঘণ্টা। রাজ্যের শাসকদল ও তাদের নেতা-মন্ত্রীদের দুর্নীতির জাঁতাকলে পিষে গিয়েছেন সেইসব যোগ্যরা, যাঁদের কোনও দোষ ছিল না। চাকরি হারানোর তীব্র মানসিক চাপ আর দুশ্চিন্তার ভারে যাঁরা অকালেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তাঁদের মৃত্যু নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য নেই, কোনও শোকমিছিল নেই, শুধু আন্দোলনকারী সহকর্মীদের চাপা কান্না আর একটা নিদারুণ প্রশ্ন— দোষী ও নির্দোষকে এক পাল্লায় মাপা হল কেন?

দুর্নীতি এখানেই থেমে নেই। ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের ভাগ্যও এখন আদালতের দরজায় ঝুলে আছে। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা আজ এক প্রহসনের মঞ্চ। আর এই সবকিছুর 'মাস্টারমাইন্ড', রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। নিন্দুকেরা বলছেন, জেলে নয়, পার্থ ছিলেন হাসপাতালের 'এক্সক্লুসিভ সরকারি গেস্টহাউসে'। তাই বাড়ি ফিরেই ফুরফুরে মেজাজে তিনি বান্ধবীর প্রেমালাপে মশগুল হয়েছেন। এই জেলমুক্তির ঘটনাটি যেন যোগ্যদের ক্ষতস্থানে লবণের ছিটে। পার্থ ফের ভোটে দাঁড়ানোর ছক কষছেন। সত্যিই এ এক বিচিত্র দেশ। আমাদের দেশের আইন এবং রাজনীতির প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ঠিক কোথায় গিয়ে ঠেকলে এমনটা সম্ভব হয়?

এরপর দশের পাতায়

জেন্টল হিউম্যানস গেম

দুইদিন আগে রেফারেল নেওয়া উচিত কি না বোঝাতে টেম্বা বাভুমাকে বামন বলেছিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। স্টাম্প মাইকে যা ধরা পড়ার পর বিতর্ক তৈরি হয়। রবিবার বাভুমা বুঝিয়ে দিলেন তাঁর উচ্চতা। ভারতের হারের পর বাভুমাকে জড়িয়ে ধরে যেন প্রায়শ্চিত্ত করলেন বুমরাহ।

'গাফিলতিতে' সদ্যোজাতর মৃত্যু, বিক্ষোভ মেডিকেলে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : প্রসবযন্ত্রণা নিয়ে ১২ নভেম্বর চোপড়ার মেধর্াবস্তির বাসিন্দা আসফা বিবিকে প্রথমে চোপড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে চিকিৎসকরা আসফাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। রাতেই তাঁকে ভর্তি করা হয় সেখানে। সিজারের মাধ্যমে শিশুটির জন্ম হয়েছিল বৃহস্পতিবার।

চিকিৎসায় গাফিলতিতে সেই সদ্যোজাত'র মৃত্যুর অভিযোগ তুলে রবিবার সকালে সরগরম হয়ে উঠল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল। পরিবারের দাবি, তিনদিন বয়সি ওই শিশুটির জন্মের পর থেকে কোনওরকম শারীরিক সমস্যা রয়েছে বলে জানানো হয়নি তাঁদের। এদিন সকালে মেডিকেলের তরফে জানানো হয়, শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পর পরিবারের লোকজন ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের সঙ্গে অন্য রোগীর পরিজনরাও বিক্ষোভে শামিল হন। পরিস্থিতি সামলাতে মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দুপুরে হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের বক্তব্য ছিল, 'এমন ঘটনার খবর পাইনি। পরিবারের তরফে অভিযোগ করা হলে তদন্ত হবে।'

এদিকে চিকিৎসকদের দাবি, ওই মহিলা সাত মাসের গর্ভবতী ছিলেন। তাঁর প্রসবের নির্ধারিত সময় হয়নি। কিন্তু কিছু শারীরিক জটিলতার জন্য তিনি প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছিলেন। এখানে ভর্তি হওয়ার পরই বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষার পর সিজারের সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। প্রসূতি বিভাগের ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, প্রসবের সময় শিশুটির ওজন ছিল এক কেজি ২০০ গ্রাম। এটা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই কম। তখন সদ্যোজাতকে সিক নিউবর্ন কেয়ার ইউনিটে (এসএনসিইউ) রাখা হয়েছিল। সেখানেই সেপ্টিসিমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে এদিন ভোরে শিশুটির মৃত্যু হয়।

এরপর দশের পাতায়

রংদার রবিবার।। *মদনমোহনবাড়ি প্রাঙ্গণে রাসমেলা ঘিরে উন্মাদনা। ছবি : জয়দেব দাস*

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

তরুণীকে মার, ছিনতাই

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : রাতে শিলিগুড়ি শহরের রাস্তায় ফের দুষ্কৃতীর টার্গেট এক তরুণী। রাতের অন্ধকারে ফাঁকা রাস্তার সুযোগ নিয়ে তরুণীর হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল মোবাইল। যদিও পরে সেই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত নয়দিনে এই নিয়ে তিনজন মহিলা রাস্তায় বেরিয়ে দুষ্কৃতীদের খপ্পরে পড়লেন। এরমধ্যে দুজন মহিলার সোনার গয়না নিয়ে পালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। আর শনিবার রাতে সেই তরুণীর মোবাইল নিয়ে পালিয়েছিল দুষ্কৃতী।

সেই তরুণীর অভিযোগ, দুষ্কৃতীকে বাধা দেওয়ায় তাঁকে রাস্তায় ফেলে মারধর করা হয়। ঘটনার পর কোনওরকমে ভক্তিনগর থানায় এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন ওই তরুণী। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে শনিবার রাতেই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত কিষান সাহানির বাড়ি হলদিবাড়িতে। তবে বিভিন্ন সময় শহরে এসে এই ধরনের অপরাধমূলক একাধিক ঘটনার সঙ্গে জড়িয়েছেন তিনি। প্রধাননগর থানার পুলিশ এর আগে তাঁকে একবার গ্রেপ্তারও করেছিল। সম্প্রতি মহিলাদের টার্গেট করে যে গয়না ছিনতাই, কেপমারির ঘটনাগুলি ঘটেছে, সেসবের সঙ্গে কিষানের কোনও যোগ রয়েছে কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। রবিবার ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

বারবার প্রশ্নে নিরাপত্তা

- **৮ নভেম্বর :** গুরুংবস্তির রাস্তায় ভোরে বেরিয়ে কেপমারির শিকার এক মহিলা
- **১৪ নভেম্বর :** মর্নিংওয়াক সেরে বাড়ি ফেরার পথে কয়েকজনের সঙ্গে গল্প করার সময় বৃদ্ধার চেন ছিনতাই
- **১৫ নভেম্বর :** রাতে বাড়ি ফেরার সময় মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ এক তরুণীর

শনিবার রাতে দুষ্কৃতীর খপ্পরে পড়া ওই তরুণী শহরেরই একটি বেসরকারি চক্ষু হাসপাতালে কর্মরত রয়েছেন। ওই তরুণী সিকিমের বাসিন্দা হলেও কাজের সূত্রে ভক্তিনগর থানা এলাকার লিম্বু বস্তিতে থাকেন। শনিবার রাতে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার সময় থানা থেকে কিছুটা দূরেই চেকপোস্ট সংলগ্ন রাস্তা ধরে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। তখন ওই ঘটনা ঘটে। বলেন, 'হঠাৎ করে পেছন থেকে এক তরুণ এসে হাতের মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। সেসময় মোবাইলটি রাস্তায় পড়ে যায়। এরপর মোবাইলটি তুলে নেওয়ার চেষ্টা করলে ওই তরুণ আমাকে মারধর করতে থাকেন।' অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ইস্টার্ন বাইপাসের একটি আবাসনের সামনে থেকে কিষানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

এদিকে, শহর শিলিগুড়িতে দিনে-রাতে গত কয়েকদিনে মহিলাদের টার্গেট করে কেপমারি, ছিনতাইয়ের ঘটনায় রীতিমতো আশঙ্কিত শহরের মহিলারা। পেশায় শপিং মলের একটি আউটলেটের কর্মী অঞ্জলি দাস বলেন, 'রাস্তায় মহিলাদের শ্লীলতাহানির মুখে পড়ার ঘটনা এখন নিয়মিত ঘটে। এরমধ্যেই মহিলাদের একা রাস্তায় পেয়ে ছিনতাই, কেপমারির ঘটনাও বাড়তে থাকায় আমরা রীতিমতো উদ্বিগ্ন।' একই বক্তব্য, শহরের আরেক বাসিন্দা প্রিয়াংকা সাহার। প্রিয়াংকা একটি নার্সিংহোমে স্বাস্থ্যকর্মীর পদে কাজ করেন। তিনি বলছিলেন, 'নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে এত কথা বলা হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

স্ত্রী পড়ে নদীতে, স্বামীর দেহ গাছে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : রবিবার সাতসকালে দম্পতির দেহ উদ্ধার হল ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের থারুঘাটিতে। পরিবারের দাবি, তাঁরা শনিবার সন্ধ্যা থেকেই নিরুদ্দেশ ছিলেন। রাত গভীর হলেও দুজনে বাড়ি না ফেরায় সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় খোঁজখবর শুরু করে পরিবার। শেষপর্যন্ত এদিন ভোরে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশের দ্বারস্থ হয় তারা। নিখোঁজের ডায়েরি করা হয়। তারপর খোঁজ নেওয়া হয়েছিল শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালেও।

অন্যদিনের মতোই এদিন সকালে কয়েকজন গ্রামবাসী গিয়েছিলেন সাহু নদীতে। প্রথমে তাঁদেরই নজরে আসে, এক মহিলার দেহ পড়ে রয়েছে নদীতে। সেখান থেকে ১৫০-২০০ মিটার দূরে জঙ্গলের ভেতরে একটি গাছে ঝুলছে এক ব্যক্তির দেহ। সেসময় ঘটনাস্থলে পৌঁছান দম্পতির দুই ছেলে পাপন ও সুজন রায়। তাঁরা চিহ্নিত করেন দেহ দুটো তাঁদের বাবা-মায়ের।

মৃতদের নাম অণিমা রায় (৪২) ও তপন রায় (৫০)। অণিমার দেহ পড়ে ছিল ভক্তিনগর থানা এলাকার সাহু নদীতে। তপনের দেহ মিলেছে ভোরের আলো থানার বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলের থারুঘাটি জঙ্গলে। তাঁরা পরিবারের সঙ্গে থাকতেন ভোলানাথপাড়ায়। খবর ছড়াতেই ভিড় জমতে শুরু করে ঘটনাস্থলে। কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিজনরা। খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে দম্পতির পরিবার।

তবে শিলিগুড়ির ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'স্ত্রীকে খুন করে স্বামী আত্মঘাতী হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। মহিলার গলায় কোপের দাগ রয়েছে। ঘটনার পেছনে অন্য কোনও কারণও রয়েছে কি না, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।'

তপন পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন। ফাড়াবাড়িতে একটি ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন অণিমা। রোজ সন্ধে ৬টায় কাজ শেষে স্ত্রীকে সাইকেলে চাপিয়ে কারখানা থেকে বাড়িতে নিয়ে আসতেন তপন। শনিবার সন্ধ্যাতেও তাঁকে আনতে যান। দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও তাঁরা আর বাড়ি ফেরেননি। দুই ছেলের মধ্যে পাপন ফাড়াবাড়িরই অন্য এক ফ্যাক্টরির কর্মী। সুজন পেশায় টাইলস মিস্ত্রি। বাবা-মায়ের সঙ্গে ফোনে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন তাঁরা। এরপর থেকে প্রহর কেটেছে উদ্বেগে। ভোর হতেই পরিবারের অন্য সদস্যদের নিয়ে ফাঁড়িতে যান পাপনরা।

পাপনের দাবি, 'বাড়িতে কোনও অশান্তি ছিল না। বাবা গতকাল প্রতিদিনের মতোই মা-কে নিয়ে ৬টা নাগাদ কারখানা থেকে বের হয়। রাতে আমরা সেখানে খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি বিষয়টি। মায়ের কানে সোনার দুল, গলায় সোনার চেন আর হাতে পলা বাঁধানো ছিল। কিন্তু যখন নদীর ধারে দেহটি দেখলাম, তখন সেসব কিছুই ছিল না।' তাঁর অভিযোগ, 'মায়ের গলায় দাগ ছিল।

সাহু নদীর তীরে তদন্তে পুলিশকর্তারা। রবিবার।

এরপর দশের পাতায়

সীমান্তে ভয়, দলবেঁধে ফর্ম পূরণ

বিধান ঘোষ

হিলি, ১৬ নভেম্বর : তখন সবে দুপুর হয়েছে। কাঁটাতারের গা ঘেঁষে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস। তার পাশে নভেম্বরের রোদে বসে চলেছে বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) ফর্ম পূরণ। ট্রেনের শব্দে যে কোনও কারও একটু অসুবিধা হওয়ারই কথা, তবে এদিন সেই আওয়াজ সীমান্তবাসীকে খুব একটা বিরক্ত করছিল না। কারণ সীমান্তের সকলের মাথায় এখন অন্য চিন্তা। তাঁদের চোখেমুখে অনিশ্চয়তার ছাপ। কী হবে ভেবেই কূলকিনারা পাচ্ছেন না দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সীমান্ত ব্লক হিলির বাসিন্দারা। ভোটার তালিকায় সংখ্যালঘুদের নাম রাখা হবে কি না, ফর্ম পূরণে ভুল না হয়, এসব ভেবে রাতের ঘুম উড়েছে তাঁদের।

দুশ্চিন্তা নিয়ে এসআইআর-এর এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ। হিলিতে। -সংবাদচিত্র

হাঁড়িপুকুরের বাসিন্দা মহম্মদ রবিউল ইসলামের কথায়, 'সীমান্তের মানুষকে সবকিছুতেই হেনস্তা হতে হয়। ভারতীয় হলে ভয়ের কিছু নেই। তবে ফর্ম পূরণে কিছু সমস্যা হচ্ছে কি না বা নতুন তালিকায় আমাদের নাম থাকবে তো এসব ভেবে উৎকণ্ঠা হয়। সংখ্যালঘুদের নাম যেভাবে বাদ দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, সেটা মানুষকে চিন্তিত করে তুলেছে। এইসব খবরে সীমান্তের মানুষ উদ্বিগ্ন।'

তিনদিকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেরা হিলি। কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে ১০টিরও বেশি গ্রাম রয়েছে। সব গ্রাম মিলিয়ে প্রায় হাজার পাঁচেক ভোটার রয়েছেন। সীমান্তবাসীর দাবি, সীমান্তের জিরো পয়েন্টে থাকা একাংশ আগে ভারতে এসেছে। তবে স্বাধীনতার পরে বা ২০০২ সালের পরেও বহু মানুষ নানা কারণে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সীমান্তের কোথাও কোথাও বাংলাদেশি মানুষের বসবাসের জেরে গ্রামই তৈরি হয়ে গিয়েছে। তাঁদের অনেকেই দালাল ধরে এবং নিকট আত্মীয়দের বাবা সাজিয়ে ভোটার কার্ড তৈরি করেছেন। তাই নির্বাচন কমিশনের বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়া শুরু হতেই সীমান্তের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

নেপথ্য কারণ

- স্বাধীনতার পরে বা ২০০২ সালের পরে বহু মানুষ নানা কারণে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে এসে বসবাস শুরু করেন
- সীমান্তের কোথাও কোথাও তাঁদের গ্রামই তৈরি হয়ে গিয়েছে
- অনেকেই দালাল ধরে এবং নিকট আত্মীয়দের বাবা সাজিয়ে ভোটার কার্ড তৈরি করেছেন
- তাই এসআইআর শুরু হতেই সীমান্তের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে

রবিবার দুপুরে হিলির দক্ষিণপাড়া সীমান্তে কাঁটাতারের গা ঘেঁষে বসে একদল তরুণ এলাকার বাসিন্দাদের বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর ফর্ম পূরণ করে দিচ্ছিলেন। সেখান থেকে ফর্ম পূরণ করিয়ে এক বুক হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা।

হিলি সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারের উজাল গ্রামের বাসিন্দা রাহেদ মণ্ডল। তিনি বলেন, 'আমরা ভারতীয়। আমাদের পরিবারের নাম ২০০২-এর তালিকায় রয়েছে। তবুও কী হবে ভেবে উৎকণ্ঠায় রয়েছি। মুসলিমরা দুশ্চিন্তায় রয়েছে। আমাদের গ্রামে বহু মানুষ ২০০২ সালের পরে বাংলাদেশ থেকে এসে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন। তাঁদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।'

আবার ২০০২ সালের তালিকায় নাম রয়েছে হিন্দুমিশন গ্রামের বাসিন্দা শুটকা ওরাওঁয়ের। তখন এসআইআর হয়েছিল কি না তাঁর মনে নেই। তবে এখন এসআইআর নিয়ে দুশ্চিন্তা তৈরি হয়েছে। পুরোনো কাগজপত্র নিয়ে সংশয় হচ্ছে। ফর্ম পূরণ করে পরবর্তীতে নাম থাকবে কি না এগুলো নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

স্টেশন উন্নয়নের শিলান্যাস

পুরাতন মালদা, ১৬ নভেম্বর : পুরাতন মালদা শহর, ব্লকের ওল্ড মালদা ও আদিনা রেলস্টেশনের উন্নয়নের কাজে অগ্রগতি। রবিবার দুই স্টেশনে যাওয়ার রাস্তা ও স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজের সূচনা করেন মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। দুই স্টেশনের উন্নয়নের কাজে রেলমন্ত্রকের তরফে প্রায় আড়াই কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ওই দুটি রাস্তা বেহাল অবস্থায় ছিল। এই উদ্যোগে খুশি স্থানীয়রা।

কর্মখালি

স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/- থাকা-খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/118378)

•

North Eastern English Academy, বুনিয়াদপুর -এর জন্য প্রিন্সিপাল, হস্টেল সুপার, কম্পিউটার, ইংরেজি এবং বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক প্রয়োজন। Ph - 9775929069.

•

ফুলবাড়িতে গ্লাস ফ্যাক্টরির জন্য স্টাফ চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে 4টা ছুটি সহ বেতন 12,000/-। M :- 86536 09553, 85098 27671.

বিক্রয়

ধূপগুড়ি সিনেমাহল পাড়ায় নন্দী ডাক্তারের গলিতে 3.5 কাঠা জমি বাড়িসমেত বিক্রয় করা হবে। সত্বর যোগাযোগ করুন। 7029073335 নম্বরে। (A/B)

Land Sale

Well Located 7+ Land. Bigha at Salbari, Malbazar Good for Projects. Ph : 98320-67488./86178-74583. (C/119126)

অ্যাফিডেভিট

আমি, বুলবুল আগরওয়াল, পিতা: প্রমোদ কুমার আগরওয়াল, ঠিকানা: ধূপগুড়ি বাজার, ওয়ার্ড নং ১৪, পোস্ট অফিস ও থানা - ধূপগুড়ি, জেলা - জলপাইগুড়ি। ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, 2nd কোর্ট, জলপাইগুড়ি কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাফিডেভিট (অ্যাফিডেভিট নং 4440, তারিখ: 13/11/2025) এর মাধ্যমে আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে আমার পিতা প্রমোদ কুমার আগরওয়াল ও প্রমোদ আগারওয়াল একই ব্যক্তি। (C/119322)

•

আমি, পূজা দেবী ওরফে পূজা ধিমান পিতা - রাজিন্দার ধিমান ওরফে রাজিন্দার কুমার, স্বামী জাহাঙ্গীর আলম, সাং ও পো : তালগ্রামহাট, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩২১২৫, ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর কোর্ট এর অ্যাফিডেভিট দ্বারা তানিশা আলম নামে পরিচিত হইলাম। অ্যাফিডেভিট নম্বর - ১৭০৮৪ তারিখ - ০৬.১১.২০২৫. পূজা ধিমান ওরফে পূজা দেবী এবং তানিশা আলম একই ব্যক্তি। (C/119321)

অ্যাফিডেভিট

আমি, সোনি বিশ্ব, d/o- রবিন কুমার সুনার, r/o- দিদি বরদেওয়া নিবাস, কদমতলা, মাটিগাড়া, দার্জিলিং ঘোষণা করছি যে Soni Biswa এবং Soni Sunar Biswas উভয়ই একই এবং এক অভিন্ন ব্যক্তি অর্থাৎ আমি নিজেই। রবিন কুমার সুনার, রবিন সুনার বিশ্ব, রবিন কে.আর. বিশ্ব ও আর.কে. বিশ্ব একই এবং এক অভিন্ন ব্যক্তি অর্থাৎ আমার বাবা হলফনামা নং 21, 01.7.2025 তারিখে LD এর আদালতে শিলিগুড়ির নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। (C/119323)

•

I, Mighangma Samba, D/O Durga Samba, have changed my name to Mighangma Subba Samba as per the affidavit dated 13th November 2025 executed at Siliguri. (C/119220)

TENDER

Sealed Tenders are invited from reputed Registered Security Agency / Vendor for the following for Uttorayon Township, P.S.- Matigara, Siliguri with details of Financial and Technical aspects of the Agency / Vendor. 1. Provide Trained Security Personnel (2 Supervisor and 36 Security Gurd) for Day and Night. 2. Annual Maintenance for Sewage Treatment Plant (STP). 3. Service provide for Housekeeping and Horticulture workers.
Sealed Tenders to be sent by Registered Post / Courier to following address within 14 days from the date of this publication.
Address:- Chandmoni Uttorayon Welfare Society
Uttorayon Township,P.O. & P.S.- Matigara
Siliguri, Dist- Darjeeling,Pin- 734010
Sd/-
(Bharat B Changia)
Gen Secretary
Chandmoni Uttorayon Welfare Society

ভুটানের মাস্ক ডান্স আসছে ডুকপা উৎসবে

বক্সায় আমন্ত্রিত ১০ রাজ্যের বিশেষজ্ঞরা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৬ নভেম্বর : ভুটানের 'মাস্ক ডান্স' দেখেছেন কখনও? পড়শি দেশের সেই ঐতিহ্যের ঝলক এবার দেখা যাবে ডুয়ার্সে। সৌজন্যে ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভাল। বক্সা পাহাড়ে এবছর উৎসবের দ্বিতীয় বর্ষ। উৎসব কমিটির সহ কোষাধ্যক্ষ তেন্ডু ডুকপা বলেন, 'ভুটানের শিল্পীদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। এবছর উৎসবে আমার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করব। তাঁর মধ্যে অন্যতম আকর্ষণ থাকবে ভুটানের মাস্ক ডান্স।'

বক্সায় দেখা যাবে এইরকম অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা। -ফাইল চিত্র

গত বছর ১৫ নভেম্বর থেকে তিনদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান হয়েছিল। তবে এবছর দুই সপ্তাহ পিছিয়ে ২৮ নভেম্বর থেকে ওই উৎসব শুরু হচ্ছে। চলবে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। মূলত ডুকপা জনজাতির ঐতিহ্য, ইতিহাস, সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ, প্রচার করার জন্যই এই আয়োজন। জেলা প্রশাসন উৎসবে সহযোগিতা করছে। উৎসবের প্রচার করতে দেশের বিভিন্ন জায়গার পর্যটন বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। কেরল, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি সহ দেশের ১০টি রাজ্যের বিশেষজ্ঞরা বক্সা পাহাড়ে ডুকপাদের অনুষ্ঠান দেখতে আসবেন।

অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ওসান লেপচা বলেন, 'ডুকপা সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য দেশের বিভিন্ন জায়গার পর্যটন বিশেষজ্ঞদের ডাকা হয়েছে। তাঁরা এই উৎসবের প্রচার করবেন এবং উপদেশ দেবেন।' বক্সা পাহাড়ে লোসার উৎসবের মধ্যে দিয়ে তাঁদের সংস্কৃতিচর্চা করা হয়েছে আগেও। তবে পাহাড়ের সব এলাকার বাসিন্দারা একসঙ্গে নয় বরং আলাদাভাবেই এই অনুষ্ঠান করে আসছে। হেরিটেজ ফেস্টিভালের মধ্য দিয়ে পাহাড়ের বক্সা ফোর্ট, সদর বাজার, তাশিগাঁও, লেপচাখা, আদমা, চুনাভাটির মতো বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা একত্রিত হবেন।

উৎসবের মূল অনুষ্ঠান হবে বক্সা ফোর্ট মাঠে। লামাপুজোর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হবে এবং অতিথিদের বরণ করা হবে। দ্বিতীয় দিন সকালে বক্সা পাহাড়ের বিভিন্ন পাখি দেখানো হবে অতিথিদের। খুরু টুর্নামেন্ট, আর্চারি প্রতিযোগিতা সহ নাচ-গানের অনুষ্ঠান রয়েছে। ডুকপা জনজাতির খুদেদের একটি ফ্যাশন শোও রাখা হয়েছে। তৃতীয় দিন ডুয়ার্সের অন্য জনজাতির অনুষ্ঠান করারও পরিকল্পনা রয়েছে। মেচ, আদিবাসী সহ বিভিন্ন জনজাতির শিল্পীরা অংশ নেবেন। যা নিয়ে বক্সা পাহাড়ে বর্তমানে সাজোসাজো রব।

ও মাঝি রে... বালুরঘাটের আত্রেয়ী নদীতে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি। রবিবার।

পরিযায়ী পাখির দেখা নেই দক্ষিণ দিনাজপুরে

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৬ নভেম্বর : নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও পরিযায়ী পাখির উপস্থিতি আশাব্যঞ্জক নয় দক্ষিণ দিনাজপুরে। অন্যান্যবারের তুলনায় এখনও অনেক কম পাখির আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। মূলত, জলাশয়গুলিতে দূষণ, খাদ্যের অভাব ইত্যাদি নানা কারণেই পরিযায়ী পাখি এ জেলায় আসতে চাইছে না বলে অনুমান পক্ষীপ্রেমীদের।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে দিঘি, পুকুর, জলাশয় ছড়িয়ে রয়েছে। এই জলাশয়গুলিকে কেন্দ্র করে বর্ষা ও শীতের মরশুমে প্রচুর পরিযায়ী পাখি আসে। যা দেখতে ভিড় হয়। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে রাজ্যের নির্দেশে বন দপ্তর পাখি গণনার কাজে নেমেছিল। ওই সময় বালুরঘাট মহকুমাতেই প্রায় ৪০ হাজার পরিযায়ী পাখির সন্ধান মিলেছিল। একটি বেসরকারি তথ্য অনুযায়ী জেলার মাতাস, মালঞ্চা, ভালুকা, কালদিঘি, আলতাদিঘি, মালিয়ান, মহিপাল ইত্যাদি জলাশয় সহ জেলাজুড়ে শীতের মরশুমেই প্রায় তিন লক্ষ পরিযায়ী পাখি আসে। অক্টোবরের শেষ থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত এই পাখির দেখা মেলে। কিন্তু চলতি বছরের বর্ষায়ও পাখি কম আসায় চিন্তিত ছিলেন পাখিপ্রেমীরা। শীতের মরশুমের দিকে তাকিয়ে ছিলেন তাঁরা। কিন্তু নভেম্বর মাসের মাঝামাঝিতেও পরিযায়ী পাখির সংখ্যা আশাব্যঞ্জক না হওয়ায় তাঁরা উদ্বিগ্ন। জেলার মধ্যে একমাত্র তপনদিঘিতেই তুলনামূলক বেশি আসছে পাখি।

মূলত লিটল করমোর‍্যান্ট, লিটল গ্রিব, গ্রে হেরন, ইন্ডিয়ান পন্ড হেরন, ক্যাটল এগরেট, ইয়েলো বিটার্ন, এশিয়ান ওপেনবিল স্টর্ক, গ্রিন স্যান্ডপাইপার, কমন কিংফিশার, স্টর্ক বিল্ড কিংফিশার, ব্ল্যাক কাইট, গ্রিন বি ইটার, রিভার ল্যাপউইং ইত্যাদি পাখির ঢল দেখা গিয়েছে গত কয়েক বছরে। পাখিগুলি মূলত প্রজননের জন্যই আসে। পাখিপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক বিশ্বজিৎ বসাক বলেন, মূলত, দূষিত পরিবেশের কারণেই এই এলাকাকে পাখিরা তাদের নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে

গ্রিন স্যান্ডপাইপার

গ্রিন বি ইটার

ভাবতে পারছে না। দিঘিগুলিতে মাছ চাষ বাড়াতে প্রচুর রাসায়নিক ব্যবহার হচ্ছে, মশারি দিয়ে ঘেরা দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে জলদূষণ হচ্ছে। আশপাশে গাছও কাটা হচ্ছে। খাদ্য তেমন মিলছে না পাখিদের। নভেম্বর মাস থেকেই পাখিরা আসতে শুরু করে। আমরা ডিসেম্বর মাসের দিকে তাকিয়ে রয়েছি।

বালুরঘাট বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসার তাপস কুণ্ডুর মন্তব্য, গতবার ভালোই পাখি এসেছিল। কিন্তু এ বছর শীত তেমন না পড়ায় এখনও পাখিদের আনাগোনা শুরু হয়নি।

শৃঙ্গজয়ীদের সংবর্ধনা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : গত অগাস্টে হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ) তাদের অভিযানে দারুণ সাফল্য পেয়েছিল। লাদাখে নতুন দুটি শৃঙ্গ জয় করেছিলেন তাদের চার সদস্য-শিলিগুড়ির গণেশ সাহা, ব্যারাকপুরের কল্যাণ দেব এবং মালবাজারের সুদেব রায় ও কাজলকুমার দত্ত। রবিবার ন্যাফের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানে অভিযাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হয়।

ন্যাফ ও স্কাউট অ্যাডভেঞ্চারস অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে এই অভিযানের আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে ন্যাফের চারজন অভিযাত্রীর পাশাপাশি স্কাউটের তরফে উজ্জ্বল রায়, নন্দলাল সরকার, প্রিতম বাসু, সৌম্যজিৎ সাহা এবং সায়ক সাউও ছিলেন। মোট নয়জনের এই দল হিমালয়ের ওই দুই শৃঙ্গ জয় করেন। এদিন স্কাউটের সদস্যদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

হিমালয়ে এখনও অনেক অজানা শৃঙ্গ রয়েছে। সেখানে পাড়ি দিয়ে জয় করা এক বড় সাফল্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েও হাল ছাড়েননি অভিযাত্রীরা। ৬০৮৬ মিটার ও ৬১৫০ মিটার উচ্চতার দুটি শৃঙ্গ জয় করে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি সেখানে ন্যাফ ও স্কাউটের পতাকাও উত্তোলন করেন অভিযাত্রীরা। ৯ অগাস্ট লাদাখ থেকে এই অভিযান শুরু হয়েছিল। এদিন নিজেদের এই অভিযান একটি ফোটোস্টোরির মাধ্যমে তুলে ধরেন অভিযাত্রীরা। গণেশ সাহা বলেন, 'এই শৃঙ্গ দুটি সম্পর্কে আমাদের কাছে আগে থেকে কোনও তথ্য ছিল না। তাই পুরো অভিযান অনেককিছু বিচারবিবেচনা করে করতে হয়েছে।'

দিল্লি থেকে মানালি হয়ে লাদাখ গিয়ে সেখান থেকে শৃঙ্গ জয়ের জন্য পাড়ি দেন অভিযাত্রীরা। এদিন সেই অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন অভিযাত্রী উজ্জ্বল রায়। ন্যাফের এই উদ্যোগকে সফল করার জন্য অনেক সংগঠন, ক্লাব আর্থিকভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বলে ন্যাফের কর্ণধার অনিমেষ বসু জানান।

আজ টিভিতে

প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি রাত ৮.৩০ স্টার জলসা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ ককপিট, দুপুর ১.০০ সংগ্রাম, বিকেল ৪.১৫ রাখী পূর্ণিমা, সন্ধে ৭.১৫ গোত্র, রাত ১০.১৫ অমানুষ
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ বিধাতার খেলা, দুপুর ১.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.০০ চন্দ্রমল্লিকা, সন্ধে ৭.০০ সেজবউ, রাত ১০.৩০ আমার মা
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ হাতিয়ার, দুপুর ১২.০০ অনুতাপ, ২.৩০ পুতুলের প্রতিশোধ, বিকেল ৫.০০ মামা ভাগ্নে, রাত ১০.৩০ পরিণাম
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বন্ধু
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ক্রীতদাস
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩০ নাচ লাকি নাচ, দুপুর ১.৪৯ কহো না পেয়ার হ্যায়, বিকেল ৪.৪২ টয়লেট এক প্রেমকথা, সন্ধে ৭.৩০ রাউডি রক্ষক, রাত ১০.২১ ব্রুস লি
স্টার গোল্ড : সকাল ১০.০১ দে দনা দন, দুপুর ১.১৮ দ্য ওয়ারিয়র, বিকেল ৪.২৮ ওয়েলকাম, সন্ধে ৭.৫০ রাউডি রাঠোর, রাত ১০.৩৫ ডাকু মহারাজ
কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.২৭ আর রাজকুমার, বিকেল ৩.২২ প্রেম রতন ধন পায়ো, সন্ধে ৬.৫০ শোলে, রাত ১১.০২ হমরাজ
জি সিনেমা : সকাল ১০.৩০ দবং, দুপুর ১.০৬ গদর-টু, বিকেল ৪.৩৫ কটিরা, সন্ধে ৭.৫৫ স্কন্দ, রাত ১০.৪৭ ক্র্যাক

শোলে সন্ধে ৬.৫০ কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

এমএলএ ফাটাকেষ্ট দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

দাদামণি রাত ৮.৩০ জি বাংলা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সৃষ্টিশীল কাজে সাফল্যের জন্য স্বীকৃতি পাবেন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলুন। বৃষ : সংসারে কোনও একটা ঘটনা নিয়ে অযথা উত্তেজিত হবেন না। ফাটকা বা শেয়ার থেকে ভালো টাকা পেতে পারেন। মিথুন : ব্যক্তিগত কোনও সম্পর্ক নিয়ে পরিবারে মতবিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা। ভোগবিলাসে খরচ বাড়বে। কর্কট : বাবার চিকিৎসার কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। প্রিয় বন্ধুর থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়ে ব্যবসায় উন্নতি। সিংহ : দূরের কোনও আত্মীয়ের কূটচালে সংসারে অশান্তির সম্ভাবনা। খেলাধুলোর সঙ্গে জড়িতরা চাকরির সুযোগ পাবেন। কন্যা : অংশীদারি ব্যবসায় মনোমালিন্য মিটিয়ে ফেলতে পারলে সাফল্য নিশ্চিত। উচ্চশিক্ষায় বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। তুলা : পারিবারিক কথা বন্ধুকে বলবেন না। পথেঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। প্রেমের সম্পর্কে মানসিক চাপ থাকবে। বৃশ্চিক : বাবা-মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। নতুন গাড়ি, বাড়ি কেনার স্বপ্নপূরণ হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। ধনু : পৈতিক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে গোপন শত্রুরা পরাস্ত হবে। মকর : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য এবং ভালো সুযোগ পেতে চলেছেন। জমিজমা সংক্রান্ত রক্ষণাবেক্ষণে খরচ বাড়বে। কুম্ভ : প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্কের ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে। ধর্মীয় কাজে অংশ নিয়ে মানসিক শান্তি পাবেন। মীন : কর্মক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে বাড়ি নির্মাণে বাধা পড়তে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩০ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ২৬ কার্তিক, ১৭ নভেম্বর, ২০২৫, ৩০ কাতি, সংবৎ ১৩ মার্গশীর্ষ বদি, ২৫ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫৬, অঃ ৪।৪৯। সোমবার, ত্রয়োদশী অহোরাত্র। চিত্রানক্ষত্র শেষরাত্রি ৫।৫২ প্রীতিযোগ দিবা ৯।৩৬। গরকরণ সন্ধ্যা ৫।১৬ গতে বণিজকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, সন্ধ্যা ৪।৫২ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ, শেষরাত্রি ৫।৫২ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে। কালবেলাদি ৭।১৮ গতে ৮।৩৯ মধ্যে ও ২।৬ গতে ৩।২৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৪৪ গতে ১১।২৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১১।২৩ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৩।২৭ গতে দক্ষিণেও নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১১।২৩ মধ্যে দীক্ষা, দিবা ১১।২৩ গতে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিঃ- পূর্বদিন রাত্রি ১।২৮ সময়ে সূর্যসংক্রমণ জন্য অদ্য দিবসের পূর্বার্ধ পুণ্যকাল। দিবা ১১।২৩ মধ্যে সংক্রান্তিকৃত্য ও স্নানদানাদি। সায়ংসন্ধ্যা কর্তব্য। প্রদোষে সন্ধ্যা ৪।৪৯ গতে রাত্রি ৬।২৫ মধ্যে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। শ্রীশ্রীকার্তিকেয় ব্রত ও শ্রীশ্রীকার্তিকপুজো। সর্বজয়া ব্রত। শ্রীশ্রীমিত্র (ইতু) প্রতিষ্ঠা ও পূজারম্ভ। যমপুষ্করিণীব্রত সমাপন। কুমারীদিগের সেঁজুতি পূজারম্ভ। গোস্বামিমতে তুলাকারম্ভকল্পে নিয়মসেবা (কার্তিকব্রত) সমাপন। কর্কটসংক্রমণারম্ভকল্পে ও তুলাকারম্ভকল্পে চাতুর্মাস্য ব্রত সমাপন। গোস্বামিদেরমতে সৌরমাস ব্রতপক্ষে শ্রীশ্রীকাত্যায়নী ব্রতারম্ভ। আকাশে দীপদান সমাপন। লালা লাজপত রায়ের তিরোভাব দিবস ও অগ্নিকন্যা মাতঙ্গিনী হাজরার জন্মদিবস। পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র চৌধুরীর জন্মদিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৫ মধ্যে ও ৯।২ গতে ১১।৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩১ গতে ১১।৪ মধ্যে ও ২।৩৮ গতে ৩।৩১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

এসআইআর-এ সমস্যা

সঙ্গে নেই বিএলএ, অভিযোগ বিএলও-দের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রশিক্ষণ, হাইটেক প্রযুক্তি ব্যবহারের নমুনা প্রদর্শন, প্রথম দিকের দৌড়ঝাঁপই সার। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) কাজে নজরদারির জন্য শহর থেকে গ্রাম, অধিকাংশ জায়গায় এখন রাজনৈতিক দলের বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) খোঁজ নেই। সিপিএম, কংগ্রেস তো বটেই, তৃণমূল ও বিজেপির প্রতিনিধিরও দেখা মিলছে না নিয়মিত। ফলে সাধারণ মানুষের মতো সমস্যায় বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও)। বিএলও-দের বক্তব্য, বিএলএ স্থানীয় হওয়ায় তাঁরা প্রায় প্রত্যেকের বাড়ি চেনেন। কাজ অনেকটা সহজ হয়। প্রথমদিকে এই সুবিধা পাওয়া গেলেও, এখন আর নিয়মিত বিএলএ-দের পাওয়া যাচ্ছে না। পাশাপাশি, তৃণমূলের 'ওয়াররুম' নিয়েও দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শাসক এবং প্রধান বিরোধী দু'দলই অবশ্য বিএলএ না থাকার অভিযোগ মানতে নারাজ।

৪ নভেম্বর থেকে চলছে ভোটারদের মধ্যে এসআইআর ফর্ম বণ্টন। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী বিএলও-দের সঙ্গে প্রতিটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দল বুথ প্রতি একজন করে বিএলএ দিতে পারবে। সিপিএম ও কংগ্রেস এদিক থেকে অনেকটাই পিছিয়ে। শিলিগুড়ি শহর এবং মহকুমা মিলিয়ে ৫০ শতাংশ বুথেও সিপিএম ও কংগ্রেস বিএলএ দিতে পারেনি। তবে, তৃণমূল ১০০ এবং বিজেপিও ৮০ শতাংশের বেশি বুথে বিএলএ দিয়েছে। কিন্তু শুরুতে বিএলও-দের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের বিএলএ-দের তৎপরতা দেখা গেলেও, তা এখন কার্যত উধাও। রবিবার শিলিগুড়ি শহর থেকে শুরু করে মাটিগাড়া, নকশালবাড়ির বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গিয়েছে, অনেক জায়গাতেই বিএলও একাই ফর্ম বিলি করছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, প্রথম দিকে তৃণমূল এবং বিজেপির বিএলএ সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু ক'দিন ধরেই কোনও বিএলএ আসছেন না। সুব্রত সাহা নামে এক বিএলও বলেছেন, 'রাজনৈতিক দলগুলির বিএলএ সঙ্গে থাকলে আমাদের কাজটা অনেকটা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু অনেকবার ফোন করে ডেকেও বিএলএ-দের পাচ্ছি না।' বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেছেন, 'আমরা যে সব বুথে বিএলএ দিয়েছি, তাঁরা প্রত্যেকেই কাজ করছেন। তবে, ভোটারদের সমস্ত তথ্য অনলাইনে তোলার কথা বলা হলেও, তা করা যাচ্ছে না।'

এসআইআর পর্বে হাইটেক প্রযুক্তির সহায়তা নেওয়ার কথা বলেছিল তৃণমূল। দলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আই প্যাকই নিয়ন্ত্রণ করেছিল। প্রত্যেক বিএলএ বাড়ি বাড়ি গিয়ে মোবাইলে দলের অ্যাপ খুলে সেখানে সমস্ত তথ্য নথিভুক্ত করবেন, কোনও বাড়ির সদস্যর পরিচয়পত্র সংক্রান্ত সমস্যা থাকলে তাও অ্যাপে সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হবে, এমনই নির্দেশ ছিল। কিন্তু বাস্তবে সেসব কিছুই হচ্ছে না। বিধানসভা ভিত্তিক ওয়াররুম তৈরি হবে বলে জানিয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু ওয়াররুমের দরজা বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকছে বলে অভিযোগ। যদিও দলের জেলা কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষের দাবি, 'অ্যাপে কিছু সমস্যার জন্য ওই কাজ করা যাচ্ছে না। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এবং চা বলয়ে। বাকি সমস্ত কাজই চলছে।'

অভিযোগ অনেক

- শুরুর চমক সময়ের সঙ্গে ফিকে, বিএলএ-দের দেখা নেই শহর থেকে গ্রামে
- বিএলএ না থাকায় বাড়ি খুঁজে ফর্ম বিলিতে চরম সমস্যায় বিএলও-রা
- ফোন করেও বিএলএ-দের পাওয়া যাচ্ছে না, বলছেন বিএলও-রা। খামতি অস্বীকার তৃণমূল ও বিজেপির

> রাজনৈতিক দলগুলির বিএলএ সঙ্গে থাকলে আমাদের কাজটা অনেকটা সহজ হয়ে যায়। কিন্তু অনেকবার ফোন করে ডেকেও বিএলএ-দের পাচ্ছি না।
>
> সুব্রত সাহা *বিএলও*

ইটভাটায় কর্মব্যস্ত শ্রমিক। রবিবার কোচবিহারের চিলাখানায়। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

প্রতিবেশীর আশ্রয়ে সন্ত্রস্ত মা

বাবাকে খুন করে প্রসাদ খেয়ে নির্লিপ্ত

আলিপুরদুয়ার, ১৬ নভেম্বর : প্রতিবেশীর বাড়িতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছিল। সেই উপলক্ষ্যে প্রসাদ বিলির আয়োজন করা হয়েছিল। বছর সাতাশের মাধব সরকার যখন সেখানে প্রসাদ খেতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর মুখচোখ, আচার-আচরণ দেখেও কেউ কল্পনা করতে পারেননি যে কী ঘটে গিয়েছে। পরে অবশ্য মাধবের বাবার মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয়রাই। তাঁরাই পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। পুলিশের গাড়ির শব্দ শুনে মাধব প্রতিবেশীর শৌচালয়ে লুকোলেও শেষরক্ষা হয়নি। বাবা রামনাথ সরকারকে খুনের অভিযোগে সেই শৌচালয় থেকেই গ্রেপ্তার করা হল তাঁকে। শনিবার রাত ১১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের চাপরেরপার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব বড়চৌকি এলাকায়। ছেলের হাতে বাবার খুন হওয়ার ঘটনায় এলাকায় শোরগোল পড়েছে।

এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিযুক্ত ছেলেকে রাতেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই রাতে বারান্দায় চাদরে মুখ ঢেকে ঘুমিয়েছিলেন রামনাথ (৬০)। সেই সময় তাঁর স্ত্রী জলের বোতল আনতে অন্য ঘরে গিয়েছিলেন। আর তখনই অতর্কিতে ছোট ছেলে মাধব রামনাথের মুখে কোদাল দিয়ে আঘাত করেন বলে অভিযোগ। গলায় গুরুতর আঘাত লাগে রামনাথের। ছেলের হাতে স্বামীকে খুন হতে দেখে প্রতিবেশীর বাড়িতে পালিয়ে যান রামনাথের স্ত্রী। মায়ের পিছুপিছু অভিযুক্তও সেই বাড়িতে যায়। ছেলের ভয়ে ভীত মা প্রতিবেশীর বাড়িতে লুকিয়ে পড়েন। ততক্ষণে প্রসাদ খেতে থাকেন মাধব। পরে একসময় সুযোগ বুঝে প্রতিবেশীদের বিষয়টি জানান মাধবের মা। তারপরেই এলাকায় শোরগোল তৈরি হয়। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। আর আহত রামনাথকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সেই হত্যার 'অস্ত্র' কোদালটি বাজেয়াপ্ত করেছে।

কেন বাবাকে খুন করলেন মাধব? এই বিষয়ে মৃত রামনাথের স্ত্রী স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেননি। তবে তিনি বলেন, 'গত পাঁচদিন ধরে ঘুমায়নি মাধব। শনিবার রাতে হঠাৎ কে মারতে আসছে বলে চিৎকার করছিল। বাইরে বের হয়ে দেখি কোদাল দিয়ে নিজের বাবাকে আঘাত করছে। ভয়ে পাশের বাড়ি পালিয়ে যাই। এর আগে বাবা-ছেলের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি বা মারধরের ঘটনা ঘটেছে। তবে এভাবে একেবারে খুন করে দেবে, ভাবতেও পারিনি।'

রামনাথের দুই ছেলে। বড় ছেলে জগৎ সরকার স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে অন্যত্র থাকেন। পূর্ব বড়চৌকির বাড়িতে ছোট ছেলে মাধব ও স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন রামনাথ। মাধব দিনমজুরের কাজ করতেন। মদ্যপ অবস্থায় প্রায়ই বাড়িতে বাবা ও মায়ের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়তেন বলে জানাচ্ছেন প্রতিবেশীরা।

সম্প্রতি ছোট ছেলে মাধবকে না জানিয়ে রামনাথ একটি জমি বিক্রি করেন। সেই জমি বিক্রির পর থেকেই বিবাদ বড় আকার নেয়। সমস্যা মেটাতে গ্রামে সালিশি সভাও হয়। তারপর প্রায় এক মাস পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মিতালি মুর্মু বলেন, 'খুনের ঘটনার কথা শুনেছি। তবে জমি বিক্রি নিয়েই এই খুন কি না তা স্পষ্ট নয়।'

এলাকায় চর্চা চলছে মাধবের আচরণ নিয়ে। কীভাবে তিনি ঠান্ডা মাথায় প্রসাদ খেতে গেলেন, সেই নিয়ে চর্চা চলছে। খুনের ঘটনার পর বাড়ির বাইরে অভিযুক্তকে বসে থাকতেও দেখেছেন কয়েকজন। মাধবের মানসিক রোগের চিকিৎসা চলছিল বলে স্থানীয়রা জানান। এখন ওষুধ নিয়মিত খাচ্ছিলেন, নাকি অনিয়মিত, তা কেউ বলতে পারছেন না। তবে পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে মাধবের মানসিক রোগ নিয়ে কিছু জানা যায়নি।

ছেলের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানিয়ে বেরিয়ে আসছেন মা। রবিবার।

যা ঘটেছে

- অতর্কিতে মাধব রামনাথের মুখে কোদাল দিয়ে আঘাত করেন, অভিযোগ
- ছেলের হাতে স্বামীকে খুন হতে দেখে প্রতিবেশীর বাড়িতে পালিয়ে যান রামনাথের স্ত্রী
- মায়ের পিছু পিছু অভিযুক্তও সেই বাড়িতে যান
- পরে একসময় সুযোগ বুঝে প্রতিবেশীদের বিষয়টি জানান মাধবের মা

নিগমের বাসে চাপা পড়ে মৃত্যু

বাগডোগরা, ১৬ নভেম্বর : পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর। মৃতের নাম সুবল ঘোষ (৬৭)। তিনি বাগডোগরার ক্ষুদিরামপল্লির বাসিন্দা। রবিবার বাগডোগরার অদূরে ভিট্টাবাড়িতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের একটি বাসে চাপা পড়েন ওই ব্যক্তি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার পরেই চালক বাস ফেলে পালিয়ে যায়। এনিয়ে বাগডোগরা থানার পুলিশ জানিয়েছে, নিগমের বাসটি দিনহাটা ডিপোর। সুবলের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর ওই ব্যক্তি লটারির টিকিটের ব্যবসা করতেন। এদিন লটারির টিকিট দেওয়ার জন্যই তিনি ভিট্টাবাড়িতে গিয়েছিলেন।

অসম্পূর্ণ ডাইনিং শেডে ভোগান্তি

চোপড়া, ১৬ নভেম্বর : দিঘাবানা প্রাইমারি স্কুলে ডাইনিং শেডের কাজ সম্পূর্ণ না করেই কাজে বরাত পাওয়া ঠিকাদার চলে যাওয়ায় কর্তৃপক্ষ সমস্যায় পড়েছে। স্কুলের ডাইনিং শেডের নীচের অংশের কাজ শেষ করে সেটিকে মাসের পর মাস উন্মুক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। উপরে কোনওরকম ছাদ বা টিনের শেড না দেওয়াতে সেটি ব্যবহার করা যাচ্ছে না। পড়ুয়ারা স্কুলের বারান্দায় বসে মিড-ডে মিল খেতে বাধ্য হচ্ছে।

ডাইনিং শেডে পড়ুয়াদের বসার জন্য স্ল্যাবের কাজ করে ঠিকাদার মাসছয়েক আগে চলে যান। সেখানে মাথার ওপর ছাদ না থাকায় ডাইনিং শেডটি ব্যবহার করা যাচ্ছে না। বিষয়টি পঞ্চায়েতের নজরে এনেও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। স্কুলের টিআইসি আহমেদ রেজা বলছেন, 'আমাদের স্কুলে ৪১৩ জন পড়ুয়া রয়েছে। পড়ুয়াদের মিড-ডে মিল পরিবেশন নিয়ে ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ডাইনিং শেডের কাজ সম্পূর্ণ হলে ভীষণ উপকারে লাগত।' চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে ডাইনিং শেডটির কাজ শুরু করা হয়। চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা ভৌমিক বলেন, 'ঠিকাদারের হঠাৎ চলে যাওয়া নয়, তহবিল সংক্রান্ত বিষয়েই সমস্যা হয়েছে। বিষয়টি নজরে রয়েছে।'

দখল রুখলেন স্থানীয়রা

চোপড়া, ১৬ নভেম্বর : সদর চোপড়ার রবীন্দ্রনগর কলোনি এলাকায় ডোক নদীর ছটঘাটে ফের নতুন করে বাঁশের বেড়া লাগিয়ে জমি দখলের অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল। রবিবার স্থানীয়দের একাংশ এলাকায় গিয়ে সমস্ত বেড়া তুলে দিয়েছেন। এই নিয়ে ছট কমিটির অন্যতম সদস্য সঞ্জীব ভগত বলেন, 'ছটপুজোর আগে থেকেই এই সমস্যা ছিল। পুজোর পর কয়েকজন আবার নতুন করে সবজি চাষের জন্য বাঁশের বেড়া দিয়ে জায়গা ঘেরা শুরু করেছিলেন। স্থানীয়দের তৎপরতায় সবকিছু ভেঙে দেওয়া হয়েছে।' এই প্রসঙ্গে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রীতা বিশ্বাস বলছেন, 'ছটঘাট দখলের অভিযোগ নিয়ে স্থানীয়রা একজোট হয়ে এদিন বেড়া তুলে দিয়েছেন। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে গোটা এলাকা সাফাইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

জল অপচয়

ইসলামপুর, ১৬ নভেম্বর : ইসলামপুর পুরসভা এলাকায় রাস্তার পাশে থাকা ট্যাপকল থেকে পানীয় জলের অপচয় হলেও পুরসভা কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ করছে না বলে আগেও অভিযোগ উঠেছে। শহরবাসীর কথায় ১১, ১৪, ১৫ নম্বর ওয়ার্ড সহ একাধিক এলাকায় ট্যাপকলগুলিতে বিবকক না থাকায় জলের অপচয় হচ্ছে। যদিও পুর কর্তৃপক্ষের পালটা দাবি, জলের অপচয় বন্ধে সাধারণ মানুষেরও সচেতনতার অভাব রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'আমরা জানতে পারলেই বিবকক লাগিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু সাধারণ মানুষ ব্যবহার করতে গিয়ে ভেঙে ফেলছেন। ফলে জটিলতা তৈরি হচ্ছে।'

বিজ্ঞান অভীক্ষা

খড়িবাড়ি, ১৬ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের দার্জিলিং জেলা কমিটির উদ্যোগে রবিবার অনুষ্ঠিত হল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিজ্ঞান অভীক্ষা-২০২৫। খড়িবাড়ি ব্লকের পাঁচটি বিদ্যালয়ে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণির মোট ৪০২ জন পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে। বিজ্ঞানমঞ্চের খড়িবাড়ি বিজ্ঞানকেন্দ্রের সভাপতি প্রশান্ত মণ্ডল জানান অঙ্ক, জীবনবিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, পরিবেশ ও কম্পিউটার বিষয়ের ওপর বিজ্ঞান অভীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

টাওয়ারে ভয় প্রাণঘাতী দুর্ঘটনার

জলপাইগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে মোবাইলের টাওয়ার। জনবহুল এলাকায় অবস্থিত সেই মোবাইলের টাওয়ারের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত মেয়াদ ফুরিয়েছে ৫ বছর আগেই। জলপাইগুড়ি শহরের উকিলপাড়ায় সেই টাওয়ার ভাঙলে ঘটতে পারে প্রাণহানিও। সেই টাওয়ার নিয়ে সদর মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছে পুলিশ। অভিযোগ পেয়ে তড়িঘড়ি টাওয়ারের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশনের অধ্যক্ষকে কমিটি গঠন করে রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দিয়েছেন মহকুমা শাসক।

সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'শহরের একটি বহুতলের ছাদের ওপর থাকা বিপজ্জনক মোবাইল টাওয়ার নিয়ে কোতোয়ালি থানার আইসি একটি অভিযোগ জানিয়েছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আমি একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করে মোবাইল টাওয়ারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে একটি রিপোর্ট দিতে বলেছি। বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

পুলিশের প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী মোবাইল টাওয়ারটি যথেষ্ট বিপজ্জনক। আর ভেঙে পড়লে প্রাণহানির আশঙ্কার কথা পুলিশও তাদের প্রাথমিক রিপোর্টে লিখেছে। পুলিশের অভিযোগ পাওয়ার পরেই মহকুমা শাসক পদক্ষেপ করেছেন। তাঁর নির্দেশমতো সেই বিশেষজ্ঞ কমিটি টাওয়ারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ১৪ দিনের মধ্যে একটি রিপোর্ট দাখিল করবে।

তবে কেবল তো উকিলপাড়া মোড়ে নয়, কদমতলা, ডিবিসি রোড, দিনবাজারের মতো জলপাইগুড়ি শহরের একাধিক জনবহুল এলাকায় বহু মোবাইল টাওয়ার রয়েছে। সেগুলোর স্বাস্থ্যর কী অবস্থা, সেটাও পরীক্ষা করা দরকার বলে মনে করছেন শহরবাসী। শহরের বাসিন্দা, পেশায় স্কুল শিক্ষক পার্থ চক্রবর্তী বলেন, 'শহরের কদমতলা মোড় সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বিল্ডিংয়ের ছাদের বহু মোবাইল টাওয়ার রয়েছে। বেশ কিছু টাওয়ারের বয়স প্রায় ২০ বছর হবে। আমার মনে হয় সেগুলোর স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।'

শহরজুড়ে বিভিন্ন বহুতলের ওপর মোবাইল টাওয়ারের ছড়াছড়ি। কিন্তু এই মোবাইল টাওয়ারগুলির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিয়মিত হয় কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কিন্তু সচেতনতাও কম। প্রতিটি মোবাইল টাওয়ার নির্মাণের সময় যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার সার্টিফিকেট থাকে, তাতে নির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখ করা থাকে। সেটাই বা ক'জনের জানা রয়েছে?

পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'সাধারণ মানুষ যেহেতু আশঙ্কা প্রকাশ করে পুলিশকে জানিয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা প্রাথমিক তদন্ত করে মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি।'

হঠাৎ করে পুলিশ সেই টাওয়ার নিয়ে নড়েচড়ে বসল কেন? আসলে উকিলপাড়ার বাসিন্দারাই অভিযোগ জমা করেছিলেন কোতোয়ালি থানায়। টাওয়ারটি ২০০৮ সালে একটি বেসরকারি কোম্পানি তৈরি করেছিল। সংশ্লিষ্ট কোম্পানির দেওয়া সার্টিফিকেট অনুযায়ী ২০২০ সালে মোবাইল টাওয়ারটির স্বাস্থ্যের মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছে।

অবহেলা

- উকিলপাড়ার ওই টাওয়ারটি ২০০৮ সালে একটি বেসরকারি কোম্পানি বসিয়েছিল
- ২০২০ সালে মোবাইল টাওয়ারটির স্বাস্থ্যের মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছে
- টাওয়ারটির রক্ষণাবেক্ষণ করা বা খুলে ফেলার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি

জঙ্গলপথে গতির বলি দুই বুনো

লাটাগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : চালসা-লাটাগুড়ি ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের প্রায় ৮ কিলোমিটার অংশ যেন বন্যপ্রাণীর জন্য মৃত্যুফাঁদ হয়ে উঠেছে। গাড়ির বেপরোয়া গতির বলি হচ্ছে একের পর এক বুনো। যেমনটা হল রবিবার। এদিন সকালে মহাকালধাম থেকে খানিকটা দূরে একটি পূর্ণবয়স্ক মাদি সম্বর এবং সেখান থেকে আরও প্রায় এক কিলোমিটার দূরে অন্য একটি মাদি বার্কিং ডিয়ারের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন বনকর্মীরা। আঘাতের ধরন দেখে বনকর্তাদের অনুমান, গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে বুনো দুটির। এমন পরিস্থিতিতে পুলিশ ও বন দপ্তরের কাছে গতি নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ এবং নজরদারির দাবি তুলেছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

যদিও বন দপ্তর বলছে, পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠকে জঙ্গলপথে বন্যপ্রাণীর মৃত্যু রোধে স্পিডব্রেকার বসানোর দাবি জানানো হলেও তা পর্যাপ্ত সংখ্যায় বসানো হয়নি। যার ফলে যানবাহনের গতিতে লাগাম পরানো যাচ্ছে না। গরুমারার এডিএফও রাজীব দে জানিয়েছেন, আমজনতাকে সচেতন করতে ওই পথে পোস্টার সাঁটার পাশাপাশি বন্যপ্রাণীদের যাতায়াতের করিডর চিহ্নিত করা হয়েছে। দুর্ঘটনা রুখতে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ, পুলিশ ও প্রশাসনকে নিয়ে বৈঠক হবে বলে তিনি জানান। মেটেলি ট্রাফিক পুলিশ সূত্রের খবর, কোন গাড়ির ধাক্কায় বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হয়েছে, তা দেখা হচ্ছে।

চালসা-লাটাগুড়ি সড়কের মাঝে প্রায় ৮ কিলোমিটার অংশজুড়ে রয়েছে গরুমারা ও লাটাগুড়ির জঙ্গল। এই পথ বন্যপ্রাণীদের যাতায়াতের করিডর। সড়কে আগেও গাড়ির ধাক্কায় বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হয়েছে। গত সপ্তাহে এই পথে একটি সম্বর আহত হয়। বন দপ্তর সূত্রের খবর, গত কয়েক বছরে গরুমারা ও লাটাগুড়ির জঙ্গলচেরা পথে ছোট-বড় মিলিয়ে অন্তত ২৮টি বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৮টি বাইসন, ২টি চিতাবাঘ, ৫টি সম্বর, ৩টি হরিণ, ৭টি বাঁদর ও ৩টি লেপার্ড ক্যাট। এদিন গতির বলি হল আরও দুই বুনো।

পরিবেশপ্রেমীদের অভিযোগ, যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণে কোনও উদ্যোগ নেই পুলিশ, প্রশাসন এমনকি বন দপ্তরেরও। যে কারণে এই মৃত্যুমিছিল। লাটাগুড়ি গ্রিন লেভেল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক অনির্বাণ মজুমদারের অভিযোগ, গতিতে লাগাম পরানো না গেলে বুনোদের সমস্যা আরও তীব্র হবে। একই কথা জানিয়েছেন ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায়।

এবিষয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের মালবাজারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার কিংশুক শ্যামল বলেছেন, 'বন দপ্তরের দাবি মেনে মহাকালধামের দু'পাশে জাতীয় সড়কে স্পিডব্রেকার বসানো হয়েছে।' অন্যদিকে, জলপাইগুড়ির ডিএসপি (ট্রাফিক) অরিন্দম পাল চৌধুরী জানিয়েছেন, জঙ্গলপথে মানুষকে আরও সচেতনভাবে গাড়ি চালাতে হবে। এ ধরনের ঘটনা রুখতে কী কী পদক্ষেপ করা যায়, সেবিষয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।

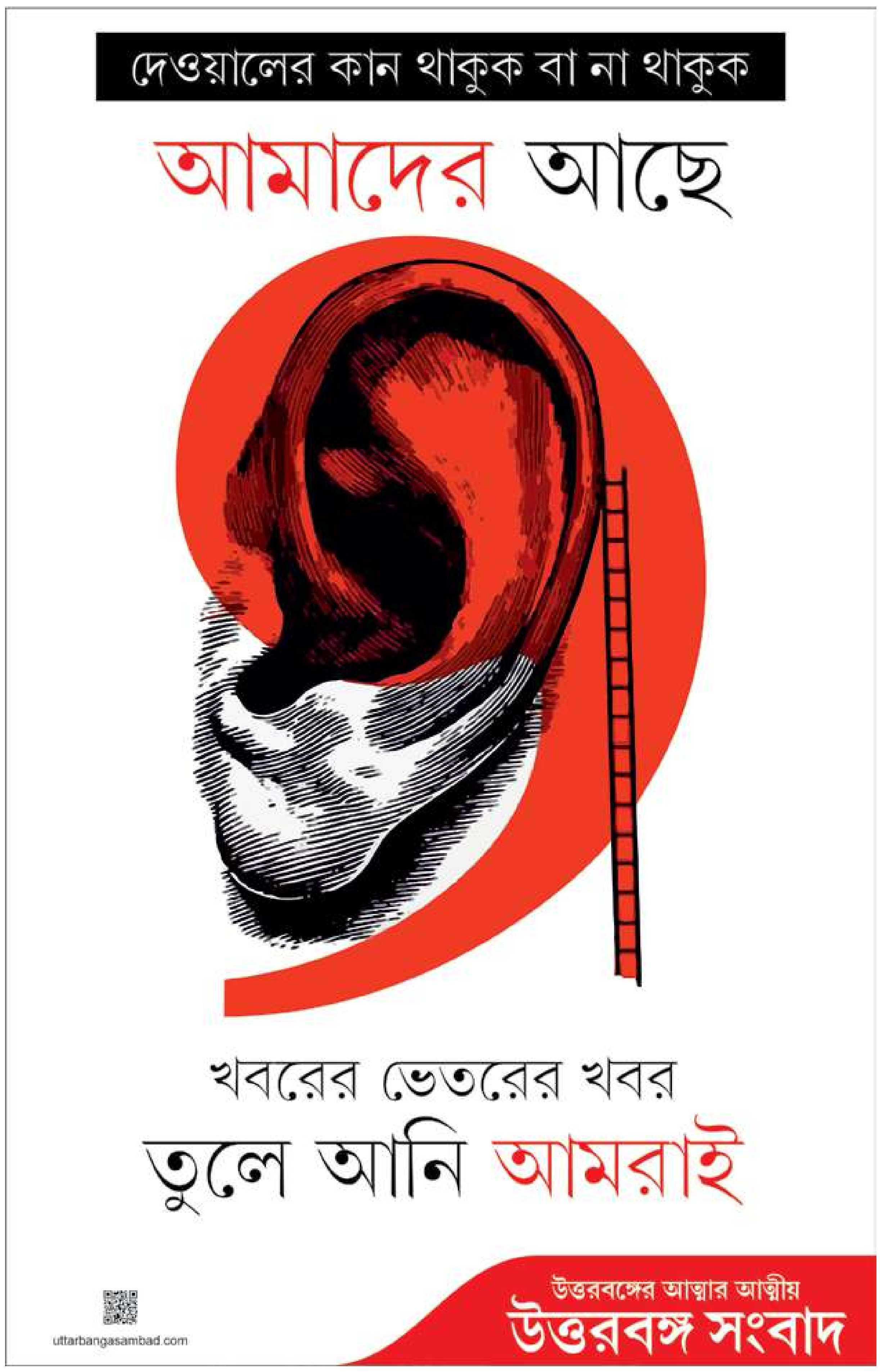

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জীবনের টানে। জলপাইগুড়ির সরকারপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন নীলকমল রায়।

গুরুত্ব পাচ্ছে কোচবিহার বিমানবন্দর

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৬ নভেম্বর : রবিবার কোচবিহার বিমানবন্দর ঘুরে গেলেন বায়ুসেনার পদস্থ আধিকারিক ও কর্মীরা। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কিংবা বায়ুসেনার বিশেষ প্রয়োজনে হাসিমারার পাশাপাশি সহযোগী হিসাবে কোচবিহার বিমানবন্দরকে কীভাবে ব্যবহার করা যায়, কিংবা আদৌ ব্যবহার করা যাবে কি না, তা খতিয়ে দেখতে এসেছিলেন তাঁরা।

এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কোচবিহার বিমানবন্দরের আধিকারিক শুভাশিস পাল বলেন, 'তাদের বিভিন্ন সরঞ্জাম আনা সহ বিশেষ প্রয়োজনে বায়ুসেনা কীভাবে এই বিমানবন্দরকে ব্যবহার করতে ও কাজে লাগাতে পারে সেইসব বিষয় খতিয়ে দেখতে বায়ুসেনার বিশেষ দল এদিন কোচবিহার বিমানবন্দরে এসেছিল। বিমানবন্দরের পরিকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা দেখে তারা সন্তোষ প্রকাশ করেছে।'

বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুর নাগাদ বায়ুসেনার একটি বিশেষ বিমান আসে কোচবিহার বিমানবন্দরে। গুয়াহাটি থেকে সেই বিমানটি এসেছিল। সেই বিমানে কয়েকজন কর্মী ছিলেন। এছাড়া হাসিমারা থেকে বায়ুসেনার পদস্থ আধিকারিক ও কর্মীদের ১২-১৩ জনের একটি দলও এসেছিল বিমানবন্দরে। ইতিমধ্যেই উত্তর-পূর্ব ভারতজুড়ে সেনাবাহিনীর একাধিক মহড়া হচ্ছে। এদিন ওই প্রতিনিধিদল এসে বিমানবন্দর ঘুরে দেখার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাও বলে। কোচবিহার বিমানবন্দরের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি পোস্ট করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে বিশেষ ওই বিমানের সামনে বায়ুসেনার কর্মী-আধিকারিকরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হঠাৎ করে কোচবিহার বিমানবন্দরে বায়ুসেনার এত কর্মী-আধিকারিক সহ বিমানের ছবি দেখে জেলাজুড়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

কোচবিহার বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই বায়ুসেনার তরফে তাদের থেকে বিভিন্ন তথ্য নেওয়া হচ্ছিল। অবশেষে কোচবিহারে এই প্রথম বায়ুসেনার ওই বিমান সহ বিশেষ দল বিমানবন্দর পরিদর্শনে আসে। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে কীভাবে কোচবিহার বিমানবন্দরকে ব্যবহার করা যেতে পারে সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁদের আলোচনা হয়েছে। কী ধরনের বিমান এখান থেকে চালানো যেতে পারে, কোন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র কিংবা বায়ুসেনার সরঞ্জাম এখানে আনা যেতে পারে, বায়ুসেনার সরঞ্জাম আনার জন্য এখানে কী ধরনের হেলিকপ্টার নামানো যেতে পারে, এছাড়া এখানে আরও কী কী সুবিধা রয়েছে, সেই সমস্ত বিষয় তাঁরা খতিয়ে দেখেছেন।

রোজগারমেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল

২,০০০-এর বেশি নিয়োগ

রোজগারমেলায় চাকরিপ্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিচ্ছেন রাজ্যপাল। ছবি : জয় মণ্ডল / অন অ্যাসাইনমেন্ট

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত 'রোজগারমেলা ২.০' থেকে ২,০০০ জনের বেশি চাকরিপ্রার্থী বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থায় যোগদানের অফার লেটার হাতে পেলেন। শিলিগুড়ির সেলেসিয়ান কলেজে আয়োজিত রোজগারমেলায় শনি ও রবিবার মিলিয়ে ৫,০০০ প্রার্থী ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন। এদিন বিকেলে রোজগারমেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তিনি বেশ কয়েকজন চাকরিপ্রার্থীর হাতে অফারলেটার তুলে দেন। রাজ্যপাল বলেন, 'এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। যাঁরা বিভিন্ন সংস্থায় চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের আগামীর জন্য শুভেচ্ছা।'

দু'দিনের রোজগারমেলায় পাঁচ হাজার ছেলেমেয়ে বিভিন্ন সংস্থার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেন। ৬০টির বেশি সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন মেলায়। প্রার্থীদের যোগ্যতা ও চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংস্থায় তাঁদের চাকরির ইন্টারভিউতে বসার সুযোগ করে দেওয়া হয়। এরমধ্যে গাড়ি নির্মাতা, চিকিৎসা সম্পর্কিত, বিমান, ব্যাংক, নির্মাণ, তথ্যপ্রযুক্তি, পর্যটনের মতো বিভিন্ন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত বিশ্বমানের সংস্থার প্রতিনিধিরা ছিলেন। শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির বাসিন্দা প্রদীপ্তা মুখোপাধ্যায় এদিন একটি সফটওয়্যার সংস্থায় কাজে যোগদানের চিঠি পান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে চলতি বছর স্নাতক হয়েছেন প্রদীপ্তা। জীবনে প্রথম ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি পেয়ে তরুণী বেশ খুশি। তাঁর কথায়, 'জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেমের বিভিন্ন প্রোজেক্টে কাজ করার ইচ্ছে রয়েছে। তাই এই সংস্থায় পরীক্ষা দিই। অফার লেটার দিয়েছে। তবে কোথায় কাজ করতে যেতে হবে, তা এখনও জানানো হয়নি।'

শিলিগুড়ির দক্ষিণ শান্তিনগরের বাসিন্দা গৌরব দাস একটি গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থায় কাজের অফার লেটার পেয়েছেন। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক দিয়ে আইটিআই ডিপ্লোমা পাশ করেন তিনি। বেশ কিছুদিন কাজের খোঁজ করছিলেন। তবে গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থা জানিয়ে দিয়েছে, কাজের জন্য তাঁকে মহারাষ্ট্রে পাড়ি দিতে হবে। গৌরবের কথায়, '২২ হাজার টাকা বেতন পাব। থাকার ব্যবস্থা নিজেকে করতে হবে। সবদিক দেখে মহারাষ্ট্রে যাব বলেই ঠিক করেছি।' আরেক গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থায় চাকরি পেয়েছেন ময়ানগুড়ির বাসিন্দা দীপ মজুমদার। ময়নাগুড়ি আইটিআই-এর প্রাক্তনী দীপ কাজের জন্য পুনে যাবেন। তাঁর কথায়, 'প্রায় ২০ হাজার টাকা বেতন দেবে। এখানে এত বেতন পেতাম না। আমার যা যোগ্যতা, প্রথম কাজ হিসাবে ভালো সুযোগ পেয়েছি।'

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়, মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। হর্ষবর্ধনের কথায়, 'কাজের জন্য অনেকে বিদেশ থেকেও ডাক পেয়েছেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের তরুণ-তরুণীরা চাকরি পেয়েছে। উত্তরবঙ্গে এতবড় রোজগারমেলা আগে আয়োজিত হয়নি।'

> কাজের জন্য অনেকে বিদেশ থেকেও ডাক পেয়েছেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের তরুণ-তরুণীরা চাকরি পেয়েছে। উত্তরবঙ্গে এতবড় রোজগারমেলা আগে আয়োজিত হয়নি।
>
> **হর্ষবর্ধন শ্রিংলা**

খুশির হাওয়া

- দু'দিনের রোজগারমেলায় পাঁচ হাজার ছেলেমেয়ে বিভিন্ন সংস্থার নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেন
- ৬০টির বেশি সংস্থার প্রতিনিধিরা ছিলেন মেলায়
- ২,০০০ জনের বেশি চাকরিপ্রার্থী অফার লেটার পেলেন

প্রাক্তনকে মেসেজ স্বামীর, জখম তিন

স্বামী তাঁর প্রাক্তন প্রেমিকার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন বিয়ের পরও। শনিবার রাতে তা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা হয়। তরুণীর দিদি এলে বালতি দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করেন তরুণের বোন।

ছবি : এআই

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : স্বামী মেসেজ করেছিলেন প্রাক্তন প্রেমিকাকে। সেই থেকে শুরু বিবাদের। এরপরই হাতাহাতির জেরে মাথা ফেটে গেল তরুণীর দিদির। আহত হলেন তরুণী এবং তাঁর ননদও। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের ভেমটিয়া এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর চারেক আগে ওই দম্পতির বিয়ে হয়। অভিযোগ, তরুণ বিয়ের পরও তাঁর প্রাক্তন প্রেমিকার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় কথাও হত দুজনের। কয়েক মাস ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রাক্তন প্রেমিকার সঙ্গে কথা বলা নিয়ে ঝামেলা চলছিল। ওই ঘটনায় এর আগেও প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তরুণী। কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ করেননি তরুণ। উলটে স্ত্রীর ওপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়।

বিষয়টি জানতে পেরে তরুণী তাঁর দিদি এবং বাপের বাড়ির লোকদের আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। তরুণ ফের তাঁর প্রেমিকাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় মেসেজ করেন। বিষয়টি নজরে পড়ে তাঁর স্ত্রীর। শনিবার রাতে ফের ঝামেলা শুরু হয়।

তরুণী বিষয়টি জানান তাঁর দিদিকে। তিনি বোনের শ্বশুরবাড়িতে আসেন। সেইসময় তরুণের বোন তাঁকে বালতি দিয়ে মাথায় আঘাত করেন বলে অভিযোগ। মাথা ফেটে যায় তরুণীর দিদির। অন্যদিকে, হাতাহাতিতে জখম হন তরুণী এবং তাঁর ননদও। আহতদের উদ্ধার করে ধূপগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের অবশ্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এখনও কোনও পক্ষই লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করেনি। হাসপাতালে পৌঁছে মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তবে তরুণের বোনের মারমুখী 'অবতার' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তরুণীর বাপের বাড়ির লোকেরা।

লিখিত অভিযোগ দায়ের না হওয়ায় ধূপগুড়ি থানার পুলিশও প্রকাশ্যে কিছু বলতে চায়নি। পুলিশের কথায়, লিখিত অভিযোগ হলেই ঘটনায় পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আবু তাহের বলেন, 'স্বামীর সঙ্গে অপর কোনও মহিলার সম্পর্কের থেকেই বাগবিতণ্ডা এবং সেই থেকে মারামারি হয়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। তবে এই ধরনের ঘটনা পারিবারিকভাবে মিটিয়ে নেওয়াই ভালো। সেই পরামর্শই দেওয়া হয়েছে দুজনকে।'

পাহাড়ে বাড়ল এবিটিএ-র সদস্য

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : পাহাড়ে বাড়ল এবিটিএ-র সদস্য সংখ্যা। রবিবার কলেজপাড়ার অরবিন্দ ঘোষ সভাকক্ষে নন্দিতা ঘোষ নগর ও আব্দুস সাত্তার মঞ্চে এবিটিএ-র দার্জিলিং জেলা শাখার একাদশ ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জাতপাত ও ধর্মের রাজনীতির বিরুদ্ধে, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি এবং নারী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে এই সম্মেলন হয়। এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সহ সম্পাদক সুজিত দাস।

২০১১ সালের পর থেকে পাহাড়ে এবিটিএ-র সদস্য সংখ্যায় কার্যত ধস নামে। পাহাড়ে কীভাবে এবিটিএ-কে সক্রিয় করা যায়, সেই প্রচেষ্টায় গত এক বছর ধরে বিভিন্নরকমের কর্মসূচি করা হয় সংগঠনের দার্জিলিং জেলা শাখার তরফে। এবিটিএ-র বিদায়ি জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু বলেন, 'এবার পাহাড় থেকে ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে। পাহাড়ে গিয়ে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি করেছিলাম। তার সুফল হিসেবে এই সদস্য সংখ্যা বেড়েছে বলে আশা করছি।' সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়েও পাহাড়ে গিয়ে পড়ুয়াদের হাতে শিক্ষাসামগ্রী তুলে দিয়েছিলেন সংগঠনের সদস্যরা। পড়ুয়াদের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পাহাড়ে এসেছিলেন এবিটিএ রাজ্য সম্পাদক সুকুমার পাইন। এছাড়াও পাহাড়ের বিভিন্ন সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো ঘুরে দেখে প্রতিবাদ ও আন্দোলন করা হয়।

এবছর সদস্য সংখ্যা ৭৭০-এ এসে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে ৪৬০ জন সমতলের, বাকিরা পার্বত্য এলাকার। এদিন ৩০ জনের জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। পরবর্তীতে আলোচনার মাধ্যমে নতুন সম্পাদকমণ্ডলী তৈরি হবে বলে জানানো হয়েছে। এছাড়াও ৭ জন রাজ্য সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন।

ইন্টারভিউ হাতছাড়া দুজনেরই

আদালতে যাচ্ছেন ববিতা, অনামিকা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) পরীক্ষায় শিলিগুড়ির ববিতা সরকার এবং অনামিকা রায়ের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল না। নিয়োগে দুর্নীতির পর্দা ফাঁস হয়েছিল এই ববিতার দায়ের করা মামলায়। এদিকে ফল প্রকাশের পরে তিনি এখন নতুন করে মামলা করার চিন্তা করছেন। পাশাপাশি, ববিতার পাওয়া চাকরি ছিনিয়ে নেওয়া অনামিকাও আইনি পথে হাঁটতে চাইছেন। দুজনেই এবারের নিয়োগ পরীক্ষায় মাত্র ২ নম্বরের জন্য ইন্টারভিউয়ের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি। তাঁদের মতো চাকরিরত অনেক শিক্ষক এবার একাদশ-দ্বাদশের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ার আগে ভেরিফিকেশনের ডাক না পেয়ে হতাশ। অভিযোগ, অনেক পদ বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেগুলি থাকলে তাঁরাও চাকরি পেতেন।

রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর চাকরিকে বেআইনি বলে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ববিতা। কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে পরেশ-কন্যাকে চাকরি হারাতে হয়। ববিতা সেই চাকরি পেয়েছিলেন। এদিকে ববিতার চাকরিকে পালটা চ্যালেঞ্জ করে মামলা করেন অনামিকা। অ্যাকাডেমিক নম্বরে এগিয়ে থাকায় ববিতার চাকরি পরে অনামিকা পেয়ে যান। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চলতি বছর অনামিকাকেও চাকরি হারাতে হয়। এদিকে, নতুন নিয়োগের ফলাফলের বিষয়ে ববিতা বলেন, 'তপশিলি জাতির মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত চারটি পদ বাদ দেওয়া হয়েছে। সেই চারটি পদ থাকলে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পেতাম। কেন চারটি পদ কমানো হল তা নিয়ে মামলা করার পথে এগোচ্ছি।' তাঁর সংযোজন, 'কাট অফ-এর থেকে ২ নম্বর কম পেয়েছি। পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। অভিজ্ঞতার ১০ নম্বর যদি এসএসসি বাদ দেয়, সেক্ষেত্রে আমি নিশ্চিত ডাক পাই। নতুন প্রার্থী হিসাবে পরীক্ষা দিয়েছি। তাই আমার অ্যাকাডেমিক ও লিখিত পরীক্ষার নম্বর যোগ হয়েছে।' একই কথা জানান অনামিকা। তিনিও কাট অফ থেকে দুই নম্বর কম পেয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের তরফে সেলিম জাফর বলেন, 'যাঁরা ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পাননি, তাঁদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। সেই তালিকা নিয়ে এসএসসিতে যাব।'

শেষ দিনের মেলায় ভিড়। রবিবার।

প্রায় দু'কোটির ব্যবসা বাড়ল সরসমেলায়

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : দার্জিলিং-এর ম্যালে আয়োজিত অষ্টম সরসমেলা শেষ হল রবিবার। আয়োজকরা জানিয়েছেন, গত বছরের রেকর্ডকে পেছনে ফেলে বিকিকিনিতে নয়া রেকর্ড তৈরি করেছে এই বছরের দার্জিলিং সরসমেলা। গত বছর যেখানে সাড়ে সাত কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছিল সেখানে চলতি বছর প্রায় সাড়ে ন'কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে এই মেলায়।

২৯ অক্টোবর দার্জিলিং-এর ম্যালে শুরু হয়েছিল সরসমেলা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি এই মেলার উদ্বোধন করেন। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলায় মোট ১৩৬টি স্টলে বিভিন্ন হস্তশিল্পের জিনিস ছিল। স্থানীয়দের পাশাপাশি পর্যটকরাও এই মেলা থেকে অনেক জিনিস কিনেছেন বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। কীভাবে সরসমেলাকে পর্যটকদের মধ্যে আরও জনপ্রিয় করে তোলা যায় সেই চেষ্টা করেছিলেন আয়োজকরা। হস্তশিল্পের পাশাপাশি বিভিন্ন ফুলের গাছ, পাহাড়ি খাবারের স্টল দেওয়া হয়েছিল মেলায়। পাশাপাশি প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

> স্থানীয়দের পাশাপাশি পর্যটকরাও এই মেলা থেকে প্রচুর জিনিস কিনেছেন। বিকিকিনি ভালো হওয়ায় খুশি বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা বিক্রেতারা।
>
> **রত্নেশ সিনহা**
> *মার্কেটিং অধিকর্তা*

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মার্কেটিং অধিকর্তা রত্নেশ সিনহা বলেন, 'স্থানীয়দের পাশাপাশি পর্যটকরাও এই মেলা থেকে প্রচুর জিনিস কিনেছেন। বিকিকিনি ভালো হওয়ায় খুশি বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা বিক্রেতারা।' রাজস্থান, অসম, বিহার, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ সহ আরও ৫ রাজ্যের বিক্রেতারা স্টল দিয়েছিলেন মেলায়। এদিন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে চলতি বছরের মেলায় হাইভ্যালু প্রোডাক্ট বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে বীরভূমের শাড়ি এবং লোভ্যালু প্রোডাক্ট বিভাগে প্রথম হয় উত্তর ২৪ পরগনার শঙ্খের তৈরি বিভিন্ন জিনিস। এছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে প্রথম হয়েছে অসমের মেখলা শাড়ি।

টানা আন্দোলনের ফল

নতুন রাস্তা পেল সিটং

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : '২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে 'নো রোড, নো ভোট'-এর ডাক দিয়েছিলেন লোয়ার সিটং, গুম্বাগাঁও এলাকার বাসিন্দারা। ফলত এই এলাকার প্রায় ৬-৭টি বুথে ভোটগ্রহণ বন্ধ ছিল। নিজেদের সেই অবস্থানে অনড় থেকে রাস্তা আদায় করলেন ওই এলাকার বাসিন্দারা। রবিবার এই এলাকায় ৪.৩ কিলোমিটার রাস্তার নির্মাণকাজের শিলান্যাস করেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা।

অনীত নিজেই বলেন, 'এলাকার মানুষের দাবিকে সম্মান জানিয়ে রাস্তাটি তৈরি করা হচ্ছে।' এদিকে দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় খুশি সিটং, গুম্বাগাঁও এলাকার বাসিন্দারা। তাঁরা বলেছেন, দাবি আদায়ের জন্য গত লোকসভা ভোটের আগে থেকে আন্দোলন চলছে। এতদিনে প্রশাসনের ঘুম ভেঙেছে।

গুম্বাগাঁওয়ে রাস্তার নির্মাণকাজের শিলান্যাস। রবিবার।

কার্সিয়াং মহকুমার আপার সিটং, লোয়ার সিটং হয়ে গুম্বাগাঁও যাতায়াতের জন্য মাটির রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে খারাপ হয়ে রয়েছে। বাসিন্দাদের বক্তব্য, এই রাস্তায় কয়েক বছর আগে বালি-পাথর ফেলা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলিও উঠে গিয়েছে। ফলে বর্ষাকাল হোক বা বছরের অন্য সময়, এই রাস্তা দিয়ে চলাচলই কঠিন হয়ে পড়েছে। রাস্তায় বড় বড় গর্ত হয়ে থাকায় দুর্ঘটনা ঘটছে। বাসিন্দারাই মাঝেমধ্যে মাটি ফেলে রাস্তার গর্ত বুজিয়েছেন। কিন্তু এই পরিস্থিতির জেরে পর্যটকরাও এখানে আসতে চাইছেন না। অথচ এই অঞ্চলে প্রচুর হোমস্টে রয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা লোপসাং লামা বললেন, 'রাস্তাঘাট ভালো হলে এখানকার পর্যটনও উন্নত হবে। প্রচুর পর্যটক আসবেন। কিন্তু প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায় একাধিকবার দরবার করেও রাস্তা তৈরি হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই গত লোকসভা ভোটের আগে ভোট বয়কট করতে হয়েছিল।' একই কথা জানালেন মাধবী ছেত্রী নামে আরেক বাসিন্দা।

জিটিএ'র তরফে জানানো হয়েছে, রাস্তাটি তৈরি করতে পাঁচ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা খরচ হবে। ১১ মাসের মধ্যেই এই রাস্তার কাজ শেষ করা হবে বলে জানিয়েছেন জিটিএ'র আধিকারিকরা।

জমি নিয়ে সংঘর্ষে অস্ত্রের কোপ

মনজুর আলম

চোপড়া, ১৬ নভেম্বর : চা বাগানের জমি দখলকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে চোপড়ার মুকদুমি এলাকায় উত্তেজনা ছড়াল। রবিবার ওই ঘটনায় এক মহিলাকে ধারালো অস্ত্রের কোপ দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। আহত ওই মহিলাকে প্রথমে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে তাঁকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। ঘটনায় হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

এব্যাপারে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মুস্তাক আলম বললেন, 'এলাকার দুই বাসিন্দা জাহিদুল রহমান ও শামিম আখতারের পরিবারের মধ্যে চা বাগানের ২১ শতক জমির মালিকানা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে সমস্যা চলছিল। এব্যাপারে একাধিকবার সালিশি বৈঠকও হয়েছে। এদিনও আলোচনায় বসার কথা ছিল। কিন্তু তার আগে সকালে দুই পক্ষ বিতর্কিত জমিতে পৌঁছাতেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।'

জাহিদুলের ছেলে আহমেদ রেজা-র অভিযোগ, তাঁদের দখলে থাকা বাগানে এদিন শামিম লোকজন নিয়ে এসে শীতকালীন পরিচর্যা করতে গিয়েছিলেন। তা নিয়ে আপত্তি জানাতে গেলে তাঁর স্ত্রী লীলা বেগমকে হেনস্তা করা হয়। পাশাপাশি ধারালো অস্ত্র দিয়ে পিছন থেকে কোপ মারা হয়েছে। যদিও শামিম তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁর দাবি, 'জাহিদুলরাই ১ একর ৫৬ শতক জমি কিনেছিল। কিন্তু ১ একর ৭৭ শতক জমি নিজেদের দখলে রেখেছে। ২১ শতক জমি নিয়ে ঝামেলা চলছে। সালিশি সভায় ওই জমিতে দু'পক্ষকেই যেতে মানা করা হয়েছে। এদিন অপরপক্ষ বিতর্কিত জমির বাগানে কীটনাশক ছড়াতে গিয়েছিল। আর আমরা শীতকালীন পরিচর্যা করতে গিয়েছিলাম। এতেই বচসা বাধে।' ঘটনার পরে জাহিদুলের পরিবারের তরফে চোপড়া থানায় অভিযোগ করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন সন্ধ্যায় শামিমকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ।

গান্ধিজির পদচিহ্ন ধরে শতাব্দী মার্চ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : অনেকে মনে করেন, মনীষীরা একবার যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যান, সেই রাস্তায় তাঁদের পদচিহ্ন থেকে যায়। আজ থেকে শতবর্ষ আগে, ১৯২৫ সালে অসুস্থ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে দেখতে দার্জিলিংয়ে এসেছিলেন মহাত্মা গান্ধি। ছিলেন ছয়দিন। সেসময় সঙ্গীদের নিয়ে দার্জিলিং থেকে টয়ট্রেনের রাস্তা ধরে কাকঝোরা পর্যন্ত তিনি নিয়মিত হাঁটতেন। গান্ধিজি বরাবর স্বপ্ন দেখতেন স্বচ্ছ ভারতের। কিন্তু তাঁর হাঁটা ওই টয়ট্রেনের রাস্তা এখন আবর্জনায় ভর্তি।

গান্ধিজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দার্জিলিং থেকে টয়ট্রেনের লাইন ধরে শতাব্দী মার্চ কর্মসূচির আয়োজন করে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) ও বেশ কয়েকটি সংগঠন। রবিবার সুকনা থেকে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন পর্যন্ত পদযাত্রা ও স্বচ্ছতা অভিযান আয়োজন করা হয়। এটাই ছিল শেষদিন। কর্মসূচির অন্যতম আয়োজক পর্যটন ব্যবসায়ী রাজ বসু জানালেন, ৫ অক্টোবর দার্জিলিং স্টেশন থেকে এই কর্মসূচি শুরু করার পরিকল্পনা থাকলেও, ধসের কারণে ৯ অক্টোবর থেকে শুরু হয়। প্রতি সপ্তাহে শনি ও রবিবার ছিল কর্মসূচির দিনক্ষণ। দার্জিলিং থেকে একটা-একটা করে স্টেশন তাঁরা এগোতেন। শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন ছিল অন্তিম গন্তব্য।

এদিন সুকনা স্টেশনে ফ্ল্যাগ অফ হওয়ার পর রেললাইন ধরে এগিয়ে চলছিলেন ষাটোর্ধ্ব ম্যাডোনা থিন, সুধা পাসি, শকুন্তলা লামারা। রেললাইনের ধারে দোকান অঙ্কিত থাপার। অঙ্কিতকে সুধার বার্তা, 'একশো বছর আগে এই রাস্তা ধরে গান্ধিজি হেঁটেছিলেন। পরের একশো বছর আমরা থাকব না। তবে আজকে হাঁটছি। এখানকার সৌন্দর্য বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তোমাদের।'

সুকনা স্টেশনে শতাব্দী মার্চে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা। রবিবার।

সুধা অঙ্কিতকে বোঝানোর সময় রেললাইন ধরে আবর্জনা পরিষ্কার করছিলেন জোনাথন খাওয়াস ও তাঁর সঙ্গীরা। জোনাথনের কথায়, 'এই রেললাইন শুধু পাহাড়-সমতলকে এক করেনি, গোটা বিশ্বের কাছে আমাদের আলাদা মর্যাদায় নিয়ে গিয়েছে। পর্যটকদের টয়ট্রেনের রেললাইন ধরে যাওয়ার পথে যাতে কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি না হয়, সেই দায়িত্ব আমাদের সকলের।'

রাস্তা ধরে হেঁটে এগোনোর পথে বারবার প্রকৃতির কথা উঠে আসছিল শকুন্তলা লামার কথায়। তিনি বললেন, 'পরিবেশ ঠিক রয়েছে। তবে আমাদের ভাবনাচিন্তা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আমাদের কার্যকলাপেই পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। প্রকৃতি ও ইতিহাসকে রক্ষা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।' নীহারিকা লামা যেমন স্মরণ করছেন গান্ধিজিকে। তাঁর কথায়, 'গান্ধিজি স্বচ্ছতার প্রতীক। সেই কারণেই আমরা রেললাইন ধরে স্বচ্ছতা অভিযান চালালাম। রেললাইন সংলগ্ন বাসিন্দাদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম, এই রেললাইন দেখভালের দায়িত্ব তাঁদেরও।'

নিখোঁজের দেহ

ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ থেকে তিনদিন নিখোঁজ বৃদ্ধর দেহ মিলল নয়ানজুলিতে। ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

ট্রলার আটক

ভারত-বাংলাদেশ আন্তজাতিক জলসীমা লঙ্ঘন করার অভিযোগে বাংলাদেশের২৯ জন মৎস্যজীবী-সহ আটক একটি ট্রলার। ট্রলারটি ফ্রেজারগঞ্জের উপকূলে এনে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

উত্তপ্ত ভাঙড়

আইএসএফ-তৃণমূলের সংঘর্ষের জেরে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল ভাঙড়ে। রক্তদান শিবিরে বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকীর ছবি লাগানোর সময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের সঙ্গে বচসা হয়। সেই সময় গুলি চালানোর অভিযোগ।

অভিযুক্ত হিরণ

খড়্গপুর আইআইটিতে অর্থের বিনিময়ে কর্মী নিয়োগের অভিযোগ উঠল বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। এই মর্মে আইআইটি চত্বরে পোস্টার ছড়িয়ে পড়েছে। অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হিরণ।

এসআইআর আতঙ্কে যৌনকর্মীরা

পরিবার বিচ্ছিন্নদের নথির হদিস নেই

রিমি শীল

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে আতঙ্ক শুধুমাত্র আমজনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এসআইআরের ফলে নাম বাদ পড়তে পারে যৌনকর্মীদেরও। কারোর ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই। আবার কারোর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। এসআইআরের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্রও নেই অনেকের কাছে। আবার নথি থাকলেও রয়ে গিয়েছে গলদ। ফলে আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন এশিয়ার বৃহত্তম যৌনপল্লি সোনাগাছি সহ বিভিন্ন এলাকার যৌনকর্মীরা। অনেকে পেটের টানে কাজের খোঁজে ঘর ছেড়েছেন। ফলে দীর্ঘদিন যোগাযোগ নেই পরিবারের সঙ্গে। অনিশ্চিত জীবনের পথে হাঁটতে হাঁটতে শেষ ঠিকানা হয়েছে যৌনপল্লি। এখন নাগরিকত্ব হারানোর ভয় ও ভবিষ্যতের ভাবনাতেই দুশ্চিন্তা গ্রাস করেছে তাঁদের।

ওঁদের পরিচিতি যৌনকর্মী হিসেবে। ২১ শতকে এসেও সামাজিকভাবে অবহেলিত, অপাঙক্তেয়। আইনি খাতায় স্বীকৃতি নেই তাঁদের পেশার। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকায় ১১টি নথির উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের জন্য আলাদা করে কোনও ব্যবস্থা নেই। ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠিও দিয়েছে যৌনকর্মীদের সংগঠনগুলি। তবে এখনও উত্তর আসেনি। ২০০২ সালে বাবা-মায়ের ভোটার তালিকায় নাম নিয়ে এনুমারেশন ফর্ম পূরণেরও সুযোগ নেই। আক্ষেপের সুরে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক যৌনকর্মী বললেন, 'অনেকে ৫-৭ বছর আগে নেপাল, বাংলাদেশ থেকে এসেছেন এখানে। এখন তাঁরা কি ফিরে যাবেন? আমাদের সঙ্গে তো পরিবারও সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়ে নথি দেবে না বাবা-মা। কী করব আমরা?'

গোটা রাজ্যের বিভিন্ন যৌনপল্লিতে ৪০ হাজারেরও বেশি যৌনকর্মী রয়েছেন। দীর্ঘ প্রতিবাদের ভিত্তিতে অনেকের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, র‍্যাশন কার্ডে নাম নথিভুক্ত হয়েছে ২০০২ সালের পরে। যৌনকর্মীদের সংগঠন দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটির সম্পাদক বিশাখা লস্কর বললেন,

> আমাদের সংগঠনে ৪০ হাজার সদস্য রয়েছেন। যা যা নথি চেয়েছে এঁদের অনেকের কাছে তা নেই। অনেকের ভোটার কার্ড ২০০২ সালে হয়েছে। ওই বছরের তালিকায় অনেকের নাম নেই। তাই তাঁদের কাছে যে নথিগুলি রয়েছে তার ভিত্তিতেই এসআইআরে তাঁদের নাম নথিভুক্ত হোক।
>
> **বিশাখা লস্কর,** সম্পাদক
> **দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি**

'আমি নিজেই ৩০-৩৫ বছর আগে বাড়ি ছেড়েছি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাড়ির দলিলটুকুও ভেসে চলে গিয়েছে। অনেকের মাধ্যমিক বা জন্মের শংসাপত্র নেই। আমাদের সংগঠনেরই ৪০ হাজার সদস্য রয়েছেন। যা যা নথি চেয়েছে এঁদের অনেকের কাছে তা নেই। অনেকের ভোটার কার্ড ২০০২ সালে হয়েছে। ওই বছরের তালিকায় অনেকের নাম নেই। তাই তাঁদের কাছে যে নথিগুলি রয়েছে তার ভিত্তিতেই এসআইআরে তাঁদের নাম নথিভুক্ত হোক। এগুলি তো সরকারই দিয়েছে। তাহলে এই নথিগুলিরও নিশ্চয়ই গুরুত্ব থাকা উচিত। আমরা কমিশনকে জানিয়েছি। দেখি কী ব্যবস্থা নেয়।'

কী অবস্থা

- বাংলাদেশ, নেপাল থেকে ২০০২ সালের পরে অনেকে এসেছেন
- সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ভয়ে খবর রাখে না বাবা-মা
- এসআইআর-এর ১১টি নথি যা চাওয়া হয়েছে, অনেকের কাছে তা নেই
- নির্বাচন কমিশনের কাছে ইতিমধ্যেই চিঠি দিয়েছে যৌনকর্মীদের সংগঠনগুলি

অনেকের মায়ের ভোটার তালিকায় নাম বা যথাযথ নথি না থাকায় তাঁদেরও সমস্যায় পড়তে হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেক যৌনকর্মী বলেন, 'আমি যখন এসেছি তখন পদবি একরকম ছিল, এখন পদবি আলাদা। এই বিষয়গুলি পরিবর্তন করতেও তো সময় লাগবে। অনেকের সন্তানের স্কুল সার্টিফিকেট বা সেই ধরনের কোনও নথি দেখে নাম নথিভুক্ত করা হোক।' যৌনকর্মীদের সন্তানদের একটি সংগঠন 'আমরা পদাতিক' এর সঙ্গে যুক্ত সমাজকর্মী মহাশ্বেতা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা কমিশনকে ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। এসআইআর নিয়ে যৌনকর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক থাকাটাই স্বাভাবিক। এখন কমিশন কী পদক্ষেপ করে সেটাই দেখার।'

আমার কার্তিক ঠাকুর...

রবিবার কলকাতায় দেবাশিস মণ্ডলের তোলা ছবি।

ফর্ম বিলি শেষ করতে নির্দেশ কমিশনের

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : কমিশনের সাঁড়াশি চাপে আতঙ্কিত বিএলওরা। এনুমারেশন ফর্ম বিলি শেষ করতে হবে রবিবারের মধ্যে। গত ১৫ নভেম্বর ভার্চুয়াল বৈঠকে খোদ জাতীয় নির্বাচন কমিশন এই কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন জেলা শাসক থেকে শুরু করে বিএলওদের। কিন্তু রবিবার এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত রাজ্যে বিলি হওয়া মোট ফর্মের সংখ্যা জানাতে পারেনি কমিশন। তবে গত ১৫ নভেম্বর রাত পর্যন্ত ৭ কোটি ৫৫ লক্ষ অর্থাৎ ৯৮.৫০ শতাংশ ফর্ম বিলি করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে কমিশনের এই দাবি সব ক্ষেত্রে মিলছে না। বহু জায়গায় বিএলওরা আজও অভিযোগ করেছেন, তাঁরা ভোটার তালিকায় দেওয়া ঠিকানায় গিয়ে ভোটারকে খুঁজেই পাচ্ছে না। ফর্ম দেওয়ার জন্য ভোটার বা তাঁর আত্মীয়কে খুঁজে পাওয়া দরকার। কিন্তু বহু জায়গায় ওই ঠিকানায় যাঁরা আছেন, তাঁদের সঙ্গে তালিকায় থাকা ভোটারদের কোনও যোগ নেই। ফলে একদিকে কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী বিএলওদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফর্ম বিলি করতে হবে। অন্যদিকে, ফর্ম বিলি করতে গিয়ে ভোটারকে না খুঁজে পেয়ে আতঙ্কের শিকার হচ্ছেন বিএলওরা। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন বিএলও চাপ নিতে না পেরে কাজের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কাউকে

চাপে বিএলও-রা

কাউকে হাসপাতালে ভর্তিও করতে হয়েছে। এমনকি আতঙ্কে আত্মহত্যা করার অভিযোগও উঠেছে। এদিনও কলকাতার বেলেঘাটা এলাকায় এক বিএলও কর্তব্যরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই ঘটনায় বেলেঘাটার প্রশিক্ষণ শিবিরে বিএলওরা প্রতিবাদে ফেটে পড়েন।

তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন, 'এসআইআর নিয়ে পুরোপুরি জোরজবরদস্তি করছে কমিশন। রাজ্য সরকারের প্রতিবাদ করা ছাড়া আর কী করার থাকতে পারে। আমি দেখেছি, বিএলওরা অনেক ক্ষেত্রে জানিয়েছেন, তাঁদের অসুবিধা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, প্রয়োজন পড়লে তাঁদের অ্যাসিস্ট্যান্ট দেওয়া হবে। তার কী ফল দাঁড়ায় দেখতে হবে।' এদিন বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও বিএলওদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেও দায়িত্ব পালনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

সুকান্ত বলেন, 'আপনাদের মনে রাখতে হবে চাকরি সবার আগে। তৃণমূল, বিজেপি কোনও দলের নেতাদের কথাতেই আপনাদের চলার দরকার নেই। কমিশন কী বলছে তা অনুসরণ করুন। তৃণমূলের চাপে মৃতকে জীবিত করবেন না।' তবে একইসঙ্গে বিএলওদের সুরক্ষার জন্য হেল্প লাইন চালু করার ব্যাপারে কমিশনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

একাকী...

রবিবার কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

মতুয়াদের অনশনে শশী, স্নেহাশিসরা

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : মতুয়া ভোটব্যাংককে হাতিয়ার করে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের লক্ষ্য বাঁধতে চাইছে তৃণমূল। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের প্রতিবাদে ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে টানা অনশন চালাচ্ছেন মতুয়া মহাসংঘের সংঘাতিপতি মমতাবালা ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ মতুয়ারা।

শনিবার দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অনশনকারীদের স্বাস্থ্যের খোঁজ নেওয়ার পরই রবিবার তৃণমূলের এক প্রতিনিধিদল পৌঁছে গেল অনশন মঞ্চে। মতুয়াদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করতে অভিষেকের নির্দেশে এদিন মঞ্চে পৌঁছে গেলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা, মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ও শাসক দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তন্ময় ঘোষ।

এতদিন মতুয়াদের অনশনে দলের সামনের সারির কোনও মুখকেই সেভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়নি। এবার তৃণমূলের প্রতিনিধিদল অনশন মঞ্চে অংশগ্রহণ করে বুঝিয়ে দিল, মতুয়াদের অধিকার রক্ষায় যথেষ্ট লড়াই করবে সবুজ শিবির। এদিন অনশনকারীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন শশী, স্নেহাশিস, তন্ময়রা। অভিষেকের পাঠানো চিঠি পড়ে শোনানো হয় অনশনে অংশগ্রহণকারীদের। এসআইআর নিয়ে আতঙ্ক বাড়ছে মতুয়াদের। ফলে বিগত ১২ দিন ধরে চলা এই অনশন মঞ্চে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাও ক্রমে বাড়ছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। দলীয় সূত্রে খবর, মতুয়াদের স্বার্থে দিল্লিতেও অনশনের ডাক দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে সবুজ শিবির। সেই ইঙ্গিত আগেই মিছিল থেকে দিয়েছিলেন অভিষেক।

এদিন প্রতিনিধিদলের বার্তা, একজন বৈধ ভোটারের নামও ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়লে আন্দোলন হবে। তাদের আশ্বাস, অনশনে অংশগ্রহণকারীদের শারীরিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখবে দল। একই সঙ্গে মতুয়াদের ওপর কোনওরকমভাবে অত্যাচার হলে ঢাল হয়ে দাঁড়াবে তারা। এসআইআর নিয়ে কোনওরকম ভ্রান্তি থেকে দূরে থাকতেও অনুরোধ করা হয়েছে মতুয়াদের। নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবিতে অনশন চালাচ্ছেন মতুয়াদের একাংশ। এসআইআর-এর মাধ্যমে সিএএ করে তাঁদের নতুন করে নাগরিক হওয়ার কমিশনের শর্ত মানতে নারাজ তাঁরা। গত কয়েকটি নির্বাচনে বিজেপির মতুয়া ভোটব্যাংক বেশ ভালো। তাই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সেই ভোটের পালের হাওয়া ঘোরাতে সচেষ্ট হয়েছে শাসকদল।

ঠাকুরনগরের অনশন মঞ্চে মন্ত্রী শশী পাঁজা, স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

'ইন্ডিয়া'র বৈঠক ডাকার দাবি জোরালো

স্বরূপ বিশ্বাস ও অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : বিহার জয়ের পর যখন পরবর্তী লক্ষ্য হিসেবে বাংলাকে নিশানা করছে বিজেপি সেই সময় বিজেপি বিরোধিতায় জোড়া ফলায় শান দিতে চাইছে তৃণমূল। একদিকে বিহারের নির্বাচনে ভোট লুটের অভিযোগ তুলছে তারা। অন্যদিকে, জাতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধিতায় প্রধান মুখ হতে চাইছে তৃণমূল। সেই লক্ষ্যে ইন্ডিয়া জোটের দ্রুত বৈঠক ডাকার দাবিও তুলছে তারা।

রবিবার তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সমাজমাধ্যমে বিহারে বিজেপির বিরুদ্ধে কার্যত ভোট লুটের অভিযোগ করলেন। বিহারের নির্বাচনের ফল কাটাছেঁড়ায় দেখা গিয়েছে, ১০১টি আসনে লড়ে বিজেপি জিতেছে ৯৫টিতে। শতাংশের হিসেবে ৯৪.৫৯। আর সমসংখ্যক আসনে লড়ে নীতীশ জিতেছেন ৮৫টিতে। শতাংশের বিচারে ৮৪। এই তথ্য তুলে ধরে কুণালের প্রশ্ন, 'এই অস্বাভাবিক ভোটের ফল পরিকল্পিত ভোট লুট নয় তো?' কুণালের কথায়, বিজেপি ও নীতীশের এই 'স্ট্রাইক রেট' অত্যন্ত রহস্যজনক। তাঁর যুক্তি, এতদিন পর্যন্ত বিজেপি সংসদে সর্বোচ্চ আসন পেয়েছে ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে। ওই নির্বাচনে বিজেপির আসন ছিল ৩০৩টি, ৫৫.৯ শতাংশ। আর সংসদে কোনও একক দল হিসেবে কংগ্রেস ১৯৮৪-তে ইন্দিরা গান্ধির মৃত্যুর পর সহানুভূতির হাওয়ায় সর্বোচ্চ আসন পেয়েছিল ৪০৪টি, অর্থাৎ ৭৮.৬ শতাংশ। কিন্তু বিহার ভোটে এনডিএর ফল এই সমস্ত হিসেবকে ছাপিয়ে গিয়েছে। সেই কারণে বিহারের ফলের পিছনে পরিকল্পিত ভোট লুটের আশঙ্কা করছে তৃণমূল।

বিজেপির বিরুদ্ধে এই ভোট লুটের আক্রমণের সঙ্গে জাতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধিতায় প্রধান মুখ হয়ে উঠতে চাইছে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই ইন্ডিয়া জোটের মুখ বদলাতে জোটের ছোট ছোট শরিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ডেরেক ও'ব্রায়েনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দলের সংসদীয় নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই এই নির্দেশ দিয়েছেন নেত্রী। সেক্ষেত্রে বিহার নির্বাচনে রাহুলের ব্যর্থতাকে সামনে এনে ইন্ডিয়া জোটের মুখ হিসেবে মমতাকে তুলে ধরার চেষ্টা হতে পারে বলে তৃণমূল সূত্রে খবর। কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা সাকিল আহমেদ বিহারে এসআইআর নিয়ে রাহুল গান্ধির দাবিকে এদিন খারিজ করে দিয়েছেন। তৃণমূল মনে করছে, বিহারের ব্যর্থতার পর কংগ্রেসের মধ্যেই রাহুল বিরোধী গোষ্ঠী নতুন করে সক্রিয় হবে। রাজনৈতিকভাবে সেই সুযোগকে তাই হাতছাড়া করতে চাইছে না তৃণমূল।

গুলিবিদ্ধ গৃহবধূ

আশিস মণ্ডল

রামপুরহাট, ১৬ নভেম্বর : স্ত্রীকে লক্ষ করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্ত্রীকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ গৃহবধূর স্বামীকে গ্রেফতার করেছে। তাকে রবিবার রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের নলহাটি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম বিদু পাড়ায়। গুলিবিদ্ধ গৃহবধূর নাম সীমা খান। পেশায় বিউটি পার্লারের মালিক। শনিবার রাত্রে পার্লার বন্ধ করে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ির দরজার সামনে তাকে পিছন থেকে চারটি গুলি ছোঁড়া হয়। দুটি গুলি লাগে বুকে। দুটি হাতে এবং কোমরে। থানার থেকে ঢিল ছোঁড়া দুরত্বে এই ঘটনার খবর পেয়ে পৌঁছে যায় পুলিশ। জখম গৃহবধূ জানান, তাঁর স্বামীই তাকে গুলি করেছে। বাড়ির সামনে একটি জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গল থেকে মুখে কাপড় বেঁধে বেড়িয়ে এসে গুলি চালিয়েছে। মুখ দেখা না গেলেও শরীর দেখে তিনি স্বামীকে চিনতে পেরেছেন বলে হাসপাতালের বেডে শুয়ে দাবি করেছেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ স্বামী রজু খানকে গ্রেফতার করেছে।

শত্রুঘ্নকে শোকজের ভাবনা তৃণমূলের

কটাক্ষ বিজেপির

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : দলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাকে নিয়েও অস্বস্তিতে রয়েছে তৃণমূল। বিহারে বিজেপি তথা এনডিএর জয়ে নীতীশের প্রশংসা করেন আসানসোলের তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। সমাজমাধ্যমে শত্রুঘ্নর সেই পোস্টকে ঘিরে তৃণমূলকে কটাক্ষ করে বিজেপি। তবে সূত্রে খবর, খুব শীঘ্রই শত্রুঘ্নকে বার্তা দিতে পদক্ষেপ করতে পারে তৃণমূল।

বিহার নির্বাচনের ফল বেরোনোর পর তৃণমূল সাংসদ তাঁর নিজের এক্স হ্যান্ডেলে নীতীশ কুমারকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই বিজেপি তথা এনডিএ শিবিরের জয় নিয়ে তৃণমূল সাংসদের এই প্রশংসা নজর কেড়েছে বিজেপির। এই সুযোগে তাই তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না তারা। সমাজমাধ্যমে করা পোস্টের সঙ্গে নীতীশের সঙ্গে তাঁর একটা ছবিও দিয়েছিলেন তিনি।

এদিন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'একসময় উনি তো বিজেপিতেই ছিলেন। ছবিটা হয়তো পুরোনো। সেই সময়কার। যাইহোক, বিষয়টা তো তৃণমূলের। তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ হয়ে বিজেপির জয়ের প্রশংসা করেছেন তিনি। তবে শত্রুঘ্নজিকে বলে রাখি, আগামী দিনে বিহারের মতো বাংলার মানুষও এই ম্যাজিক দেখাবে।'

আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল এদিন তাঁর বিধানসভা এলাকায় জনসম্পর্ক অভিযানে গিয়েছিলেন। সেখানেই শত্রুঘ্নর এই ফেসবুক পোস্ট নিয়ে অগ্নিমিত্রা বলেন, 'জানি না মুখ্যমন্ত্রী আজকে আপনার দ্বিচারিতা, আপনাদের পার্টির দ্বিচারিতা, ইন্ডিয়া জোটের দ্বিচারিতা নিয়ে কী বলবেন। তবে দলের বিরুদ্ধে গিয়েও আপনি যে নীতীশ কুমারের ভূয়সী প্রশংসা করলেন, রাজনীতির ঊর্ধ্বে

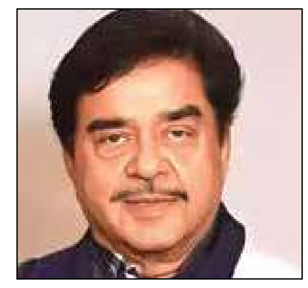

গিয়ে মানুষের জন্য এই সত্য কথা বলার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।' তবে একইসঙ্গে অগ্নিমিত্রা মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, বিহারে বিজেপিই সর্বোচ্চ আসন পেয়েছে।

শত্রুঘ্নর এই মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবে অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল। সরকারিভাবে এমনি কোনও প্রতিক্রিয়া না দিলেও তৃণমূল সূত্রে খবর, শত্রুঘ্নর মন্তব্যে ক্ষুব্ধ তৃণমূল। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই দলে চর্চা হয়েছে। দলীয় সূত্রের খবর, প্রয়োজনে শোকজও করা হতে পারে সাংসদকে।

২৪ ঘণ্টাতেই পার্থর জনবাক্স উধাও

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : জেলমুক্তির পর থেকে খানিকটা বিদ্রোহী মেজাজে দেখা গিয়েছে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। নিজের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের প্রমাণ চেয়ে দলকে চিঠিও দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে নিজের গ্রহণযোগ্যতার পরিচয় দিতে বেহালা পশ্চিমে তাঁর জনসংযোগ কার্যালয়ের সামনে জনবাক্স বসানো হয়েছে। অর্থাৎ জনগণের মতামত ও অভিযোগ সংগ্রহের জন্য এই বাক্সটি বসানো হয়। যদিও ২৪ ঘণ্টা পরেই সেই বাক্স উধাও হয়ে গিয়েছে। কে বা কারা ওই বাক্স বসালেন বা সরিয়ে ফেললেন তা অজানা। এই নিয়ে মুখ খোলেননি স্থানীয়রাও।

পার্থর গ্রেপ্তারির পরেই বেহালা পশ্চিমের ম্যান্টনের অফিসটি বন্ধ পড়েছিল। যে অস্থায়ী ঘরে তিনি বসতেন, সেটি পর্যন্ত ভেঙে ফেলা হয়। কিন্তু হঠাৎ করে দেখা যায়, ওই পরিত্যক্ত অফিসের সামনে জনবাক্স বসানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই পার্থর অনুগামীরা এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে লিফলেট বিলি করতে শুরু করেছেন। নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত দুর্নীতির অভিযোগ নস্যাৎ করতে চেয়েছেন তিনি। এমনকি বেহালা পশ্চিমের জনগণের কাছে বিচার চাওয়ার দাবি জানিয়ে বিবৃতিও দিয়েছিলেন। ঠাকুরনগরে তাঁর সমর্থনে পোস্টারও পড়েছিল। এই প্রেক্ষিতে জনমত সংক্রান্ত ওই জনবাক্স নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও দলের তরফে এই বিষয় নিয়ে কোনও মন্তব্যই করা হয়নি। তবে সোমবার অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেই বাক্স উধাও হয়ে গিয়েছে। এই বিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলার অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়কে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

ছাড়পত্রের পর পুরোনো বাস রাস্তায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : কলকাতার রাস্তায় আবার বাস বাড়তে চলেছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশিকার ভিত্তিতে কলকাতায় ১৫ বছর পুরোনো বাসের পারমিটের নবীকরণ বন্ধ করে দিয়েছিল পরিবহণ দপ্তর। এর ফলে বহু বাস বাতিল হওয়ার আশঙ্কায় বেসরকারি বাস মালিকদের সংগঠনগুলি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায় বাসের স্বাস্থ্য ও দূষণমাত্রা খতিয়ে দেখে মেয়াদ বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। আদালতের ছাড়পত্র পেতেই বসে যাওয়া বাসগুলি পুনরায় রাস্তায় নামাতে তৎপরতা শুরু করেছেন বাস মালিকরা। নিষেধাজ্ঞার কারণে বসে যাওয়া বাসগুলির জরিমানা ও কর ছাড়ের আবেদনও করা হবে পরিবহণ দপ্তরের কাছে। এই আবেদন মেনে নিলে কয়েক মাসের মধ্যেই ৭০০ থেকে ৮০০ বাস নতুন করে পরিষেবা দিতে রাস্তায় নামবে। এর ফলে সুবিধা হবে বিরাট সংখ্যক মানুষের, এমনটাই মনে করছে বাস মালিকদের সংগঠনগুলি।

বাসগুলি বছরে দু'বার স্বাস্থ্য ও দূষণ সংক্রান্ত পরীক্ষা করাতে হবে। বাসের অন্যান্য যন্ত্রাংশ ঠিকঠাক থাকলে রাস্তায় চলাচলের ছাড়পত্র পাবে। এর

ফলে বাস পিছু খরচ বাড়াতে হবে বাস মালিকদের। তাই আগামী সপ্তাহে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ও পরিবহণ দপ্তরের সচিব সৌমিত্র মোহনের কাছে আবেদন জানাবেন বেসরকারি বাস মালিক সংগঠনগুলির একাংশ। ২০০৮ সালে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বৃহত্তর কলকাতা এলাকায় দূষণ কমাতে ১৫ বছর মেয়াদে নির্দিষ্ট নির্গমন মাত্রার গাড়ি বাতিল করার কথা বলেছিল। সেখানে দূষণ মাত্রার কথা উল্লেখ ছিল না। বাসের প্রযুক্তি উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দূষণ মাত্রা কমানোর বিষয়টিকে হাতিয়ার করে মামলা করেছিল বাস মালিকদের সংগঠনগুলি। পরিবহণ মন্ত্রী নিজেও বাসের মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়ে উদ্যোগী হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে হাইকোর্টের রায়কে ঐতিহাসিক জয় হিসেবে দেখছেন বেসরকারি বাস মালিকরা। অল বেঙ্গল বাস মিনিবাস সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আদালতের নির্দেশের পরে গেজেট নোটিফিকেশন দিতে হবে পরিবহণ দপ্তরকে। তার ভিত্তিতে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেব।' সিটি সাবারবান বাস সার্ভিসের নেতা টিটু সাহা জানান, বাসগুলি ঠিকঠাক থাকা সত্ত্বেও তাঁরা চালাতে পারেননি। তাই বিস্তর ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি। এই পরিস্থিতিতে জরিমানা ও কর ছাড়ের বিষয়টি পরিবহণ দপ্তর স্বীকার করে নিলে উপকার হবে। জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এর ফলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে। বসে যাওয়া বাসগুলি রাস্তায় নামবে।'

শ্রমিক সমাবেশে নজর

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : জেলাওয়াড়ি বৈঠকের পর তৃণমূলের বর্তমান লক্ষ্য শ্রমিক সংগঠনগুলিকে আরও শক্তিশালী করা। তাই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে সোমবার থেকে রাজ্যজুড়ে শ্রমিক সমাবেশ শুরু করতে চলেছে শাসক দল। নির্মাণ, মৎস্য, চা, বিদ্যুৎ, কৃষি ও শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক সংগঠনগুলি জেলাওয়াড়ি এই সমাবেশে যোগদান করবে। রাজ্যের অসংগঠিত শ্রমিকের মধ্যে রয়েছে প্রায় আড়াই কোটি ভোটার। এই ভোট ব্যাংকে নজর দিয়েছে দল।

কাঁথি, জলপাইগুড়ি, ফরাক্কা, শ্রীরামপুর সহ যেসব জায়গায় শ্রমনির্ভর জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য, সেইসব জায়গাতেই সমাবেশ আয়োজন করা হবে। আগামী জানুয়ারি মাস পর্যন্ত দফায় দফায় এই সমাবেশ চালাবে দল। ওই মাসে কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে হবে একটি মেগা সমাবেশ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেন। শ্রমিক সংগঠনগুলির উদ্দেশ্যে সেখান থেকে তাঁদের বার্তা দেওয়ার সম্ভাবনা। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য, শ্রমিক সংগঠনগুলিকে কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা মনে করিয়ে দেওয়া। একইসঙ্গে দলের সামাজিক প্রকল্পগুলিকে সামনের সারিতে নিয়ে এসে বুঝিয়ে দেওয়া, সমাজের নিম্ন স্তরের মানুষদের বিপদে সবসময় পাশে থাকবে তৃণমূল।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৭৮ সংখ্যা, সোমবার, ৩০ কার্তিক ১৪৩২

সন্ধিক্ষণ

হাওয়া কি ঘুরছে বাংলাদেশে? ক'দিন আগে আওয়ামী লিগের ডাকা 'লকডাউন' ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল সেদেশে। বেসরকারি যানবাহন বন্ধ ছিল প্রায় সর্বত্র। রাজধানী ঢাকা শহরের পরিস্থিতি ছিল থমথমে। রাস্তাঘাটে লোকজন ছিল অনেক কম। রাজধানীর বহু রাস্তায় দেখা যায় আওয়ামীর প্রতিবাদ মিছিল। অফিস, কাছারি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান- সব জায়গায় উপস্থিতির হার ছিল তুলনামূলকভাবে বেশ কম। কোথাও কোথাও গাড়িতে আগুন ধরানোর খবর পাওয়া গিয়েছিল।

জুলাই অভ্যুত্থানের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ তিনজনের বিরুদ্ধে শাস্তি ঘোষণার সম্ভাবনায় আওয়ামী লিগ ওই কর্মসূচি নিয়েছিল। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল সেই শাস্তি ঘোষণা করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লিগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে আগেই।

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের অগ্রদূত, দীর্ঘ কয়েক দশকের শাসকদল আওয়ামী লিগের মিছিল, সভা-সমাবেশ, রাজনৈতিক প্রচার, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা- সবই এখন নিষিদ্ধ। ২০২৪-এর ৫ অগাস্ট শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে আসার পর থেকে আওয়ামী লিগের কর্মী-নেতারা চরম দুরবস্থায় আছেন। অনেকে দেশছাড়া। যাঁরা দেশে আছেন, তাঁদের অনেকে জেলবন্দি, অনেকে পুলিশি নির্যাতনের শিকার।

কিন্তু হাসিনার দল আবার জেগে উঠেছে। গত এক মাসে ঢাকা সহ দেশের অনেক এলাকায় আওয়ামী লিগের প্রতিবাদ মিছিল দেখা গিয়েছে বারবার। একটি সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া হাসিনার সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকার নিয়ে বাংলাদেশ তোলপাড় হয়েছে। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস, 'আওয়ামী লিগকে আসন্ন সংসদীয় নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়া না হলে দলের কোনও সমর্থকই ভোট দেবেন না।'

আওয়ামী লিগ নেত্রীর কথা সঠিক হলে, অর্থাৎ গোটা বাংলাদেশে তাঁর দলের সমর্থকরা শেষপর্যন্ত ভোট বয়কট করলে সংসদ নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হবে। সারাবিশ্বে সেটা বাংলাদেশ সম্পর্কে বিরূপ বার্তা পাঠাবে। দেশের ভাবমূর্তি তাতে ধাক্কা খাবে। হাসিনার পরোক্ষে ভোট বয়কটের হুমকি তাই ভয় ধরিয়ে দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের। ইউনূস প্রচার করছেন, 'দেশের ভিতরের এবং বাইরের শক্তি নির্বাচন বানচাল করতে উঠেপড়ে লেগেছে।'

হাসিনার হুংকারের পরিপ্রেক্ষিতেই যে ইউনূসের এই মন্তব্য, তা নিয়ে সংশয় নেই। ইউনূস নানা কারণেই খুব স্বস্তিতে নেই। ফেব্রুয়ারিতে সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে ইতিমধ্যে জুলাই সনদ নিয়ে গণভোট করার ঘোষণা শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে। তবে আওয়ামী লিগের পর বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় দল বিএনপি ইউনূসের পথের কাঁটা। যেকারণে বিএনপি'র ওপর নজরদারি, ধরপাকড়ের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিএনপি ইতিমধ্যে ২৩৭ কেন্দ্রে দলের প্রার্থী স্থির করে ফেলেছে। একাধিক আসনে প্রার্থী হচ্ছেন খালেদা জিয়া। বিএনপি ৬০ কেন্দ্রের প্রার্থী এখনও ঘোষণা করেনি। তাতে অনেকের অনুমান, এনসিপি হয়তো বিএনপি'র হাত ধরবে। কিন্তু এনসিপি'র বক্তব্য, কোনও বড় দলের সঙ্গে তারা জোটে যাবে না। কারণ, তাতে বড় দলের অপকর্ম, দুর্নীতি- সবকিছুর দায় তাদের ওপর চাপবে।

তবে কিছু ক্ষেত্রে আসন সমঝোতার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়নি তারা। জামায়াত-ও প্রার্থী বাছাই সেরে ফেলেছে। কিন্তু ঘোষণা করেনি। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল, আওয়ামী লিগকে বাদ দিয়ে ভোট হলে আন্তর্জাতিক মহলে তার গুরুত্ব কমে যাবে। ট্রাইবিউনালের রায়ে হাসিনা ও তাঁর দুই প্রাক্তন সহযোগীর বড়সড়ো শাস্তি ঘোষণা হতেই পারে। কিন্তু ২০২৪-এর অগাস্টে আওয়ামী লিগ যে পরিস্থিতিতে পড়েছিল, তার বদল ঘটেছে।

হাসিনার দল অন্তর্বর্তী সরকারের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে নিয়মিত আন্দোলনের ডাক দিচ্ছে। এ সপ্তাহেও চারদিনের আন্দোলনসূচি রয়েছে। অন্যদিকে, ইউনূসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে সরকারের অন্য শরিকদের মধ্যে। তাছাড়া গত দেড় বছরে দেশে রাজনৈতিক সুস্থিতি আসেনি। অর্থনৈতিক অবস্থাও টালমাটাল। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাইছে হাসিনার দল।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই-অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

উপাচার্য সংকট : রাজ্যে নতুন রেকর্ড

গত আড়াই বছর ধরে রাজ্যের ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য নেই। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন।

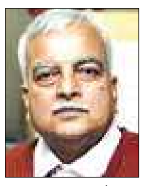

দেবদূত ঘোষঠাকুর

এখন বোধহয় নতুন রেকর্ড তৈরি করা কিংবা রেকর্ড ভাঙার মরশুম চলছে।

পশ্চিমবঙ্গের এক তরুণী সম্প্রতি বিশ্ব ক্রিকেটের মঞ্চে ছয় মারার রেকর্ড করেছেন। রেকর্ড গড়ায় তাঁর থেকে মোটেই পিছিয়ে নেই মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন তরুণীর রাজ্য। শিলিগুড়ির রিচা ঘোষের রেকর্ড জোর গলায় বিশ্ববাসীর সামনে ঘোষণা করা যায়। কিন্তু রাজ্যের রেকর্ডে আম বাঙালির মাথা হেঁট হয়ে যাওয়ার কথা। তবে আমজনতার কোনও হেলদোলই নেই যে! মাথা উঁচু করেই বাংলা ভাষার অস্তিত্ব নিয়ে তাঁরা গলা ফাটাচ্ছেন। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে উচ্চশিক্ষার 'সেরা' অঙ্গন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অস্তিত্ব নিয়েই এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

একটা ধাঁধা জিজ্ঞাসা করি। রাজ্যের ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য নেই কত বছর বলতে পারবেন? শুনে নিন, আড়াই বছর। সংখ্যাটা ১৮ হতেই পারত যদি না অক্টোবরে ৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত না করত সুপ্রিম কোর্ট। তার মধ্যে রয়েছে কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। যাদবপুরের গত ছয় মাস তো অস্থায়ী উপাচার্য বলেও কেউ ছিলেন না।

উচ্চশিক্ষার মতো এমন একটি 'গুরুত্বপূর্ণ' বিষয় নিয়ে রাজ্য সরকার, রাজভবন এবং সুপ্রিম কোর্ট 'ছেলেখেলা' করছে কি না বলে শিক্ষাবিদদের মধ্যে উঠেছে সেই প্রশ্নও। এই মামলা চলেছে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে। তবুও কেন এই অচলাবস্থা, সেই প্রশ্ন উঠেছে। নীরব শুধু পড়ুয়ারা। আখেরে মূল ক্ষতিটা হচ্ছে কিন্তু তাঁদেরই। এ নিয়ে কিন্তু কোথাও কোনও আন্দোলন নেই। শুধু ফাইল চালাচালি হচ্ছে বিকাশ ভবন, কলকাতার রাজভবন আর সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে। ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, গবেষক, অভিভাবক -সবাই নীরব দর্শক। স্পিকটি নট।

উপাচার্য নিয়োগ করার 'আসল' ক্ষমতা কার, তা নিয়ে রাজভবন আর নবান্নের লড়াইয়ে উচ্চশিক্ষায় যে এমন অচলাবস্থা হতে পারে এমন ধারণা শিক্ষাবিদদের আগে কখনও ছিল না। রাজ্যপালের বদলে মুখ্যমন্ত্রীকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত একটি বিল রাজ্য বিধানসভায় পাশ হয়ে গেলেও, তা এখনও আইনে রূপান্তরিত হয়নি। কারণ, ফাইল আটকে রয়েছে রাজভবনে। রাজভবনের আশঙ্কা, নবান্ন উপাচার্য নিয়োগের চূড়ান্ত ক্ষমতা পেলে শুধু শাসকদলের ঘনিষ্ঠরাই নিযুক্ত হবেন। নবান্নের আশঙ্কা, রাজভবন উপাচার্য নিয়োগ করলে তাঁদের উপরে শাসকদলের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। কারণ, গেরুয়া শিবিরের লোক সে ক্ষেত্রে উপাচার্য নিযুক্ত হবেন। অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের সময় এই প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছে। আর সেইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে পঠনপাঠন এবং গবেষণা মারাত্মক ব্যাহত হয়েছে বলেই অভিমত বিকাশ ভবনের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতার দখলদারি নিয়ে এই দড়ি টানাটানি শেষপর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে গেলেও, এখনও ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবক'টিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করা যায়নি। গত বছর নভেম্বরে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ইউইউ ললিতের নেতৃত্বাধীন কমিটি বিজ্ঞাপন, আবেদনকারী ঝাড়াইবাছাই এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে তিনজনের তালিকা পাঠিয়ে দেয় নবান্নে। মুখ্যমন্ত্রীর 'পছন্দের' তালিকা জমা পড়ে সুপ্রিম কোর্টে। গত বছর ডিসেম্বরে প্রথম লপ্তে এমন আটজনকে উপাচার্য পদে নিযুক্ত করা হয়। এর মধ্যেই রাজ্যপাল নিযুক্ত আট উপাচার্য নিয়োগপত্র পেয়ে যান। এঁদের মধ্যে তিনজন রাজ্যপালেরই নিয়োগ করা অস্থায়ী উপাচার্য ছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট সূত্রের খবর, ওই আটজন উপাচার্যকে নিয়ে রাজভবন-নবান্নের মধ্যে বিরোধ ছিল না। ওই তালিকায় প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান ও কল্যাণী ছাড়া 'বড়' কোনও বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু ওই প্রাথমিক পর্যায়ে উপাচার্য পায়নি। কলকাতা, যাদবপুর, উত্তরবঙ্গ, রবীন্দ্রভারতী, রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা রাজ্য প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি। অচলাবস্থা যেমন ছিল, তেমনই থেকে যায়। সুপ্রিম কোর্ট রাজভবন ও নবান্নকে নিজেদের বিরোধ মিটিয়ে ফেলে সর্বসম্মতিক্রমে ওই তিনজনের তালিকা থেকে একজনকে বেছে নেওয়ার জন্য সময় দেয়। তাতে কোনও লাভ হয়নি। মাঝখানে রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন উপাচার্য সোনালি চক্রবর্তীর নাম ঘোষণা করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু ছয় মাস পরে সেই নিয়োগ বাতিল করে সোনালিকে করে দেওয়া হয় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ফের অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে।

গত বছরের জুলাই মাসে বিচারপতি ললিত উপাচার্য নিয়োগের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। ঠিক এক বছর পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ফের আসরে নামেন বিচারপতি ললিত। আগের তালিকায় নাম থাকা তিনজনের সঙ্গে কথা বলে বাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে একটি করে নাম পাঠানো হয় সুপ্রিম কোর্টের কাছে। কিন্তু সেই তালিকাও সর্বসম্মত হয়নি। নবান্নের পছন্দের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কিছু অভিযোগ জমা দেয় রাজভবন। আবার রাজভবনের মনোনীত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা দেয় নবান্ন।

কিন্তু ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৬টি-র ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে। প্রথমে সুপ্রিম কোর্ট বলে, ১২ নভেম্বর তারা পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানাবে। কিন্তু পরে জানিয়ে দেয়, ৩ ডিসেম্বর আদালতে এই মামলা উঠবে। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্যের শিক্ষাবিদদের অনেকেই অশনিসংকেত দেখছেন। তাঁরা মনে করছেন, এখন সুপ্রিম কোর্টের সামনে দুটি রাস্তা খোলা। (ক) রাজভবন ও নবান্ন একমত না হলেও, সুপ্রিম কোর্ট নিজে থেকে বিচারপতি ললিতের দেওয়া তিনজনের নাম থেকে উপাচার্য নিয়োগ করতে পারে, অথবা (খ) আগের প্যানেল বাতিল করে নতুন করে বিজ্ঞাপন দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে। সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা নিয়ে রীতিমতো শঙ্কিত ওই শিক্ষাবিদরা।

এক শিক্ষাবিদ বলেন, 'উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা দেখুন- অস্থায়ী উপাচার্য নেই, রেজিস্ট্রার নেই, ফিন্যান্স অফিসার নেই, ডিন অফ স্টুডেন্টস নেই, শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ- নবান্ন বা রাজভবন সেই বিষয়টা নিয়ে ভাবছে না। ছাত্রছাত্রীদের কথা ভাবছেই না।' ওই শিক্ষাবিদের মন্তব্য, 'রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজ্য প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও তথৈবচ। ছাত্র ভর্তির হার দেখেই বিষয়টি পরিষ্কার।' উপাচার্য নিয়োগ সমস্যা যত জটিল হবে, ততই ছাত্ররা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বেশি টাকা দিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় করবে- এমনটাই আশঙ্কা করছেন শিক্ষাবিদদের অনেকেই। এক প্রাক্তন উপাচার্যের মন্তব্য, 'একদিন দেখবেন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তুলে দিচ্ছে নবান্ন। সে দিন আর বোধহয় দূরে নেই।'

আর একটি বিষয় নিয়েও শিক্ষাবিদরা বিস্মিত। এক শিক্ষাবিদ বলেন, 'উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে এই যে মামলা বছর দুয়েক ধরে চলছে তাতে বাদী ও বিবাদী দুই পক্ষের মামলার খরচ জোগাচ্ছে রাজ্য। দুই প্রতিপক্ষ নবান্ন এবং রাজভবনের হয়ে আইনজীবীদের ফি দিচ্ছে রাজ্য অর্থ দপ্তর। কয়েক কোটি টাকার উপরে নিশ্চয়ই খরচ হয়েছে রাজ্যের কোষাগার থেকে।'

ওই শিক্ষাবিদের মন্তব্য, শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না, যন্ত্রপাতি কেনা যাচ্ছে না। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী শিক্ষক বাদ দিন, ঠিকা-শিক্ষক পর্যন্ত নেই। ক্লাস প্রতি ৫০০ টাকা মজুরিতে নেট উত্তীর্ণ, পিএইচডি প্রাপ্ত মেধাবীরা পড়াচ্ছেন। কীসের জন্য ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষায় যাবে বলুন তো? এগুলিও নিশ্চয় রেকর্ড। রাজ্যের উচ্চশিক্ষায় হতাশাব্যঞ্জক রেকর্ড। অধোগতির লক্ষণ। এই ধরনের রেকর্ড গড়ার মতিভ্রম যাতে আর কোনও রাজ্য সরকারের না হয়, এটাই আম বাঙালির এই মুহূর্তের প্রার্থনা হওয়া উচিত।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৩৬

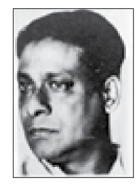

কবি তারাপদ রায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯২৮

আজকের দিনে প্রয়াত হন পঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়।

আলোচিত

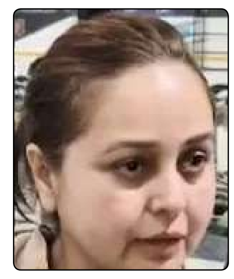

বিবাহিত মেয়ে-বোনদের বলতে চাই। বাপের বাড়িতে ভাই বা ছেলে থাকলে ঈশ্বরতুল্য বাবাকেও তোমরা বাঁচাতে যেও না। সেই বাড়ির ছেলেকে বলো কিডনি দিতে। বাবাকে কিডনি দেওয়ার সময় বড় অপরাধ করে ফেলেছি।

- রোহিণী আচার্য

ভাইরাল/১

ছবিটির পরাবাস্তবতায় চোখে ঘোর লেগে যায়। ফ্রেমবন্দি করেছেন অ্যারিজোনার অ্যাস্ট্রোফোটোগ্রাফার অ্যান্ড্রু ম্যাককার্থি। মহাকাশে ক্যামেরা তাক করে গ্রহনক্ষত্রের ছবি তোলা যাঁর বরাবরের নেশা। ছবিটি এরকম, লালচে প্রকাণ্ড সূর্যের সামনে শূন্যে ভাসমান এক ব্যক্তির অবয়ব দেখা যাচ্ছে। আসলে তিনি স্কাইডাইভিং করছেন।

ভাইরাল/২

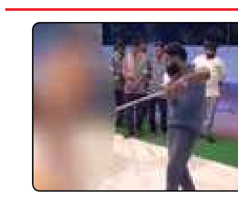

কর্মীর ওপর মালিকের পাশবিক অত্যাচার। পুনের একটি হোটেলের ম্যানেজারকে উলঙ্গ করে লোহার পাইপ দিয়ে বেধড়ক মারধর হোটেল মালিকের। ম্যানেজার কাকুতিমিনতি করছেন ছেড়ে দেওয়ার জন্য। অন্য কর্মীরা দাঁড়িয়ে দেখছেন। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন

জনমত

তরুণসমাজের হতাশা বাড়িয়েছে এসএসসি

২০১৬ সালের স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) নিয়োগ দুর্নীতি আজ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার এক গভীর ক্ষত হিসেবে চিহ্নিত। আদালত ও তদন্তের বিভিন্ন ধাপে এই অনিয়মের প্রমাণ মিলেছে, যা শুধু শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট করেনি, বরং এক বৃহৎ প্রজন্মের যোগ্য চাকরি-প্রত্যাশীর ভবিষ্যৎকেও অনিশ্চিত করে তুলেছে।

রাজ্য সরকারের ওপর দুর্নীতির অভিযোগ স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে, কারণ নিয়োগ প্রক্রিয়ার ব্যর্থতা এবং এর প্রশাসনিক ত্রুটি সরাসরি সরকারের দায়বদ্ধতার আওতায় পড়ে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, এই দুর্নীতির প্রকৃত মাশুল দিয়েছেন যোগ্য প্রার্থী, শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীরা, যাঁরা রাজনীতি বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত নন, অথচ পুরো ব্যবস্থার ভাঙনের শিকার।

দুর্নীতি প্রমাণিত হওয়ার পর নিয়োগ বাতিল ও পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্তে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি চলে যায়, যদিও তাঁদের অনেকে কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না।

সম্প্রতি হয়ে যাওয়া লিখিত পরীক্ষায় নতুন যোগ্যরা বসেছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, নতুন পরীক্ষায় অনেক তরুণ-তরুণী শতভাগ নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী ধাপে ডাক পাননি। স্বচ্ছ ও যুক্তিনির্ভর প্যানেল তৈরি হওয়ার কথা থাকলেও প্রশ্ন ওঠে, নির্বাচনের প্রথম ধাপে কীভাবে মূল্যায়ন হল, কোন মানদণ্ডে প্রার্থী বাদ পড়লেন, এবং কেন এত বেশি নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও তাঁরা সুযোগ পেলেন না? এই প্রশ্নগুলো শুধু তরুণদের নয়, সমাজের প্রত্যেক নাগরিকের মনে যথার্থ সন্দেহ তৈরি করে।

প্রায় এক দশক ধরে যথাযথ এসএসসি পরীক্ষা না হওয়া তরুণ সমাজের হতাশা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

চাকরির বয়সসীমা পেরিয়ে যাওয়া হাজারো প্রার্থী অপেক্ষায় ছিলেন, একবারের জন্য হলেও ন্যায্যভাবে পরীক্ষা দিতে পারবেন কি না। এঁদের মধ্যে অনেকে আট-দশ বছর শুধু একটিমাত্র পরীক্ষার আশায় বসে থেকেছেন। এই সময়ে তাঁদের শিক্ষাকাল, শ্রম, পারিবারিক অর্থনৈতিক চাপ- সব মিলিয়ে হারিয়ে গিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সময়। অথচ এই নষ্ট হওয়া সময়ের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায় কি শুধুই ব্যক্তির? নাকি প্রশাসনিক কাঠামোরও দায় আছে?

নিয়োগ প্রক্রিয়ার দায় যেমন কমিশনের, তেমনি তা সরকারেরও। সরকারের ওপর দায় থাকে ন্যায়সংগত ব্যবস্থা বজায় রাখা, পরীক্ষা নির্বিঘ্নে পরিচালনা করা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে কঠোর প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা। যদি একটি পুরো প্রজন্ম শুধু পরীক্ষা নাও দিয়ে বয়স পার করে ফেলে, তবে তার দায়ভার ব্যক্তির ওপর চাপানো যায় না। এ হল রাষ্ট্রের নীতিগত ব্যর্থতা, যার প্রভাব পড়ছে শিক্ষা ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান এবং জনগণের গণতান্ত্রিক আস্থার ওপর।

রাসেল সরকার
হলদিবাড়ি, কোচবিহার।

প্রকৃতির সিম্ফনিতে প্রাণের প্রথম সুর

'ব্যবস্থাগত রসায়ন' নামে বিজ্ঞানের এক নবীন ধারাকে সঙ্গী করে প্রাণের রহস্য উদঘাটনের কাজ এগিয়ে চলেছে।

জয়ন্ত চক্রবর্তী

কোষের ভেতরে কীভাবে প্রাণের উৎপত্তি?— এ যেন আবহমানকালজুড়ে বিজ্ঞানের এক মৌলিক প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের নিগূঢ় উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিশেষ কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ এবারের 'বিজ্ঞান যুব শান্তিস্বরূপ ভাটনগর' পুরস্কারে সম্মানিত হলেন কলকাতা IISER-এর রসায়নের সহযোগী অধ্যাপক এবং গবেষক ডঃ দিব্যেন্দু দাস।

ডঃ দাসের গবেষণার বিশেষ কৃতিত্ব ঠিক কোথায়? তা বুঝতে হলে যেতে হবে বিজ্ঞানের এক নতুন দিগন্তে। 'সিস্টেম কেমিস্ট্রি' বা 'ব্যবস্থাগত রসায়ন'-এর জগতে। ধরা যাক, একটি গাছ জলের সন্ধানে শিকড় ছড়িয়ে দেয় মাটির গভীরে। বর্ণহীন, গন্ধহীন জল ও সঙ্গে কিছু খনিজ লবণ সংগ্রহ করে নিজের শরীরে। আর বাতাস থেকে নিঃশব্দে ছেঁকে নেয় কিছু প্রয়োজনীয় বর্ণহীন গ্যাস। তারপর, কোনও এক জাদুকরি মুহূর্তে সেই গাছ নিজেকে সুশোভিত করে তোলে রঙিন পুষ্পে। শুরুর সেই সাদা-কালো পর্ব থেকে রঙিন যাত্রাপথের কোনও প্রতিলিপি নেই, নেই কোনও প্রত্যক্ষ সাক্ষীও। তাই আমরা পুষ্পের ভুবনমোহিনী রূপে কেবল মুগ্ধ হয়ে ভাবি— নিশ্চয়ই এর নেপথ্যে রয়েছে কোনও অদৃষ্ট শক্তি, হয়তো ঈশ্বর। কিন্তু বিজ্ঞান বিশ্বাসে থেমে থাকে না। সে গোয়েন্দা হয়ে রহস্যের গভীরে ডুব দেয়। প্রমাণ ও যুক্তির আলোয় সত্যকে উন্মোচন করাই যেন তার ধর্ম।

তাইতো বিশ্বজুড়ে একদল বিজ্ঞানী 'সিস্টেম কেমিস্ট্রি', বা 'ব্যবস্থাগত রসায়ন' নামে বিজ্ঞানের এক নবীন ধারাকে সঙ্গী করে এগিয়ে চলেছেন প্রাণের রহস্য উদঘাটনে। ডঃ দাস তাঁদেরই একজন। কী এই ব্যবস্থাগত রসায়ন? আসলে আমরা বাইরে যে ধর্ম বা আচরণ প্রকাশিত হতে দেখি— যেমন ফুলের রং, প্রাণের স্পন্দন— তা যদি একক কোনও রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল না হয়ে বহু বিক্রিয়ার পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার সম্মিলিত ফল হয়, তাহলে? এই ধারণার অনুসন্ধানই ব্যবস্থাগত রসায়নের মূল উদ্দেশ্য। এবারে প্রশ্ন হল, প্রাণ সৃষ্টির পরীক্ষামূলক ব্যাখ্যায় এই ব্যবস্থাগত রসায়নের ভূমিকা ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে।

বিজ্ঞানী স্ট্যানলি মিলার এবং হ্যারল্ড ইউরি ১৯৫৩ সালে প্রথমে পরীক্ষাগারে পৃথিবীর আদিম পরিবেশ পুনর্নির্মাণ করে বিদ্যুৎফুলিঙ্গের উপস্থিতিতে তৎকালীন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে থাকা কিছু সাধারণ গ্যাসের সমন্বয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিড সংশ্লেষ করেন। এই হাতেকলমে পরীক্ষা প্রমাণ করে কিছু প্রাণহীন জৈব কোষীয় অঙ্গাণু থেকেই সমুদ্রের জলে প্রথম পৃথিবীর আদি কোষ অর্থাৎ প্রাণের উদ্ভব।

এবারে প্রশ্ন হল, সেই আদিকোষে প্রাণ এল কোথা থেকে? অর্থাৎ তার মধ্যে বৃদ্ধি, অপত্য কোষ গঠন এবং বিবর্তনের মতো জৈবিক বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ পেল কীভাবে? এখানেই 'ব্যবস্থাগত রসায়ন' আমাদের ভাবনার এক নতুন দিক উন্মোচিত করে। সাম্প্রতিক গবেষণা বলে, আজ থেকে প্রায় ৪০০ কোটি বছর আগে সমুদ্রের জলে ঘটে চলা অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার ভৌতরাসায়নিক ফলাফল একটি কোষে 'প্রাণ' হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। যেন এক রাসায়নিক সিম্ফনি— যেখানে প্রতিটি অণু নিজে সুর তোলে, কিন্তু জীবনের সংগীত সৃষ্টি হয় তাদের সম্মিলিত সুরলহরিতে। একদিন সত্যি সত্যিই যদি সিস্টেম কেমিস্ট্রির হাত ধরে প্রাণ সৃষ্টির রহস্য উন্মোচিত হয়, সেদিন সমগ্র মানবজাতি হয়তো বা বিশ্বাস করতে শিখবে—

আমাদের সৃষ্টিকর্তা এক ও অভিন্ন, আর তিনি হলেন প্রকৃতি নিজেই। এই বিশ্বপ্রকৃতি নিজেই কিছু মৌল ও যৌগ জোগান দিয়ে মাতৃগর্ভে আমাদের প্রথম কোষটি গড়ে তুলছে প্রতিনিয়ত। সেদিন হয়তো বা র‍্যাডক্লিফ-ম্যাকমোহন সীমারেখা কিংবা NRC-SIR- কোনওকিছুই আমাদের সেই মহাজাগতিক আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে পারবে না।

(লেখক দিনহাটা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৯৪

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। শাকসবজি ৪। মেয়েদের কপালে পরার এক ধরনের গয়না, কপালের তিলক ৫। রসনা, জিহ্বা ৭। লক্ষ্মীদেবী, রংবিশেষ ৮। মুসলমানদের আধ্যাত্মিক গুরু, জাগ্রত সিদ্ধপুরুষ ৯। বিশাল গাছ, উদ্ভিদ থেকে জাত স্নেহ পদার্থ ১১। কাঁঠাল ১৩। সে, সেই, তা ১৪। সম্পর্ক, ঐশ্বর্য, শক্তি ১৫। দুষ্ট, পাজি, শয়তান।

উপর-নীচ : ১। আধ ভাগ, অর্ধেক ২। শ্রীরাধার শাশুড়ি, জটাযুক্ত ৩। অতি সংকীর্ণ পথ, অলিগলি ৬। পূর্ণচন্দ্র, পিরবিশেষ ৯। মোটা পশমের কাপড় ১০। চঞ্চলতা বা অস্থিরতার ভাব, জ্বালাজনক জিনিসের সংস্পর্শে অস্বস্তিবোধ ১১। বাতাস ১২। পদ্ম।

সমাধান ■ ৪২৯৩

পাশাপাশি : ১। পাঞ্চালিকা ৩। মারুতি ৫। কায়সাধনা ৭। তরক্ষু ৯। চিকন ১১। হাতসাফাই ১৪। ইয়ার ১৫। রামায়েত।

উপর-নীচ : ১। পারাবত ২। কালিকা ৩। মালসা ৪। তিলানা ৬। ধমক ৮। রজত ১০। নবুয়ত ১১। হালুই ১২। সায়র ১৩। ইন্দিরা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

উত্তরপ্রদেশের সোনভদ্রে পাথর খাদানে ধস নেমে অন্তত ২ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এখনও কয়েকজন শ্রমিক ধসের তলায় চাপা পড়ে রয়েছেন। উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। শনিবার দুপুরে খাদানে ধস নামার সময় ১২-১৫ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। রবিবার প্রশিক্ষিত কুকুরের সাহায্যে চলছে প্রাণের সন্ধান।

তেজস্বী সম্পর্কে বিস্ফোরক রোহিণী

বাড়ি ছাড়লেন লালুর আরও তিন কন্যা

পাটনা, ১৬ নভেম্বর : বিহার বিধানসভা ভোটে ভরাডুবির পর আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের সংসারে অশান্তি ক্রমশ তুঙ্গে উঠছে। শনিবারই আরজেডি এবং পরিবারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেছিলেন লালু-কন্যা রোহিণী আচার্য। তখন তিনি অবশ্য শুধুমাত্র লালু-পুত্র তেজস্বী যাদবের দুই সহযোগী সঞ্জয় যাদব এবং রামিজকে নিশানা করেছিলেন। কিন্তু রবিবার সমাজমাধ্যমে রোহিণী যে বিস্ফোরক পোস্ট করেছেন, তাতে নাম না করে তেজস্বীকেই নিশানা করা হয়েছে। এই ঘটনায় শুধু আরজেডি সুপ্রিমোর পরিবারেই নয়, তাঁর দলেও অশান্তির পারদ চড়ছে। রোহিণী বাড়ি ছাড়ার পর লালুর আরও তিন মেয়ে চন্দা, রাগিণী এবং রাজলক্ষ্মীও পাটনার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন বলে জানা গিয়েছে। বোনেদের এহেন পরিস্থিতি দেখে ফল ভালো হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন লালুর ত্যাজ্যপুত্র তেজপ্রতাপও। অন্যদিকে দলের শীর্ষনেতা শিবানন্দ তিওয়ারি আরজেডি সুপ্রিমোকে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

রবিবার মুম্বইয়ে নিজের শ্বশুরবাড়িতে ফিরে গিয়েছেন তিনি। যাওয়ার আগে তিনি বলেন, 'গতকাল আমার জন্য মা-বাবা আর বোনেরা কাঁদছিল। ওদের মতো মা-বাবা পেয়ে আমি ধন্য। আমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করছি। আমার মা-বাবা আর বোনেরা সঙ্গে আছে। আমি আমার শ্বশুরবাড়িতে ফিরে যাচ্ছি।'

যাওয়ার আগে এদিন রোহিণী দুটি আবেগঘন পোস্ট করেন সমাজমাধ্যমে। প্রথমে তিনি লেখেন, 'গতকাল এক কন্যা, এক বোন, এক বিবাহিতা মহিলা, এক মাকে অপমান করা হয়েছে। নোংরা গালাগালি দেওয়া হয়েছে। চপ্পল ছুড়ে মারার চেষ্টাও করা হয়েছে। আমি আমার আত্মসম্মানের সঙ্গে আপস করিনি। সত্যকে বিসর্জন দিইনি। শুধুমাত্র এই কারণে আমাকে অপমান সহ্য করতে হয়েছে।' রোহিণীর বিস্ফোরক দাবি, 'কাল এক মেয়েকে বাধ্য হয়ে নিজের কাঁদতে থাকা মা-বাবা-বোনেদের ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে, আমার কাছ থেকে আমার বাপের বাড়ি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, আমাকে অনাথ করে দেওয়া হয়েছে।' তিনি লিখেছেন, 'আপনারা কেউ আমার রাস্তায় চলবেন না। কোনও বাড়িতে যেন রোহিণীর মতো মেয়ে, বোন না জন্মায়।' তিনি লিখেছেন, 'কাল আমাকে গালি দিয়ে বলা হয়েছে, আমি নোংরা এবং আমি আমার বাবাকে আমার নোংরা কিডনি দিয়েছি। কোটি কোটি টাকা ও টিকিট নেওয়ার পরই আমি নোংরা কিডনি দিয়েছি।'

রোহিণীর পোস্টে সরাসরি তেজস্বীর নাম না করা হলেও একটি সূত্রের দাবি, শনিবার দুপুরে লালুর ছোটছেলের সঙ্গে রীতিমতো বচসা হয়েছিল তাঁর। সূত্রটি জানিয়েছে, ভোটে ভরাডুবির যাবতীয় দায় রোহিণীর ঘাড়েই চাপিয়েছেন তেজস্বী। তিনি তাঁর মেজদিকে এও বলেন, 'তোমার জন্যই আমরা ভোটে হেরেছি। তোমার অভিশাপ লেগেছে আমাদের।' এরপরই ক্রুদ্ধ হয়ে রোহিণীকে নিশানা করে পায়ের চটি ছুড়ে মারেন তেজস্বী। শনিবারই সমস্ত দায় নিজের ওপর নিয়ে দল ও পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করেছিলেন রোহিণী।

ভাই-বোনের এই মধুর সম্পর্ক আপাতত অতীত। *-ফাইল চিত্র*

আজ নীতীশের ইস্তফা, তারপর সরকার গঠন

পাটনা, ১৬ নভেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী পদে দশম বারের জন্য নীতীশ কুমার আদৌ বসবেন কি না তা নিয়ে জল্পনার মধ্যেই সরকার গঠনের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল বিহারে। ১৯ অথবা ২০ নভেম্বর ঐতিহাসিক গান্ধি ময়দানে নতুন সরকার শপথ নিতে পারে। সূত্রের খবর, সোমবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ মন্ত্রীসভার একটি জরুরি বৈঠক ডেকেছেন নীতীশ কুমার। সেই বৈঠকের পর রাজভবনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিতে পারেন তিনি। তারপরই নতুন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। এদিকে নীতীশ কুমারের শারীরিক অবস্থা নিয়ে জল্পনার মধ্যেই রবিবার মুখ খোলেন তাঁর ছেলে নিশান্ত কুমার। তিনি বলেন, 'বিহারে আশাতীত ফল হয়েছে। রাজ্যের মানুষ আমার বাবাকে উপহার দিয়েছেন। উনি রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কাজ করা জারি রাখবেন।'

পাটনায় রবিবার দিনভর একের পর এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেন এনডিএ নেতারা। নীতীশ কুমারের বাসভবনে যান জেডিইউ নেতা সঞ্জয় ঝা, রাজীবরঞ্জন ওরফে ললন সিং, বিদায়ি উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরী, বিজেপি সভাপতি দিলীপ জয়সওয়াল প্রমুখ। বিজেপি সূত্রে খবর, ১৮ নভেম্বর বিজেপির পরিষদীয় দলের বৈঠক বসবে। সেখানেই পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচন করা হবে।

এদিকে একটি আসনেও জিততে না পারা ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের দল জন সুরাজের তরফে রবিবার অভিযোগ করা হয়, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য পাঠানো বিশ্বব্যাংকের ১৪ হাজার কোটি টাকা বিহারের ভোটে ব্যবহার করা হয়েছে। ওই টাকা থেকেই মহিলাদের ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁর দল মুখ খুললেও পিকে এখনও নীরব। রবিবার তিনি একটি সাংবাদিক বৈঠক করবেন বলে জানানো হলেও শেষমুহূর্তে তা বাতিল হয়ে যায়। পিকের দলের অভিযোগ অবশ্য খারিজ করে দিয়েছেন এলজেপি নেতা চিরাগ পাসোয়ান।

টেমসে পা ধুয়ে বিতর্কে ভারতীয়

লন্ডন, ১৬ নভেম্বর : লন্ডনের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পরিচিতির অন্যতম টেমস নদী পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। সম্প্রতি এক ভারতীয় তরুণ লন্ডনে এসে টেমসে পা ধুয়েছেন। তাঁর পা ধোয়ার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে বিতর্কের ঝড় তুলেছে। কেউ উপহাস করেছেন, 'গঙ্গা, যমুনাকে ফেলে টেমসে পা ধোয়া? এর অর্থ কী?' কয়েকজন বিষয়টিকে সমর্থন করে লিখেছেন, 'কেন পা ধুলে সমস্যা কোথায়?' এক নেটিজেনের কথা, 'প্লিজ টেমসে পা ধোবেন না। ওই জল মানুষ পান করে।' স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে যাঁরা উদ্বিগ্ন, তাঁদের মন্তব্য, 'নদীর জলের রং ঘোলাটে। এতে কিছু ধোয়া উচিত নয়।' টেমসকে পরিষ্কার রাখা সাধারণ মানুষের সচেতনতার মধ্যে পড়ে। টেমসের জলদূষণ বিতর্ক বহুদিনের।

২০২৮-এ চন্দ্রযান

শ্রীহরিকোটা, ১৬ নভেম্বর : ইসরো আগামী তিন বছরের মধ্যে বার্ষিক মহাকাশযান উৎপাদন তিনগুণ করার লক্ষ্য নিয়েছে। কেন্দ্র চন্দ্রযান-৪ মিশনের অনুমোদন দিয়েছে। ভারতের সেই জটিল চন্দ্রাভিযানের লক্ষ্য চাঁদ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পৃথিবীতে নিয়ে আসা। ওই মিশন হবে ২০২৮ সালে। জানিয়েছেন ইসরোর চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন।

ব্রিটিশের দালাল বলে কটাক্ষ মধ্যপ্রদেশে বিজেপির মন্ত্রীর

কুমন্তব্য রামমোহনকে নিয়ে

ভোপাল ও কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : মুখে 'বঙ্গাল' দখলের কথা বললেও বাংলা ও বাঙালিদের সম্পর্কে গেরুয়া শিবিরের বিদ্বেষ আর চাপা থাকছে না। অন্তত বাঙালি মনীষীদের বিরুদ্ধে বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা বিভিন্ন সময় যেভাবে কুরুচিকর আক্রমণ করেছেন তাতে সেই বিদ্বেষের দিকটা স্পষ্ট। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙচুর, বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষা বলে আখ্যা, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গান গাওয়াকে দেশদ্রোহ বলার পর এবার পদ্মব্রিগেডের নিশানায় বাংলার নবজাগরণের পথিক রাজা রামমোহন রায়। শনিবার আগর মালওয়ায় বীরসা মুন্ডার জন্মের সার্ধশতবর্ষ অনুষ্ঠানে বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী ইন্দর সিং পারমার মন্তব্য করেন, 'রাজা রামমোহন রায় দেশে ইংরেজদের দালাল হিসেবে কাজ করতেন।'

সমাজ সংস্কারক, সতীদাহের মতো নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধের মূল কারিগর রাজা রামমোহন রায়ের সম্পর্কে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি মন্ত্রীর মুখে নিন্দা শুনে স্বাভাবিকভাবেই সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। নিন্দা করেছে কংগ্রেসও। যদিও তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে বঙ্গ বিজেপি। বিতর্কের জেরে পারমার বলেছেন, তিনি মুখ ফসকে ওই কথা বলে ফেলেছেন। তিনিও রামমোহন রায়কে শ্রদ্ধা করেন।

যদিও শনিবার তিনি দাবি করেছিলেন, 'ব্রিটিশরা তাদের অ্যাজেন্ডা পূরণের জন্য ভুয়ো সমাজ সংস্কারক তৈরি করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। বাংলায় ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মান্তিরণের চক্র শুরু হয়েছিল। রাজা রামমোহন রায় ব্রিটিশদের অঙ্গুলিহেলনে কাজ করতেন। সেই সময় ব্রিটিশদের দ্বারা পরিচালিত মিশনারি স্কুলগুলিই ছিল শিক্ষাদানের প্রধান মাধ্যম। সেখানে ধর্মান্তিরণ করা হত। বীরসা মুন্ডাও পড়াশোনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মিশনারিদের কার্যকলাপ টের পেয়ে স্কুল ছেড়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন।' এর জবাবে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম, বাংলার নবজাগরণ, ভারতবর্ষের জেগে ওঠার সঙ্গে বিজেপির লোকজনের কোনও সম্পর্ক নেই। রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা রোধ করেছিলেন। নতুন ভারতবর্ষের পথিকৃত ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। সেই রামমোহন রায়কে অপমান করেছেন মধ্যপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী। বিজেপির উচিত, ক্ষমা চাওয়া।' তাঁর কটাক্ষ, 'বিজেপি নেতারা বাংলার মনীষীদের নিয়ে কোনও নাটক যেন না করেন। এরপর যদি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নাটক করে টেলিপ্রম্পটারে বাংলার মনীষীদের নাম উচ্চারণ করেন, তাহলে ওঁর লজ্জা হওয়া উচিত।'

রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা, রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিজেপিকে নিশানা করেছেন। তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, 'আমার রাম রামমোহন, আমার ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, আমার ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ। যারা ব্রিটিশের দালালি করত তারাই রামমোহনকে এজেন্ট বলছে। এটাই বিজেপি, এটাই ওদের চরিত্র।' প্রদেশ কংগ্রেস নেতা সুমন রায়চৌধুরী বলেন, 'ব্রিটিশদের দালাল, অশিক্ষিত, বর্বর বিজেপি, স্বামী বিবেকানন্দ, বাংলা ভাষা, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাউকেই আক্রমণ করতে ছাড়েনি। এবার রাজা রামমোহন রায়ও পার পেলেন না।' মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের নেতা ভূপেন্দ্র গুপ্তা বলেন, 'সতীদাহ প্রথা রোধ করাকেও কি ব্রিটিশের দালালি দেখা হচ্ছে?'

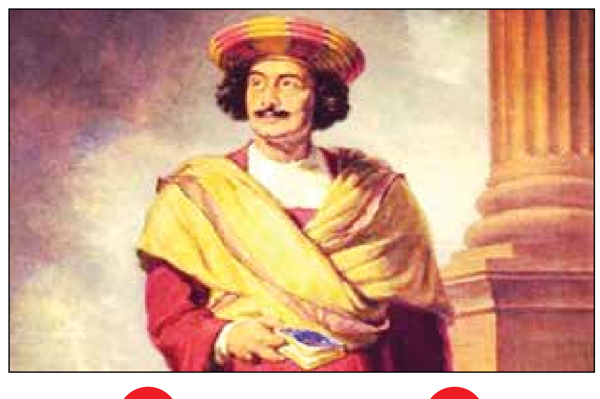

> রাজা রামমোহন রায় দেশে ইংরেজদের দালাল হিসেবে কাজ করতেন। ব্রিটিশরা তাদের অ্যাজেন্ডা পূরণের জন্য ভুয়ো সমাজ সংস্কারক তৈরি করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রামমোহন।
>
> **ইন্দর সিং পারমার**
> মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী

> আমার রাম রামমোহন, আমার ঈশ্বর বিদ্যাসাগর, আমার ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ। যারা ব্রিটিশের দালালি করত তারাই রামমোহনকে এজেন্ট বলছে। এটাই বিজেপি, এটাই ওদের চরিত্র।
>
> **অরূপ চক্রবর্তী**
> তৃণমূল নেতা

৯ এমএম কার্তুজ উদ্ধার ঘিরে রহস্য

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর : প্রতিদিন নতুন মোড় নিচ্ছে দিল্লির লালকেল্লা মেট্রো স্টেশন চত্বরে হওয়া বিস্ফোরণ তদন্ত। রহস্য ঘনীভূত হয়েছে কিছু ৯ এমএম কার্তুজ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে।

রবিবার গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তকারীরা বিস্ফোরণস্থল থেকে ৩টি ৯ এমএম কার্তুজ উদ্ধার করেছেন। তার মধ্যে ২টি তাজা এবং একটি খালি শেল। এই ধরনের কার্তুজ মূলত সেনাবাহিনী ব্যবহার করে। দিল্লি পুলিশে এর প্রচলন নেই বলে জানা গিয়েছে। ফলে কীভাবে সেগুলি বিস্ফোরণ স্থলে এল, সেই প্রশ্ন উঠেছে। গুলি পাওয়া গেলেও ওই এলাকা থেকে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র বা অস্ত্রের অংশ পাওয়া যায়নি। কার্তুজ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে মোতায়েন নিরাপত্তা কর্মীদের আগ্নেয়াস্ত্র পরীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। যদিও এদিন পর্যন্ত কার্তুজগুলি কোথা থেকে এল, তা জানা যায়নি। গোয়েন্দাদের একাংশের অনুমান, লালকেল্লা চত্বরে সেনা সহ বিভিন্ন প্রতিরক্ষাবাহিনীর আনাগোনা রয়েছে। বিস্ফোরণের আগে-পরে ওইসব বাহিনীর কোনও সদস্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে পারেন। তাঁর বন্দুকের কার্তুজ কোনওভাবে পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে ২টি কার্তুজের সঙ্গে যে খালি শেলটি পাওয়া গিয়েছে, সেটি কীভাবে এল। আবার হোয়াইট কলার মডিউলের কাছে কোনওভাবে ৯ এমএম কার্তুজ পৌঁছেছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা।

চিকিৎসক উমর উন নবিই যে বিস্ফোরক বোঝাই গাড়িটি চালাচ্ছিল, তা নিশ্চিত করেছে ফরেন্সিক রিপোর্ট। বিস্ফোরণ স্থল থেকে গাড়িচালকের দেহের যে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ডিএনএ টেস্টে তার সঙ্গে উমরের মায়ের ডিএনএ মিলে গিয়েছে। এছাড়া উমরের আই২০ গাড়িতে অন্তত ৩০-৪০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট থাকার প্রমাণ মিলেছে। ঘটনাস্থল থেকে সংগৃহীত একটি নমুনায় অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের থেকেও শক্তিশালী বিস্ফোরকের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। ট্রাই অ্যাসিটোন ট্রাইপারঅক্সাইড বা টিএটিপি নামের বিস্ফোরকটি 'মাদার অফ স্যাটান' নামে পরিচিত। নির্দিষ্ট উত্তাপে ডিটোনেটর ছাড়াই বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে এই রাসায়নিক। লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের ১ নম্বর গেটের কাছে ঘটা বিস্ফোরণে যে একাধিক রকমের বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে সে বিষয়ে নিশ্চিত গোয়েন্দারা।

এদিকে অনন্তনাগ সরকারি হাসপাতালে কর্মরত হরিয়ানার এক চিকিৎসককে আটক করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। হোয়াইট কলার মডিউলের একাধিক সদস্যের সঙ্গে প্রিয়াংকা শর্মা নামে ওই চিকিৎসকের যোগাযোগ ছিল বলে মনে করছেন গোয়েন্দারা। উমরের ব্যাংক স্টেটমেন্ট থেকে জানা গিয়েছে, বিস্ফোরণের ঘণ্টা কয়েক আগে তার অ্যাকাউন্টে ২০ লক্ষ টাকা ঢুকেছিল। সেই টাকার উৎস খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সূত্রের খবর, আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে যে ভাড়াবাড়িতে উমর থাকত, সেখানেই একটি আস্ত গবেষণাগার গড়ে তুলেছিল সে। সেখানে বিস্ফোরক তৈরির জন্য গবেষণা চলত। একাজে 'ফিদাঁয়ে চিকিৎসক'-কে সাহায্য করত পাকিস্তানি হ্যান্ডেলাররা।

দিল্লি বিস্ফোরণ

- বিস্ফোরণস্থল থেকে ৩টি ৯ এমএম কার্তুজ উদ্ধার
- গাড়িচালকের দেহের নমুনার সঙ্গে উমরের মায়ের ডিএনএ মিলে গিয়েছে
- গাড়িতে ৩০-৪০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ছিল
- ঘটনাস্থল থেকে সংগৃহীত একটি নমুনায় অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটের থেকেও শক্তিশালী বিস্ফোরকের অস্তিত্ব মিলেছে

কফি মেশিন কেনার চেয়ে দরকারি ইন্টার্ন

নয়ডা, ১৬ নভেম্বর : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে যখন মানব সম্পদ কমানোকেই পাখির চোখ করছে বিভিন্ন সংস্থা। তখন উলটো পথে হাঁটার ঘটনা ঘটেছে নয়ডার তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায়। সেখানকার সিইও সম্প্রতি এক বিস্ময়কর মন্তব্য করেছেন, যা নিয়ে রীতিমতো আলোচনা শুরু হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে ঘটনাটি ভাইরাল হচ্ছে। ওই তথ্যপ্রযুক্তি কর্তা বলেছেন, ৫০ হাজার টাকায় একটি কফি মেশিন কেনার চেয়ে ওই টাকায় দু'জন ইন্টার্নকে রাখতে পারবেন। তাঁর এই মন্তব্য কর্পোরেট জগৎ ও ইন্টার্নদের শ্রমের মূল্য নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছে। তাঁর বক্তব্য বোঝাচ্ছে, কোম্পানিতে কফি মেশিনের মতো সুবিধাজনক বস্তুর চেয়েও সস্তা হয়ে গিয়েছে মানুষের শ্রম। ইন্টার্নদের শেখার সুযোগ দেওয়া উচিত ঠিকই, কিন্তু তাঁদের পরিশ্রমের ন্যূনতম মূল্য নিশ্চিত করাটাও জরুরি। এই ধরনের মানসিকতা তরুণ কর্মীদের শোষণের ইঙ্গিত দেয়। সিইও-র মন্তব্য কর্মসংস্থান ও মানবসম্পদ ব্যবহারের নীতি নিয়েও নতুন করে ভাবাচ্ছে।

নয়ডার ওই কোম্পানিতে নতুন ইন্টার্নরা আসার পর কোম্পানির মুখ্য কার্যনির্বাহী অধিকর্তার (সিইও) সঙ্গে তাঁদের আলাপচারিতার সময় কর্মীরা তাঁকে একটি কফি মেশিন অফিসে বসানো যেতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তার উত্তরে ওই জবাব। কর্মী ছাঁটাই করলেও বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থার ক্যাফেটেরিয়ায় চা বা কফি মেশিনের রমরমা নজর কাড়ে। সেদিক থেকে নয়ডার সিইওর দৃষ্টিভঙ্গি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

সংঘ নেতার নাতি নিহত

চণ্ডীগড়, ১৬ নভেম্বর : পঞ্জাবের ফিরোজপুরের আরএসএস প্রধান প্রয়াত দীননাথের নাতি নবীন অরোরা রবিবার দোকান থেকে বাড়ি ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। পুলিশ জানিয়েছে, বাচ্চাদের সঙ্গ দিতে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। তখন দুই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি মোটর সাইকেলে চেপে আসে। বুধওয়ারাওয়ালা মহল্লার কাছে তাঁকে গুলি করে। নবীন ও তাঁর বাবা বলদেব আরএসএস করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জেন জেড ক্ষোভ

মেক্সিকো সিটি, ১৬ নভেম্বর : নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে বাংলাদেশ, নেপাল সহ বিভিন্ন দেশে পথে নেমেছে তরুণ সম্প্রদায়। জেন জি-র আন্দোলনের চাপে ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে একাধিক দেশে। এবার তরুণদের রোষের মুখে মেক্সিকো সরকার। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা এক মেয়রের নৃশংস খুনের প্রতিবাদে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে মেক্সিকো সিটিতে। পুলিশ-বিক্ষোভকারী সংঘর্ষে ৫০০ জন আহত হয়েছেন। উরুয়াপান শহরের মেয়র কার্লোসকে গুলি করে খুন করা হয়। শুরু হয় বিক্ষোভ।

সেনা অভিযান

রামাল্লা, ১৬ নভেম্বর : ওয়েস্ট ব্যাংকের বিতর্কিত এলাকায় বসতি তৈরি করা ইজরায়েলিদের নিরাপত্তা দিতে সেনা মোতায়েন করেছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার। প্যালেস্তিনীয়দের অভিযোগ, হেবরনের ওল্ড সিটিতে কার্ফিউ জারি করেছে ইজরায়েলি সেনা। সেখানে প্যালেস্তিনীয়দের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। ওয়েস্ট ব্যাংকের বিখ্যাত ইব্রাহিমি মসজিদে প্যালেস্তিনীয়দের যেতে বাধা দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। আরিফ জাবের নামে এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে ইজরায়েলি সেনা। কাউকে ঢুকতে বা বের হতে দেওয়া হচ্ছে না।

গুলির লড়াইয়ে হত তিন মাওবাদী

রায়পুর, ১৬ নভেম্বর : ছত্তিশগড়ে মাওবাদী অভিযানে বড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। রবিবার বস্তার ডিভিশনের সুকমায় পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত হয়েছে তিন মাওবাদী। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি হল রাজ্য সরকার তিনজনের মাথার ওপর মোট ১৫ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। পুলিশ জানিয়েছে, ৩০৩ রাইফেল, বিজিএল লঞ্চার সহ ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।

স্পেশাল টাস্ক ফোর্স, জেলার রিজার্ভ গার্ড-এর যৌথবাহিনী সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুর জেলার অবুঝমাড়ের ঘন জঙ্গলে এদিন ভোরে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা মাওবাদীরা বাহিনীকে লক্ষ্য করে অতর্কিতে গুলি চালাতে শুরু করলে যৌথবাহিনীও পালটা জবাব দেয়। দু-পক্ষের গুলি বিনিময়ে তিন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের প্রত্যেকের মাথার দাম ছিল ৫ লক্ষ টাকা। সুকমার এসপি কিরণ চহ্বাণ জানিয়েছেন, মৃতরা হল জন মিলিশিয়া কমান্ডার তথা কোন্তা এরিয়া কমিটির সদস্য মাধবী দেবা, কোন্তা এরিয়া কমিটির সিএনএম কমান্ডার পোডিয়াম গঙ্গি, কিসতরম এরিয়া কমিটির সদস্য সোদি গঙ্গি। নিহতদের দু'জন মহিলা। তারা এলাকায় একাধিক নাশকতার কাজে জড়িত ছিল। তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রাখা হয়েছে। গত কয়েক মাসে ছত্তিশগড়ে মাওবাদী বিরোধী অভিযানে গতি এনেছে যৌথবাহিনী। চলতি বছর নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষে ৫০ জনের বেশি মাওবাদী সদস্যের মৃত্যু হয়েছে।

শাড়ি নিয়ে ঝগড়া, বিয়ের ১ ঘণ্টা আগে খুন হবু স্ত্রী

আহমেদাবাদ, ১৬ নভেম্বর : বিয়ের মাত্র এক ঘণ্টা আগে এক মর্মান্তিক পরিণতির সাক্ষী থাকল গুজরাটের ভাবনগর। শনিবার বিয়ের অনুষ্ঠানের ঘণ্টা খানেক আগে স্রেফ শাড়ি পছন্দ করা ও টাকা নিয়ে ঝগড়ার জেরে হবু স্ত্রীকে খুন করল প্রেমিক। এমনই অভিযোগ উঠেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রেমিক সাজন বারাইয়া লোহার পাইপ দিয়ে প্রেমিকা সোনি হিম্মত রাঠোরের মাথায় মেরেছিল। দেওয়ালে সোনির মাথা ঠুকেও দেয়। সোনি মারা যান। সাজন চম্পট দিয়েছে। পালানোর আগে অভিযুক্ত বাড়িটি লন্ডভন্ড করেছে।

ডিএসপি সিঙ্ঘল জানিয়েছেন, বাড়ির অমতে ভাবনগরের টেকরি চকে গত দেড় বছর ধরে লিভ-ইনের পর বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয় সাজন ও সোনি। দু'জনের বাগদান সম্পন্ন হওয়ার পর বিয়ের অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কাজও করেছিলেন তাঁরা। শনিবার রাতে তাঁদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। বিয়ের ঠিক ঘণ্টা খানেক আগে সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে উৎসবের বাড়িতে নেমে আসে শোকের ছায়া। ভালোবাসার সম্পর্ক কীভাবে মুহূর্তের মধ্যে নৃশংস হত্যাকাণ্ডে পরিণত হল, তা দেখে বিস্মিত পাড়াপড়শির সঙ্গে গুজরাটের মানুষ।

সোনি হিম্মত রাঠোর।

আজ হাসিনা মামলার রায়

আওয়ামী লিগকে ঠেকাতে রাজপথ দখলের ডাক জামায়াতের

ঢাকা, ১৬ নভেম্বর : ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ তিনজনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলার রায় সোমবার সরাসরি টেলিভিশনে সম্প্রচার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। সংস্কৃতি মন্ত্রকের উদ্যোগে ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বড় পর্দায় রায় সম্প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রায় ঘিরে ঢাকা, গোপালগঞ্জের মতো আওয়ামী লিগ প্রভাবিত ৪টি জেলায় বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। তবে শেখ হাসিনা মামলার রায়কে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশের নানা জায়গায় আওয়ামী লিগের ঝটিকা মিছিল বেরিয়েছে। মিছিলগুলিতে লোক সমাগম প্রশাসনের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। রবিবার শুধু ঢাকা ও কুমিল্লা থেকেই আওয়ামী লিগের ৫৪ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সোমবার রায় ঘোষণার সময় আওয়ামি লিগ যাতে রাজপথের দখল নিতে না পারে সেজন্য প্রস্তুতি সেরে রেখেছে জামায়াতে ও তাদের সহযোগী ৮টি দল। রবিবার জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, 'আমরা অতীতেও মাঠে ছিলাম, এবারও ফ্যাসিবাদের পক্ষে নাশকতার কোনও সুযোগ জাতি দেবে না। আওয়ামী লিগ সুযোগ পাবে না। আমরা আটটি দল মাঠে থাকব।' বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ট্রাইবিউনালের অনুমতি সাপেক্ষে রায়টি লাইভ প্রচার করবে। বিটিভির মাধ্যমে দেশের অন্যান্য টেলিভিশন চ্যানেল ও গণমাধ্যম রায়ের সরাসরি সম্প্রচার করতে পারবে। সকালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল চত্বরে এক সাংবাদিক বৈঠকে সরকারি আইনজীবী গাজি মোনাওয়ার হুসাইন তামিম বলেন, 'জনগণের জানার অধিকার নিশ্চিত করতে এবং বিচার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' সূত্রের খবর, জনসমাগম হতে পারে এমন খোলা জায়গা, সাংস্কৃতিককেন্দ্র ও জেলা শহরগুলিতে বড় স্ক্রিন বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ এই বহুল আলোচিত মামলার রায় একসঙ্গে দেখতে পারেন।

গোলমালের আশঙ্কায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের। রবিবার ঢাকায়।

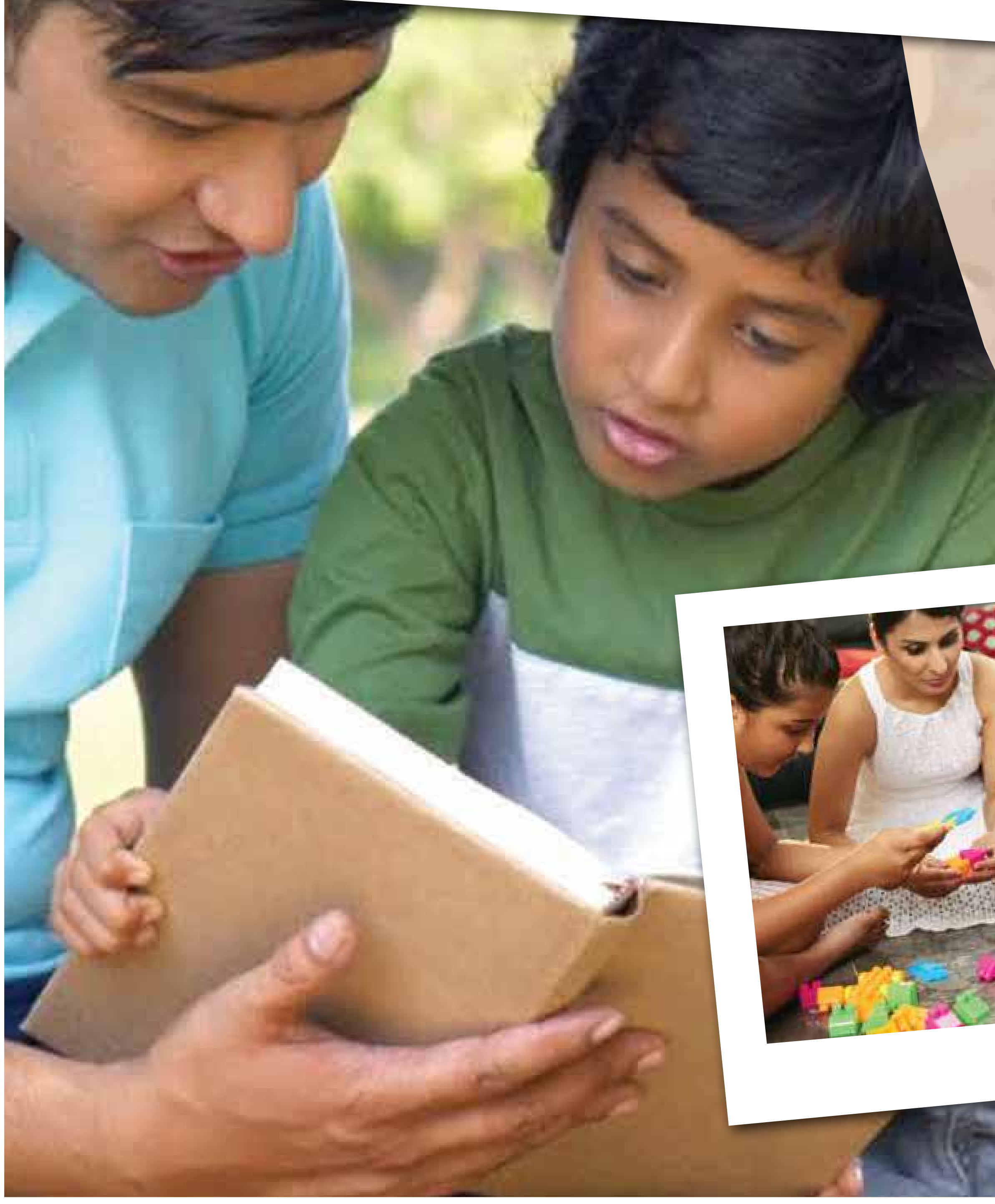

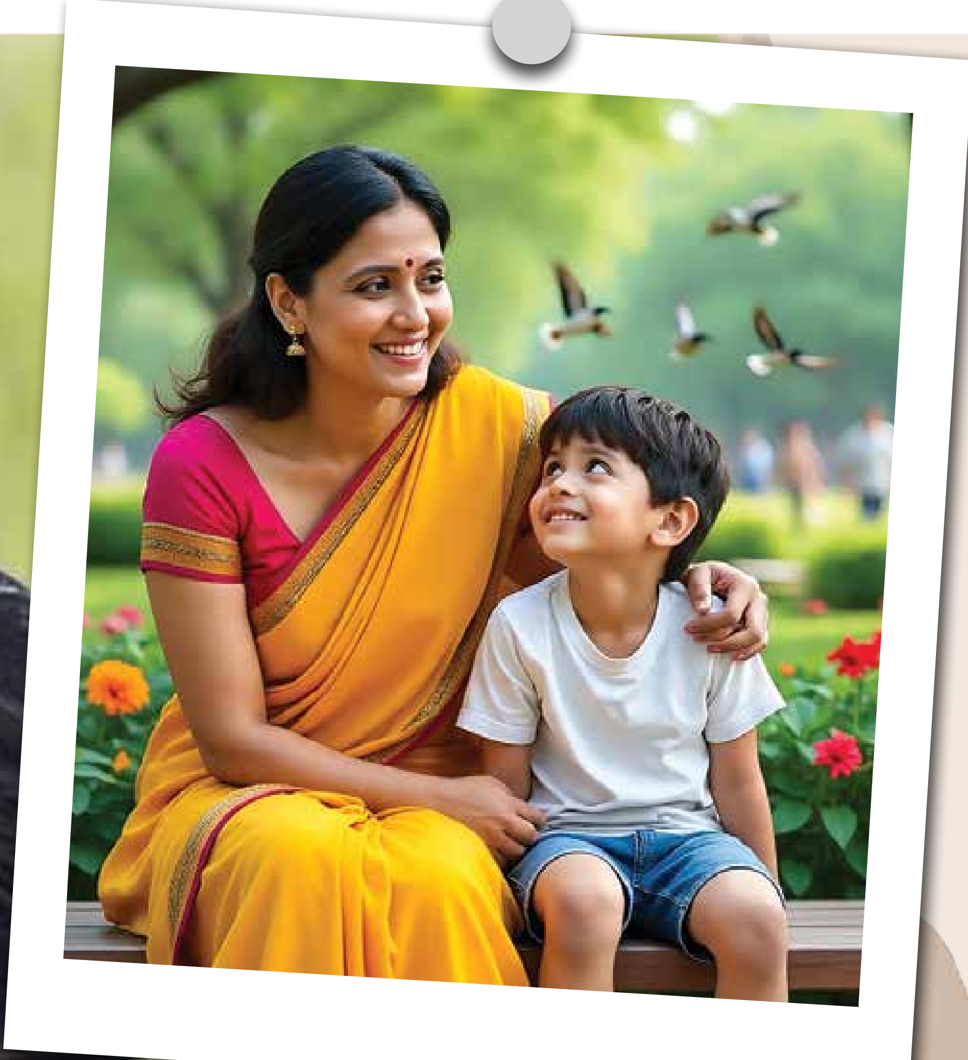

বাবা-মাকে যেমন হতে হবে

প্যারেন্টিং শব্দটি শুনতে বেশ দারুণ। কিন্তু বিষয়টা কি আদৌ সহজ? অতিরিক্ত কঠোর প্যারেন্টিং অর্থাৎ বাচ্চাকে শুধু আদেশ মানতে বাধ্য করা যেমন ঠিক নয়, তেমনই অতিরিক্ত সফট প্যারেন্টিং অর্থাৎ বাচ্চাকে সবেতে প্রশ্রয় দেওয়া মোটেও ভালো নয়। তাহলে কেমন হওয়া উচিত প্যারেন্টিং, জানালেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ **ডাঃ শমীক বসু**

স্কুল আমাকে দুটো জিনিস শিখিয়েছিল– অনুশাসন এবং শ্রেষ্ঠত্ব। বাবা-মা আমাকে দুটো জিনিস শিখিয়েছিলেন– ভালো অভ্যাস এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি সম্মান। আজকালকার বাচ্চাদের নিয়মানুবর্তিতা এবং ভালো আচরণ শেখার প্রয়োজন রয়েছে। এটা স্কুলে এবং বাড়িতে বিভিন্ন স্তরে শেখানো উচিত। শাস্তি শারীরিক না হোক, মৌখিক শাসন বা কোনওভাবে সামাজিক হতে পারে। আমার মতে, পড়ুয়ারা ভুল করলে তাদের শাস্তি দেওয়া উচিত।

শিশুদের মধ্যে ঠিক-ভুল সম্পর্কে, বিশেষ করে সহপাঠী ও বড়দের প্রতি আচরণ এবং কীভাবে কথা বলতে হবে সে ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করা উচিত। কিছু ক্ষেত্রে ক্যারট অ্যান্ড স্টিক পলিসি নেবেন। অর্থাৎ সন্তান ভালো কাজ করলে যেমন পুরস্কার দেবেন, তেমনই ভুল কাজে শাস্তিও দেবেন।

লক্ষ করে দেখেছি, আজকাল স্কুলে বাচ্চাদের শাস্তি তো দূর, বকুনিও দেওয়া হয় না, এমনকি দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাড়িতেও না। বরং কর্মরত বাবা-মায়েরা তাদের মিষ্টি, ফিজি ড্রিংকস বা জাংক ফুড দিয়ে প্রশ্রয় দেন। আর দাদু-ঠাকুমারা তাঁদের ছেলেমেয়েদের বেলায় বেশ কঠোর ছিলেন। কিন্তু নাতি-নাতনিদের ক্ষেত্রে অনুশাসন তো দূর, প্রশ্রয়ের যেন অবারিতদ্বার।

মানুষজন বোঝেন না, শিশুদের ভালোবাসা এবং তাদের আদর করা বা প্রশয় দেওয়া– দুটো আলাদা বিষয়। কারও আবেগ বুঝতে শিশুরা যেমন অত্যধিক স্মার্ট, তেমনই কীভাবে সেই আবেগ কাজে লাগিয়ে লাভ ওঠাতে হয় সে ব্যাপারেও সমান স্মার্ট। তাই দুর্বল নয়, বাবা-মা'কেও স্মার্ট হতে হবে। জাংক ফুড সহ স্মার্টফোন এবং টাচ সেন্সিটিভ গ্যাজেট শৈশব ধ্বংস করছে। গল্পের বই পড়া বা শোয়ার আগে বই পড়ার চল এখন প্রায় নেই। ছেলেমেয়েরা কমিক বইও খুব কম পড়ে। আর সময়ের সঙ্গে স্থানীয় ভাষার সাহিত্য হারিয়ে যাওয়া উপকথার মতো হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় বাচ্চাদের মধ্যে ইতিবাচক মূল্যবোধ গেঁথে দিতে হবে। ঠিক-ভুলের পার্থক্য শেখাতে হবে এবং সবথেকে জরুরি তাদের সমতা ও সহানুভূতির শিক্ষা দেওয়া।

এখনকার দিনে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক বা শিক্ষিকার সঙ্গে চ্যাট করে, তাঁদের ইমোজি পাঠায়, এমনকি তাঁদের ফেসবুক বা ইনস্টা অ্যাকাউন্টেও যুক্ত থাকে। প্রায় বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই তাদের শিক্ষককে বন্ধু বা সঙ্গী বলে মনে করে। আমার মনে হয় এগুলো ঠিক নয়। বরং শিক্ষকদের সম্মান করা উচিত এবং কিছুটা হলেও ভয় পাওয়া উচিত।

অন্যদিকে, এখনকার দিনে পার্টিতে বাবা-মা এবং তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের মদ্যপান খুব স্বাভাবিক ঘটনা। দয়া করে বাচ্চাদের এই ধরনের পার্টি থেকে দূরে রাখুন। এমন পার্টি তাদের কোনও সাহায্য তো করেই না, বরং অনেক বেশি ক্ষতি করে।

আমি ডন বসকোতে পড়ার সময় কঠোর অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছি, বাড়িতেও তাই। শিক্ষকদের ভয় পেতাম। এত অনুশাসনে খারাপও লাগত। কিন্তু এখন মনে করি সেই অনুশাসনই আমার জীবনের ভিত গড়ে দিয়েছে। অনুশাসন ও সময়ানুবর্তিতা আমাকে জীবন ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বাঁচিয়েছে।

জীবন কঠিন ও নির্মম। বাচ্চাকে তুলোর মধ্যে না রেখে তাদের বাইরে ছেড়ে দিন, নিজের ডানায় ভর করে উড়তে দিন। কারণ, জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা...

ছোটদের যা শেখাবেন

- ঠিক-ভুলের পার্থক্য
- ইতিবাচক মূল্যবোধ
- সমতা ও সহানুভূতির শিক্ষা
- সহপাঠী ও বড়দের প্রতি আচরণ এবং কীভাবে কথা বলা উচিত
- শিক্ষকদের সম্মান করা এবং কিছুটা হলেও ভয় পাওয়া

প্রস্টেট বৃদ্ধির সমস্যা

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রস্টেটের বৃদ্ধি স্বাভাবিক ঘটনা, বিশেষ করে ৬০ বছর বয়সে তাঁরা এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। ইউরোলজিস্ট ডাঃ সুরেশ ভগতের কথায়, প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের আকার অনেকটা আখরোটের মতো এবং এটি মূত্রথলির ঠিক নীচে ইউরেথ্রা বা মূত্রনালিকে ঘিরে থাকে। বয়সের সঙ্গে হরমোনাল ভারসাম্যের হেরফেরের জন্য প্রস্টেট গ্ল্যান্ড বড় হয়ে যায় এবং মূত্রনালি ও মূত্রাশয়ের ঘাড়কে সংকুচিত করে দেয়। একে বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়া বা বিপিএইচ বলে। ফলে প্রস্রাবে সমস্যা দেখা দেয়।

সতর্কতামূলক লক্ষণ

বারবার প্রস্রাব পাওয়া : এই অবস্থা আপনার রাতের ঘুম তো বটেই, দিনের রুটিনেও ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। এক্ষেত্রে এত জোরে প্রস্রাব পায় যে বাথরুমে যেতে যেতে পড়ে যায়। এছাড়া ব্যথা হতে পারে। এই অবস্থা প্রস্টেট গ্ল্যান্ড বৃদ্ধির প্রথম ও সবচেয়ে ব্যাপক লক্ষণগুলির মধ্যে একটি।

প্রস্রাব প্রবাহ দুর্বল : এক্ষেত্রে প্রস্রাবের গতি ধীর হয়। কারণ, প্রস্টেট বড় হয়ে যাওয়ায় মূত্রনালিকে সংকুচিত করে, ফলে প্রস্রাব বেরোনোর রাস্তা সরু হয়ে যায়। এই অবস্থা সময়ের সঙ্গে আরও খারাপ হতে পারে।

নির্গত হতে সমস্যা : অনেকের ক্ষেত্রে প্রস্রাব শুরু হতে সমস্যা হয় বা দেরি হয়। কখনও বা প্রস্রাব কিছুটা হয়, বন্ধ হয়, আবার হয় এবং শেষে ফোঁটা ফোঁটা পড়ে। এই লক্ষণ পুরুষদের মধ্যে খুব সাধারণ, বিশেষ করে যাঁদের প্রস্টেট গ্ল্যান্ড বড় হয়ে যায়। এছাড়া অনেকের ক্ষেত্রে প্রস্রাব করার পরেও মূত্রথলি পুরো খালি না হয়ে প্রস্রাব জমে থাকে।

উপরিউক্ত লক্ষণগুলো দেখা দিলে অবশ্যই একজন ইউরোলজিস্টের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কারণ, লক্ষণগুলো যেমন নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে, তেমনই শুরুতেই মূল্যায়ন করে জটিলতা প্রতিরোধ করা যেতে পারে। তাছাড়া প্রস্টেট গ্ল্যান্ড বৃদ্ধির কারণে মূত্রথলিতে চাপ পড়ে, প্রস্রাব পরিষ্কার হয় না। এতে বারবার প্রস্রাবে সংক্রমণ হতে পারে। প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তও পড়তে পারে। সুতরাং, কোনওভাবেই অবহেলা করবেন না।

ডাঃ ভগত জানিয়েছেন, বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়ার চিকিৎসায় ওষুধ দেওয়ার পাশাপাশি জীবনযাত্রায় পরিবর্তন করতে বলা হয়। এই চিকিৎসা প্রস্রাব সংক্রান্ত সমস্যা কমাতে এবং অস্ত্রোপচার ছাড়াই জীবনযাত্রার মান উন্নতিতে সাহায্য করে। তবে প্রায় ২০ থেকে ৩০ শতাংশ পুরুষের ক্ষেত্রে বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়ার চিকিৎসায় যে কোনও সময় অস্ত্রোপচার করার প্রয়োজন হতে পারে।

মুঠোফোন থেকে আঙুলে ব্যথা

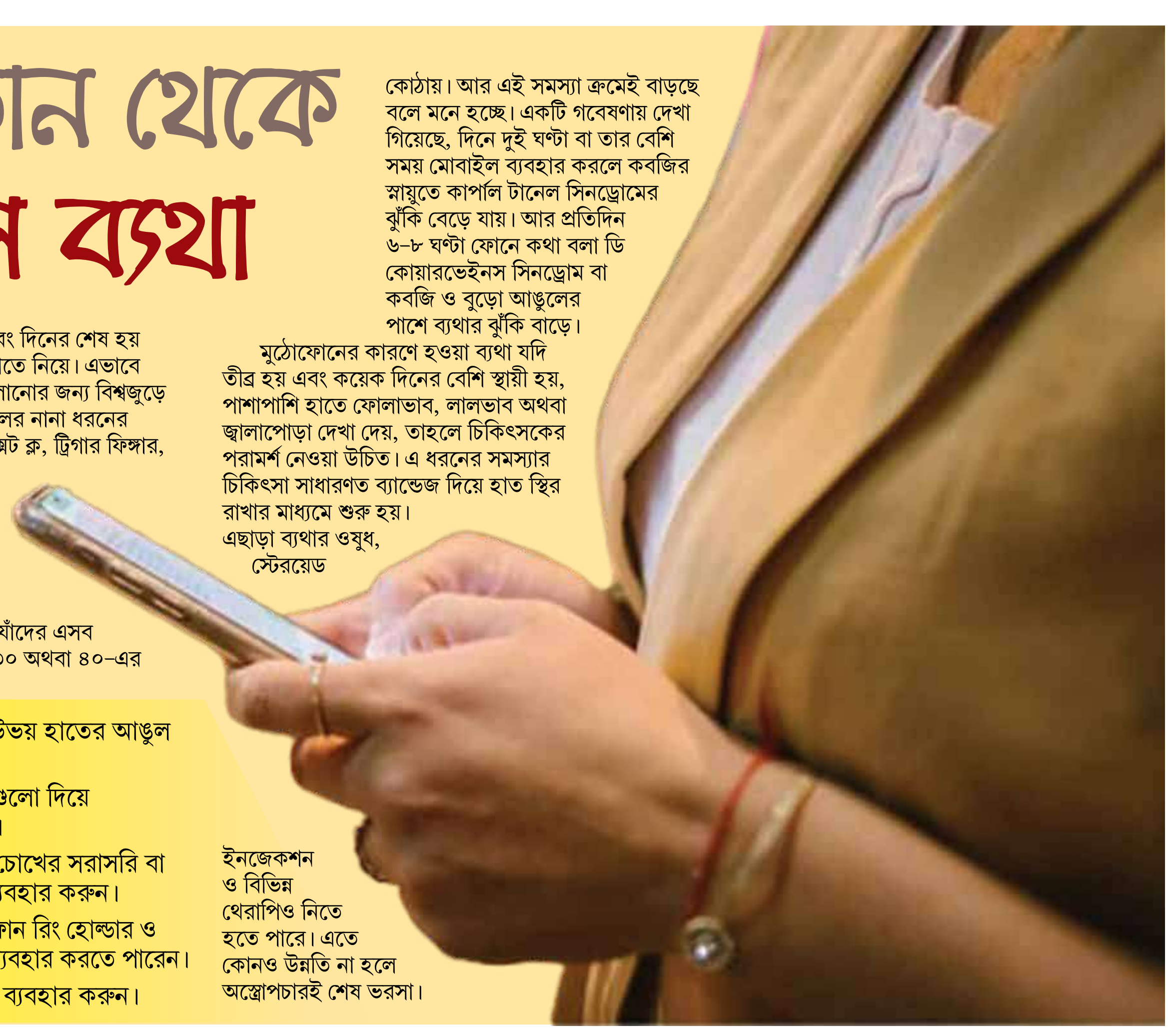

অনেকেরই দিন শুরু হয় এবং দিনের শেষ হয় মুঠোফোন বা মোবাইল হাতে নিয়ে। এভাবে মাত্রাতিরিক্ত মোবাইল চালানোর জন্য বিশ্বজুড়ে দেখা দিচ্ছে হাত ও আঙুলের নানা ধরনের সমস্যা। এ সমস্যাকে গেমার্স থাম্ব, টেক্সট ক্ল, ট্রিগার ফিঙ্গার, স্মার্টফোন পিংকি সহ দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন নাম। জাপানি ভাষায় একে বলা হয় সুমাহো ইউবি।

দীর্ঘসময় এক হাতে স্মার্টফোন ব্যবহার করা অথবা শুধু বুড়ো আঙুল দিয়ে টাইপ করলে আঙুল ও কবজির টেন্ডন এবং সন্ধিগুলোতে চাপ পড়ে। যাঁদের এসব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাঁদের বয়স ২০, ৩০ অথবা ৪০-এর কোঠায়। আর এই সমস্যা ক্রমেই বাড়ছে বলে মনে হচ্ছে। একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দিনে দুই ঘণ্টা বা তার বেশি সময় মোবাইল ব্যবহার করলে কবজির স্নায়ুতে কার্পাল টানেল সিনড্রোমের ঝুঁকি বেড়ে যায়। আর প্রতিদিন ৬-৮ ঘণ্টা ফোনে কথা বলা ডি কোয়ারভেইনস সিনড্রোম বা কবজি ও বুড়ো আঙুলের পাশে ব্যথার ঝুঁকি বাড়ে।

মুঠোফোনের কারণে হওয়া ব্যথা যদি তীব্র হয় এবং কয়েক দিনের বেশি স্থায়ী হয়, পাশাপাশি হাতে ফোলাভাব, লালভাব অথবা জ্বালাপোড়া দেখা দেয়, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এ ধরনের সমস্যার চিকিৎসা সাধারণত ব্যান্ডেজ দিয়ে হাত স্থির রাখার মাধ্যমে শুরু হয়। এছাড়া ব্যথার ওষুধ, স্টেরয়েড ইনজেকশন ও বিভিন্ন থেরাপিও নিতে হতে পারে। এতে কোনও উন্নতি না হলে অস্ত্রোপচারই শেষ ভরসা।

প্রতিকার

- কিছু টাইপ করার সময় উভয় হাতের আঙুল ব্যবহার করুন।
- বৃদ্ধাঙ্গুল ছাড়া অন্য আঙুলগুলো দিয়ে স্মার্টফোনের পর্দা স্পর্শ করুন।
- স্মার্টফোন ব্যবহারের সময় চোখের সরাসরি বা এর চেয়ে কিছুটা নীচে রেখে ব্যবহার করুন।
- হাতের ওপর চাপ কমাতে ফোন রিং হোল্ডার ও ফোন স্ট্যান্ডের মতো অনুষঙ্গ ব্যবহার করতে পারেন।
- সম্ভব হলে ভয়েস কমান্ড ব্যবহার করুন।

জলের হাহাকার দুর্গানগরে

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : পুর এলাকা হলেও শিলিগুড়ির অনেক বাসিন্দা আজও পরিস্রুত পানীয় জলের পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। জলের একটি স্ট্যান্ডপোস্টও নেই পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গানগর এবং শাস্ত্রীনগর এলাকায়। সেখানে এখনও পানীয় জলের পাইপলাইন হয়নি বলে জানাচ্ছেন স্থানীয়রা। ফলে অধিকাংশ বাসিন্দাই পাশের পাড়া থেকে জল বয়ে আনছেন অথবা পানীয় জল কিনে খেতে বাধ্য হচ্ছেন।

শিলিগুড়ি শহরের প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডেই পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা রয়েছে। সেইসব ওয়ার্ডে নিয়মিত দু'বেলা জল সরবরাহ হয়। এমনকি শহরতলি ও শহর সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রামেও জল সরবরাহ ব্যবস্থা রয়েছে। অথচ শহরের মধ্যে থাকা এই ওয়ার্ডেই পানীয় জলের জন্য হাহাকার করছেন বাসিন্দারা। দুর্গানগর এলাকার বাসিন্দা সুভাষ শর্মা বলেন, 'আমাদের এখানে অনেক জায়গায় এখনও মাটির নীচে জলের পাইপ বসানো হয়নি। আর ওয়ার্ডের যেসব এলাকায় পাইপ বসেছে, সেখানেও জল আসছে না।'

ওই এলাকারই আরেক বাসিন্দা মালতী বর্মনের কথায়, 'বছরের বেশিরভাগ সময়ই আমাদের জল কিনে খেতে হয়। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই এভাবে দিনের পর দিন চালিয়ে যাওয়া অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়।'

বাসিন্দাদের অভিযোগ, শাস্ত্রীনগর ও দুর্গানগরের এই সমস্যা নতুন কিছু নয়। এলাকাবাসীরা ওয়ার্ডের কাউন্সিলার থেকে মেয়র পর্যন্ত সবাইকেই সমস্যার কথা জানালেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। পুরনিগম এলাকায় থেকে পুর নির্বাচনে অংশ নিয়েও, আজ পর্যন্ত জলের মতো প্রাথমিক পরিষেবা থেকে তাঁরা কেন বঞ্চিত, সেকথা ভেবেই ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

তবে পরিস্থিতির কথা শিকার করে নিয়েছেন ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শিবিকা মিত্তাল। তিনি বলেন, 'দ্রুত ওই এলাকার সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। পাইপলাইন বসানোর কাজ শীঘ্রই শুরু করা হবে। স্ট্যান্ডপোস্ট বসানোর পরিকল্পনাও রয়েছে।'

শেষ হল মুন কনফারেন্স

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : রবিবার শেষ হল দু'দিনের মডেল ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স (মুন)। পূর্ব ভারতের প্রায় ১৮০ জন বিশেষজ্ঞের উপস্থিতিতে ১৫ এবং ১৬ নভেম্বর শিলিগুড়ির টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ ওয়ার্ল্ড স্কুলে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সার্বিক সহযোগিতায় ছিল ইউথ ফর ইউনিটি অ্যান্ড গ্লোবালিজম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্কুলের অধ্যক্ষ নিবেদিতা চক্রবর্তী এবং ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার নির্মাল্য আচার্য। দু'দিনের এই সম্মেলনে একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি, এই সম্মেলনে মূলত জোর দেওয়া হয় আন্তর্জাতিক মঞ্চে পড়ুয়াদের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা বাড়ানোর দিকে।

সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে সংবর্ধনা জানানো হয়, অনুষ্ঠানের আয়োজক, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ ওয়ার্ল্ড স্কুলের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার শিলিগুড়ি, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল শিলিগুড়ির অধ্যক্ষ নন্দিতা নন্দী এবং ইউথ ফর ইউনিটি অ্যান্ড গ্লোবালিজম-এর সদস্য সহ অন্য অতিথিদের।

পাখি ফিরছে বকুল ডালে

অরণ্য সপ্তাহের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে শহরে সুফল মিলতে শুরু করেছে। যে বকুল ফুলের গাছগুলো রোপণ করা হয়েছিল সেগুলো বড় হতেই তাতে ফিরে আসছে চড়ুইপাখিরা। শহরের হাকিমপাড়া, আশিঘর, সূর্যনগর, মিলনপল্লি, শক্তিগড়, সূর্য সেন কলোনি এলাকায় এই ছবি দেখা যাচ্ছে। আলোকপাত করলেন গৌতম চাকী

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : 'আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা পরে'- যে শহরে বেশ কয়েক বছর ধরে খুব বেশি চড়ুইয়ের দেখা পাওয়া যেত না, সেই শহর শিলিগুড়ির আনাচকানাচ আবার ভরে উঠছে এই বুলিতে। চড়ুই পাখি মূলত খড়কুটো, শুকনো ঘাস দিয়ে গাছ, ঝোপঝাড়, টিনের চালের কোণে বাসা বাঁধে। শহরে গাছপালা কমে যাওয়া, কংক্রিটের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে পাখির বাসা বাঁধার সমস্যা হচ্ছে, ফলে পাখির সংখ্যা দিন-দিন হাতেগোনায় এসে ঠেকেছে।

শিলিগুড়ি শহরের সৌন্দর্যায়নের জন্য বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিভিন্ন মাঠের ধারে, রাস্তার ধারে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে সারা বছর বিভিন্ন সময় রোপণ করা হয় নানা ধরনের গাছ। আর সেই গাছগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় দেখা মেলে বকুল গাছের। এই বকুল গাছেই যেন প্রাণ ফিরে পাচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে চড়ুই পাখি। বকুল গাছের ডালপালা খুব ঘন ও পাতা বেশি হওয়ায় অনেকটা ঝোপের আকার ধারণ করে। এর ফলে চড়ুইয়ের খুব পছন্দের এই গাছ। তাই তো চড়ুইয়ের থাকার আদর্শ স্থান হয়ে উঠেছে বকুল গাছ। শহরের বিভিন্ন জায়গা বিশেষত হাকিমপাড়া, আশিঘর, সূর্যনগর, মিলনপল্লি, শক্তিগর, সূর্য সেন কলোনি এলাকায় ফের দেখা মিলছে চড়ুই পাখির, যা দেখে শহরের পুরোনো স্মৃতিতে ফিরে যাচ্ছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, গত এক মাস ধরে সকালে-বিকালে বাড়ির বারান্দা, দোকানের চালা, বাড়ির উঠোন ও বাগানে ফের দেখা মিলছে চড়ুইয়ের। এই বিষয় নিয়ে শিলিগুড়ি কলেজের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী রাখি ঘোষ বলেন, 'চড়ুই পাখিকে পরিবেশে টিকিয়ে রাখতে গেলে নাগরিকদের সচেতন হয়ে বেশি করে সবুজায়ন করতে হবে। বিশেষ করে বকুল গাছের মতো ছোট ছোট গাছ বেশি করে রোপণ করতে হবে। মানুষের নিজের উদ্যোগে বাড়ির ছাদে, বারান্দায় জল ও পাখিদের খাবার রাখা এবং সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে চড়ুইদের জন্য শহরের বিভিন্ন জায়গায় বার্ড নেস্ট বক্স লাগানো উচিত।'

বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞদের মতে, চড়ুই পাখি মানুষের নিকটবর্তী বাস্তুতন্ত্রে থাকতে বেশি পছন্দ করে। তাই খাবার, দূষণমুক্ত পরিবেশ দরকার। পাখিদের শহরে প্রত্যাবর্তন ঘটছে এই খবর আনন্দের, তবে এই আনন্দ ধরে রাখতে গেলে দূষণমুক্ত পরিবেশ, সবুজায়নে লক্ষ্য রাখতে হবে। তবেই শিলিগুড়ির আকাশে উড়তে দেখা যাবে চড়ুই পাখিদের।

বাইপাসে ঝুঁকির পারাপার চলছে

অমর সরকার

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : পথচলতি মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব। আর এর জেরে ক্রমশ বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। একসময় ইস্টার্ন বাইপাসে প্রচুর দুর্ঘটনা ঘটত। বিপদ এড়াতে ট্রাফিক পুলিশ বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। রাস্তায় এখন ডিভাইডার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারপরেও দুর্ঘটনা থামছে না। মাঝরাস্তায় পারাপার রুখতে ডিভাইডারের মাঝে ফাঁকা জায়গায় প্লাস্টিকের স্প্রিংপোস্ট বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। মানুষ সেই স্প্রিংপোস্ট ভেঙে রাস্তা পারাপার করা শুরু করেছেন। জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও এভাবে দেদার চলছে পারাপার। এর জেরে চেকপোস্ট থেকে গোড়া মোড় পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার ইস্টার্ন বাইপাসে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। অবিবেচকের মতো রাস্তা পারাপার এবং অনেক জায়গায় পথবাতি না থাকায় দুর্ঘটনা আরও বাড়ছে বলে অভিযোগ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের (ট্রাফিক) এক আধিকারিক বলেন, 'দুর্ঘটনা এড়াতে ইস্টার্ন বাইপাসে অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে আবার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

ইস্টার্ন বাইপাসে ডিভাইডার বসিয়ে রাস্তা একমুখী করা হয়েছে। তারপরও মাঝেমধ্যে ঘটছে দুর্ঘটনা। পুলিশ সূত্রে খবর, টোটো, অটো, ছোট গাড়ির ধাক্কায় দুর্ঘটনা লেগে রয়েছে নিত্যদিন। বেশিরভাগ দুর্ঘটনা ঘটছে রাস্তা পারাপারের সময়। বেশ কিছু জায়গায় ডিভাইডার খোলা। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখে দুটি ডিভাইডারের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় প্লাস্টিকের স্প্রিংপোস্ট বসিয়ে দিয়েছিল পুলিশ, যাতে মানুষ হঠাৎ রাস্তা পার হতে না পারেন। স্থানীয় বাসিন্দা মিঠুন সরকার বলেন, 'এসব প্লাস্টিকের স্প্রিংপোস্ট কেউ মানছেন না। এর ওপর দিয়েই রাস্তা পার করে চলে যাচ্ছে। ফলে দুর্ঘটনা বাড়ছে। ট্রাফিক পয়েন্ট ছাড়া পুরো রাস্তায় কংক্রিটের ডিভাইডার বসিয়ে দেওয়া উচিত। তাহলে মানুষ মর্জিমাফিক রাস্তা পার হতে পারবেন না। দুর্ঘটনা কমবে।'

ইস্টার্ন বাইপাসে এই স্প্রিংপোস্ট সরিয়ে পারাপার চলে।

দুর্ঘটনার শঙ্কা

- মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব। আর এর জেরে ক্রমশ বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা
- রাস্তায় এখন ডিভাইডার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তারপরেও দুর্ঘটনা থামছে না
- ডিভাইডারের মাঝে ফাঁকা জায়গায় প্লাস্টিকের স্প্রিংপোস্ট বসিয়ে দেওয়া হয়েছে
- জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও এভাবে দেদার চলছে পারাপার

এদিকে পুলিশ জানিয়েছে, স্প্রিংপোস্ট বসানোর পাশাপাশি রাস্তার বিপজ্জনক অংশে রেডিয়াম প্রতিফলক লাগানো হয়েছিল। কিন্তু সেটাও মানছে না মানুষ। আশিঘর, জলেশ্বরী এলাকার ব্যবসায়ীরা বলছেন, রাস্তা পারাপারের ব্যবস্থা অনেকটা দূরে দূরে। তাই অনেকে দুই ডিভাইডারের মাঝখান দিয়ে গাড়ি পার করিয়ে নিচ্ছেন। তখনই প্রচণ্ড গতিতে আসা গাড়ির ধাক্কায় দুর্ঘটনা ঘটছে। পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপ করা উচিত।

টোটোচালক সজল রায় বলেন, 'রাতে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের সময় হঠাৎ মোটরবাইক, স্কুটি রাস্তা পেরিয়ে আসে। এর ফলে আমাদের সমস্যায় পড়তে হয়। এদিকে, বাইপাসে অনেক জায়গায় আলো নেই। ফলে কেউ রাস্তা পার হলে ঠিকমতো বোঝা যায় না। এর জন্য মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটে।'

দার্জিলিং জেলা বিজ্ঞানমঞ্চ আয়োজিত অভীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ফিরছে পড়ুয়ারা। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

ভ্যাট উপচে পড়ছে আবর্জনা
সমস্যায় জেরবার বাস টার্মিনাস

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য পরিবহণ নিগমের তরফে ভ্যাট দেওয়া হয়েছিল। যদিও সেই ভ্যাটই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে সমস্যার কারণ। অভিযোগ, সকাল থেকে আশপাশের স্থানীয় লোকজন ওই ভ্যাটে আবর্জনা ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এমনকি ভ্যাটের বাইরে আবর্জনা ফেলে যাওয়ায় দুর্গন্ধময় অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে রীতিমতো সমস্যায় পড়েছেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের কর্মী থেকে শুরু করে টার্মিনাসে আসা যাত্রীরা।

এখন এই ভ্যাটে এসে আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা আবর্জনা ফেলে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, অনেক স্থানীয় ব্যবসায়ীও এখানে আবর্জনা ফেলে দিচ্ছে। যার জেরে ভ্যাট উপচে আবর্জনা ছড়িয়ে পড়ছে গোটা টার্মিনাস চত্বরে। কুকুর, গোরুর উৎপাতে আবর্জনা আরও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকছে। এদিন বাস ধরতে আসা শহরের বাসিন্দা শুভন দাস বলছিলেন, 'এত দুর্গন্ধ যে টেকা যাচ্ছে না। প্রতিদিন এত মানুষের যাতায়াত এই জায়গায় এখানে যদি এমন বাজে পরিস্থিতি থাকে তাহলে কীভাবে হবে।' ঠিক একইভাবে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন অনেকেই। যেমন অতনু রায় বলছিলেন, 'গোটা টার্মিনাসেই এখান থেকে আবর্জনা ছড়িয়ে থাকছে। এই জায়গা পরিষ্কার না থাকলে এভাবেই সমস্যা বাড়বে।'

> বাইরে থেকে অনেকেই এসে এখানে আবর্জনা ফেলছে যার ফলে আমাদের সমস্যা বেড়েছে।
>
> **দীপঙ্কর পিপলাই**
> *ম্যানেজিং ডিরেক্টর, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম*

বাইরে থেকে অনেকেই এসে যে এই ভ্যাটে আবর্জনা ফেলে যাচ্ছে তা বলছেন কর্মীরা। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বলেন, 'পুরনিগমকে বলে আমরা ওই জায়গায় ভ্যাট বসিয়েছিলাম। তবে সেই ভ্যাট শুধু ছিল টার্মিনাস কম্পাউন্ডের জন্য কিন্তু দেখা যাচ্ছে বাইরে থেকে অনেকেই এসে এখানে আবর্জনা ফেলছে যার ফলে আমাদের সমস্যা বেড়েছে।'

যদিও এই বিষয়ে পুরনিগমের এক নম্বর বরো চেয়ারম্যান গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চাহিদা অনুযায়ী আমরা ভ্যাটটি দিয়েছিলাম। তবে তাদের যদি টার্মিনাসের অন্দরেই ভ্যাটটিকে সরিয়ে অন্যত্র কোথাও রাখার পরিকল্পনা থাকে তাহলে আমাদের চিঠি করে জানালে আমরা অবশ্যই উদ্যোগ নেব।' ভ্যাটটিকে কেন্দ্র করে আবর্জনার স্তূপ ও দুর্গন্ধে জেরবার বাস টার্মিনাস চত্বর। এই সমস্যা থেকে মুক্তি চাইছেন কর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ।

চুরিতে চাঞ্চল্য

ইসলামপুর, ১৬ নভেম্বর : ইসলামপুর থানার মালকাডাঙ্গা এলাকায় একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে রবিবার ভোররাতে। সকালে বিষয়টি জানাজানি হতেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বাড়ির মালিক নরেন্দ্রনাথ কর্মকার। নরেন্দ্র জানান, বাড়িতে তিনজন সদস্য ছিলেন। সেই অবস্থায় তালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে গয়না ও নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা।

এদিকে শনিবার দুপুরে খাবার খাওয়ার পর বাড়ির সাতজন সদস্য অসুস্থ হন। তাঁদের প্রত্যেককে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাছাড়া ওই বাড়িতে টাইলস বসানোর কাজ চলছে। সেখানে বেশ কয়েকজন মিস্ত্রি কাজ করছেন। চুরির সঙ্গে অসুস্থ হওয়ার সম্পর্ক থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন নরেন্দ্র। অভিযোগপত্রেও তিনি বিষয়টি জানিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। প্রয়োজনে টাইলস মিস্ত্রিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

জেলা সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : দার্জিলিং জেলা বস্তি উন্নয়ন সমিতির চতুর্থ জেলা সম্মেলন হল মিত্র সম্মিলনী হলে। রবিবার সম্মেলনের সূচনা করেন মুন্সি নুরুল ইসলাম। জেলার বস্তিগুলির উন্নয়ন, বস্তিগুলি থেকে ইচ্ছেমতো উচ্ছেদ বন্ধ করা, পাট্টা দেওয়া সহ আরও কয়েকটি দাবিতে এদিন পদযাত্রাও হয়। পদযাত্রা শেষে প্রতিনিধিদের নিয়ে সম্মেলন হয়। এদিন ৫০ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

মহিলা খুনে ধৃত প্রেমিক

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : এনজেপি স্টেশন সংলগ্ন হোটেলে মহিলাকে খুন ও তাঁর তিন বছরের শিশুকন্যাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগে রবিবার চৈতনারায়ণ দাস নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত বিহারের কাটিহারের বাসিন্দা। তিনিই মূল অভিযুক্ত বলে পুলিশের অনুমান। মৃত সাবি কুমারীর সঙ্গে ধৃতের বিবাহবর্হিভূত সম্পর্ক ছিল। তবে ওই শিশুকন্যার এখনও কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। সাবিকে খুন করার পর চৈত তাকে মোটা টাকার বিনিময়ে যৌনপল্লিতে বিক্রি করে দেওয়ার ছক কষেছিল বলে পুলিশের দাবি।

এদিন পুলিশের একটি দল বিহারে গিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে। ধৃতকে সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে। শিশুকন্যার খোঁজে পুলিশ ধৃতকে জেরার জন্য হেপাজতে নেওয়ার আবেদন করবে। গত ২৪ অক্টোবর ওই হোটেলের ঘর থেকে সাবির অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার হয়। অভিযোগ, তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুন করেন চৈত। বিহারের আজমনগরে সাবির বাপের বাড়ি। বিয়ে হয়েছিল মালদার হরিশচন্দ্রপুর মহরাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বনাথ সিংয়ের সঙ্গে। তিনি রাজস্থানে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন। বিশ্বনাথের অনুপস্থিতিতে চৈত ও সাবির মধ্যে পরকীয়া চলছিল। দুজন পরিকল্পনা করেই শিলিগুড়িতে ঘুরতে আসেন। অভিযোগ, সাবিকে খুনের পর তাঁর তিন বছরের শিশুকন্যাকে নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে যান ধৃত। পুলিশ জানিয়েছে, প্রথম থেকেই সাবির শিশুকন্যাকে বিক্রি করাই চৈতের লক্ষ্য ছিল। সে কারণেই তিনি সাবিকে প্রেমের জালে ফাঁসান। পুলিশ চৈতের মোবাইল ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করে নজরদারি চালাচ্ছিল। তিনি বাড়ি ফেরামাত্রই তাঁকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

হিন্দিভাষী বধূরা বিপাকে শহরে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : এসআইআর আবহে বিপাকে পড়েছেন বিয়ে করে শহরে আসা বধূরা। এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ চলাকালীন, এই সময়ে শহর শিলিগুড়ির বিশেষ করে হিন্দিভাষী এলাকাগুলি থেকেই বধূদের নানা সমস্যার কথা উঠে আসছে। অনেকেই বিয়ে করে শিলিগুড়িতে এসেছেন বিহার অথবা বিহার সংলগ্ন নেপালের বিভিন্ন এলাকা থেকে। এমনকি আশিঘর-ফুলবাড়ি এলাকায় বিয়ের সূত্রে বাংলাদেশ থেকেও এসেছেন অনেকে।

তাই স্বাভাবিকভাবেই ২০০২ সালের পরে আসা ওই মহিলাদের এদেশে কোনও পূর্বপুরুষ নেই। অনেকের ক্ষেত্রে বারোটি নথির কোনওটাই নেই। যদিও এবিষয়ে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নান্টু পাল বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে যেসমস্ত হিন্দু অত্যাচারিত হয়ে এসেছেন, তাঁরা অবশ্যই সিএএ-র মাধ্যমে আবেদন করে নাগরিকত্ব পাবেন। কারও নামই বাদ যাবে না। নেপাল থেকে আসা মানুষদেরও কোনও সমস্যা হবে না। এব্যাপারে আমরাও নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কথা বলব।'

পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের আদর্শপল্লিতে বিগত দশ বছর ধরে রয়েছেন নেপালের জনকপুরের বাসিন্দা অর্চনা ঝা। স্বামীর পরিচয় ব্যবহার করে আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডও বানিয়েছিলেন তাঁরা। ভোটার লিস্টেও তাঁদের নাম রয়েছে। যদিও এখন এসআইআর নিয়ে রীতিমতো আশঙ্কিত অর্চনা বলেন, '২০০২ সালের ভোটার লিস্টে আমার নাম না থাকায় ওই সময়কার তেরোটি ডকুমেন্টের মধ্যে যে কোনও একটি দেখাতে বলা হয়েছে। কিন্তু আমি ২০১৫ সালে বিয়ে করে এসেছি। ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিসেও রেজিস্টার করা হয়নি। বাপের বাড়ির সকলেই নেপালে থাকেন।'

একই সমস্যায় পড়েছেন গোয়ালাপট্টির বাসিন্দা লক্ষ্মী শর্মাও। বিহার থেকে এসে স্বামীর সঙ্গে শিলিগুড়িতে রয়েছেন তিনি। ভোটার কার্ড করিয়ে গত লোকসভা নির্বাচনেও ভোট দিয়েছিলেন তিনি।

এসআইআর-এ গেরো বাড়ছে

তাঁর কথায়, 'আমার ও স্বামীর দুজনেরই ২০০২-এর লিস্টে নাম নেই। স্বামী তার বাবার সূত্র ধরে নাম তুলে নিতে পারে, কিন্তু আমি সমস্যায় পড়েছি। আমার পরিবারের সবাই বিহারে।' এবিষয়ে পুরনিগমের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষ বলেন, 'শুধু নেপাল থেকেই নয়, আশিঘর-ফুলবাড়ি এলাকায় এমন অনেক তরুণী রয়েছেন যাঁরা বিয়ের সূত্রে ওপার থেকে এপারে এসেছেন। এই বধূদের মধ্যে হিন্দু মহিলার সংখ্যাই বেশি।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির তৃণমূল ব্লক সভাপতি দিলীপ রায় বলেন, 'এই ধরনের সমস্যা এলাকায় অনেক রয়েছে। এই কারণেই আমরা বলছি, গত লোকসভা নির্বাচনে যাঁরা ভোট দিয়েছেন তাঁদের কারও নামই কাটা যাবে না। এই দাবিতে আমাদের আন্দোলন চলবে।'

জমা আবর্জনায় নাজেহাল হাকিমপাড়া

১৬ নম্বর ওয়ার্ডে দুপুর পর্যন্ত জমে থাকা আবর্জনা। -সংবাদচিত্র

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকা থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করে এক জায়গায় ফেলা হচ্ছে। বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গা পরিণত হচ্ছে আবর্জনার স্তূপে। দুপুর একটায় আবর্জনা সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে বটে, তা সত্ত্বেও সেখানে আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকছে। তা থেকে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। পরের দিন আবার সেখানে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। এমনই অবস্থা শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে। মাসের পর মাস একই নিয়ম চলায় এলাকাবাসীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। দুর্গন্ধ, মশামাছির উপদ্রবে টেকাই দায় হয়ে উঠেছে।

হাকিমপাড়ার বলাইদাস চ্যাটার্জি রোডে একটি ফাঁকা জায়গায় ভোর থেকে ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গার আবর্জনা এনে জমা করা হচ্ছে। ওই জায়গাটির পাশেই উত্তরবঙ্গ সেবা ভারতী অফিস। সেই অফিসের সম্পাদক অংশু রায় বলেন, 'আবর্জনার দুর্গন্ধে আমরা অফিসে টিকতে পারি না। দুর্গন্ধের জেরে আমাদের একজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মশামাছির উপদ্রবে অফিসে বসে টিফিনও খাওয়া যায় না। ওয়ার্ড কাউন্সিলারকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। ৩ নম্বর বরো কমিটির চেয়ারম্যান মিলি শীল সিনহাকে এবং পুরনিগমেও আমরা চিঠি দিয়ে সমস্যার কথা জানিয়েছি। তবে সমাধান হয়নি।'

> আমরা সমস্যাটি নিয়ে অবগত। শীঘ্রই সেখানে সকালবিকাল, দিনে দু'বার করে আবর্জনা সাফাই করা হবে। এছাড়াও চুন এবং ব্লিচিং ছড়িয়ে দেওয়া হবে।
>
> **মিলি শীল সিনহা** *চেয়ারম্যান ৩ নম্বর বরো*

ওয়ার্ডের বাসিন্দা স্বপন মণ্ডল বলেন, 'এলাকার মানুষ নানা সমস্যায় পড়েছেন। ওরা বিভিন্ন ওয়ার্ডের আবর্জনা এনে এখানে রাখছে। মশামাছির উৎপাতে আমরা নাজেহাল।'

এই বিষয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুজয় ঘটক বলেন, 'আবর্জনা একটা জায়গায় তো জড়ো করতে হবে। এটা ছাড়া আমাদের ওয়ার্ডে আর এমন জায়গা নেই যেখানে আবর্জনা জড়ো করা সম্ভব। অনেকের হয়তো সমস্যা হচ্ছে, তবে আমাদের কাছে আর বিকল্প জায়গা নেই। যদিও আবর্জনা পরিষ্কারের পর প্রতিদিনই ব্লিচিং ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও আমি নিয়মিত নজর রাখি।' সুজয়ের সংযোজন, 'আমরা পুরনিগমের কাছে আবর্জনা ফেলার জন্য ২টো বড় গাড়ি চেয়েছি। সেটা পেলে আমাদের আর এলাকায় আবর্জনা জমা করতে হবে না।'

এই ব্যাপারে ৩ নম্বর বরো চেয়ারম্যান মিলি শীল সিনহা বলেন, 'আমরা সমস্যাটি নিয়ে অবগত। শীঘ্রই সেখানে সকালবিকাল, দিনে দু'বার করে আবর্জনা সাফাই করা হবে। এছাড়াও চুন এবং ব্লিচিং ছড়িয়ে দেওয়া হবে।'

চোরাচালান রুখতে তৎপর রেল

মালিগাঁও, ১৬ নভেম্বর : রেলযাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)। ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে আরপিএফ প্রায় ৯,৪০,৭৯,৯৩৩ টাকা মূল্যের মাদক দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করেছে। এছাড়া অবৈধ পণ্য পাচারের সঙ্গে জড়িত ৩৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। গত ১৩ নভেম্বর আরপিএফ নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে ৩.৭১ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩৭.১ কেজি মালিকবিহীন গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছিল।

একইদিনে আগরতলা ও লামডিংয়ের আরপিএফ এবং জিআরপির যৌথ প্রচেষ্টায় আগরতলা ও লামডিং রেলওয়ে স্টেশনে ২.৩৬ লক্ষ টাকার ২৩.৬১ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে।

একইভাবে, ১২ তারিখে ধর্মনগর, আগরতলা এবং রঙ্গাপাড়া নর্থের আরপিএফ ৫.০৫ লক্ষ টাকার ৫০.৫১ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে। এভাবে আরপিএফ, জিআরপি ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় রেখে রেলওয়ে প্রাঙ্গণের সুরক্ষা নিশ্চিত করে বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

ক্ষমা না চাইলে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি রাজভবনের বিবৃতিতে

কল্যাণকে ২৪ ঘণ্টা সময় বোসের

নিউজ ব্যুরো

১৬ নভেম্বর : কলকাতা থেকে বিশেষ বিমানে বাগডোগরায় নেমে রাজ্যপাল বললেন, নেতাদের কুমন্তব্য সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানানোয় বিশ্বাসী নন। বাস্তবে রবিবার তিনি ব্যস্ত রইলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের জবাব দিতে। শুধু কল্যাণের বক্তব্যকে খণ্ডন করা নয়, ওই বক্তব্যের জন্য আইনি কঠোর পদক্ষেপের পরিণতিও মনে করিয়েছেন সিভি আনন্দ বোস।

তাঁর পাশাপাশি রবিবার ছুটির দিনে সক্রিয় ছিল রাজভবনও। দফায় দফায় প্রেস নোট ও রাজ্যপালের বক্তব্যের ভিডিও সংবাদমাধ্যমকে পাঠিয়েছেন রাজভবনের আধিকারিকরা। রবিবার ভোর ৫টা থেকে রাজভবনের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছিল যাতে বাইরের লোক এসে দেখে যেতে পারেন যে ভিতরে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র মজুত আছে কি না। রাজভবনে 'বিজেপির অপরাধীদের' আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের 'বন্দুক-বোমা' দেওয়া হচ্ছে বলে কল্যাণের বিস্ফোরক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ।

যদিও শুধু ১০০ জনকে আমন্ত্রিতকেই ঢুকতে দেওয়া হয় রাজভবনে। যাঁদের মধ্যে ছিলেন সাংসদ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি প্রমুখ। বাগডোগরায় নেমে রাজ্যপাল বলেন, 'তৃণমূল সাংসদের মন্তব্যে দেশের সংবিধানে সমৃদ্ধি ও বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সেজন্য সাংসদের নিজের থেকে ভুল স্বীকার করে নেওয়া ভালো।' পরে শিলিগুড়িতে তিনি জানান, কল্যাণকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হল।

রাজ্যপালের ভাষায়, 'সাংসদকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য ২৪ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। তিনি যদি মনে করেন, তাঁর বক্তব্য সঠিক নয়, তবে তাঁকে রাজ্যবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার বিকল্প দিচ্ছি। নয়তো আইনি পদক্ষেপ করা হবে। অনেক ধরনের আইনি পদক্ষেপ করার পথ রয়েছে এবং সেগুলি করা হবে।' তাঁর হুঁশিয়ারির পরেও অবশ্য শ্রীরামপুরের সাংসদ পালটা হুমকি দিয়েছেন।

কল্যাণের কথায়, 'আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি, একটি খোলা মঞ্চ তৈরি করা হোক। একদিকে আমি থাকব, অপরদিকে আপনি। সুশীল সমাজ ও সংবাদমাধ্যমকে আমন্ত্রণ করুন। আপনার সমালোচনা আমি করব। বিজেপির দালাল হিসেবে কাজ করে আপনি সংবিধানকে ধ্বংস করছেন। সাহস থাকে তো আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন।' সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন কল্যাণ। তাঁর মামলার হুমকিকে রাজ্যপাল স্বাগত জানিয়েছেন।

শিলিগুড়িতে রোজগারমেলায় রাজ্যপাল। - জয় মণ্ডল/ অন অ্যাসাইনমেন্ট

সংবিধান মেনে পদক্ষেপ করার কথা বলেছেন সিভি আনন্দ বোস। রাজ ভবন থেকে প্রচারিত প্রেস নোটে কল্যাণের বক্তব্য কীভাবে অপরাধের আওতায় পড়ে, তার খতিয়ান দেওয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, রাজ্যপালের বিরুদ্ধে অস্ত্র রাখার অভিযোগ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৫১ ও ১৫২ ধারা অনুযায়ী অপরাধ। কল্যাণের ঘৃণা ও হিংসা ছড়ানোর মতো কাজ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৯৭ ধারা অনুযায়ী অপরাধ বলে গণ্য হয়।

তাছাড়া এই বক্তব্য শান্তিশৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিপন্থী বলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৯৬ (১) (এ) ও (বি) ধারায় মামলাযোগ্য অভিযোগ। নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো আবার ৩৫৩ (১) (বি), ৩৫৩ (১) (সি) ও ৩৫৩ (২) ধারা অনুযায়ী অপরাধ। কল্যাণের বিরুদ্ধে এফআইআর করার ইঙ্গিতও দিয়েছে রাজভবন।

কল্যাণ শনিবার বলেছিলেন, 'প্রথমে বলুন রাজ্যপালকে, যেন উনি বিজেপির অপরাধীদের রাজভবনে আশ্রয় দেওয়া বন্ধ করেন। উনি সেখানে অপরাধীদের রাখছেন, তাঁদের বন্দুক-বোমা দিচ্ছেন এবং বলছেন তৃণমূল কর্মীদের ওপর হামলা করো।' তাঁর এই মন্তব্যকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন' ও 'ভিত্তিহীন' বলে মন্তব্য করেন রাজ্যপাল। কল্যাণের অভিযোগের তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে রাজভবনের বিবৃতিতে। তাতে কলকাতা পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। জিজ্ঞাসা করা হয়, নিরাপত্তার দায়িত্বে কলকাতা পুলিশ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে অস্ত্র ও গোলাবারুদ রাজভবনে আনা হল?

তথ্য সহায়তা ঃ পুলকেশ ঘোষ, সাগর বাগচী ও খোকন সাহা

পৃথিবীর পাঠশালা

কুমড়োর বিষাক্ত ফাঁদ

হ্যালোউইনের কুমড়োর মধ্যে লুকিয়ে আছে এক চুপিসারে থাকা গোপন কথা, এই কমলা গোলকগুলি মাটির বিষাক্ত উপাদান শুষে নেয়! কোবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্টোবর ২০২৫-এর এই তথ্য বাগান মালিকদের অবাক করে দিয়েছে। জাপানের গবেষকরা দেখেছেন, কুমড়ো, জুকিনি-সহ অন্য শস্যে থাকা একটি ছোট প্রোটিনের কারণে ক্যাডমিয়াম এবং সীসার মতো ভারী ধাতু দ্রুত মাটি থেকে ফল পর্যন্ত চলে আসে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, শিল্পাঞ্চল এলাকার জমিতে ফলানো কুমড়োতে নিরাপদ সীমার চেয়ে বেশি বিষাক্ত পদার্থ পাওয়া গিয়েছে। তবে এর একটি ভালো দিকও আছে, এই কুমড়োর মতো ফসলকে 'বিষের ফাঁদ' হিসেবে ব্যবহার করে দূষিত জমি পরিষ্কার করা যেতে পারে।

কেঁচোর বিদ্যুতের লাফ

মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা ছোট পরজীবী নেমাটোড কেঁচো স্থির বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ ব্যবহার করে উড়ন্ত মাছিদের ধরে ফেলে! এমোরি এবং বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গত অক্টোবরের এই আবিষ্কার বিবর্তনের এক চমকপ্রদ দিক সামনে এনেছে। 'স্টেইনারনেমা কার্পোক্যাপসে' নামে এই কেঁচোটি প্রথমে কুণ্ডলী পাকায়, তারপর মাছি লক্ষ্য করে ২৫ গুণ বেশি দূরত্বে লাফ দেয়। মাটির সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে কেঁচোর শরীরে ঋণাত্মক চার্জ তৈরি হয়, আর ডানা ঝাপটানোর ফলে মাছির শরীরে তৈরি হয় ধনাত্মক চার্জ। ফলে কেঁচো মাছিকে চুম্বকের মতো টেনে নেয়। এই স্থির বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের কারণে কেঁচোর শিকারের হার ৪০ শতাংশ বেড়ে যায়। এই কেঁচোগুলি পরিবেশবান্ধব কীটনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই আবিষ্কার প্রমাণ করে, প্রকৃতিতে বিজয়ের জন্য সবসময় ডানা বা দাঁত লাগে না, কখনো-সখনো প্রয়োজন হয় সামান্য বিদ্যুতের।

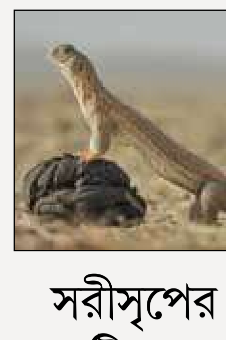

সরীসৃপের স্ফটিক মূত্র

মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানো টিকটিকি ও সাপের দল ফোঁটা-ফোঁটা প্রস্রাব না করে ইউরিক অ্যাসিডের উজ্জ্বল স্ফটিক তৈরি করে! বিবর্তনের এই জল-সাশ্রয়ী কৌশলটি এখন মানুষের গেঁটে বাত এবং কিডনির পাথর নিরাময়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক। রসায়নবিদরা ২০টিরও বেশি সরীসৃপের প্রস্রাব পরীক্ষা করে দেখেছেন, ইউরিক অ্যাসিড মনোহাইড্রেটের স্ফটিকগুলি তীক্ষ্ণ কণার বদলে গোলকের মতো তৈরি হয়, যা ক্ষতি না করেই বেরিয়ে আসে। এটি ৯০০ শতাংশ পর্যন্ত জল বাঁচায়। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, এই প্রক্রিয়াকে অনুকরণ করে মানুষের কিডনিতে পাথর গলানোর ওষুধ তৈরি করা যেতে পারে। মরুভূমির প্রাণীরা জলের অপচয় রোধ করতে যে কৌশল ব্যবহার করে, তা এখন মানুষের মূত্রাশয়ের সমস্যা মেটাতে কাজে আসতে পারে।

দুর্গের ছায়া ঘেরা আগন্তুক

চেস্টার দুর্গের আবছা ভোরে সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ল এক মাথা ঢাকা ছায়ামূর্তি, যা 'ভূতের' মতো গেটের ওপর দিয়ে ভাসমান পালকের মতো উড়ে যাচ্ছে! গত অক্টোবরের এই দৃশ্য দেখে বেজায় উত্তেজিত ভূত-শিকারিরা। উইলিয়াম দ্য কনকারর-এর তৈরি ৯৫০ বছরের পুরোনো এই দুর্গে ভোর ৪টেয় এই আবছা মূর্তিটিকে দেখা যায়। কালো পোশাকের মূর্তিটি ধীরে ধীরে ভেসে ওঠে এবং কোনও শব্দ না করেই হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। কিউরেটর জেন স্মিথ এটিকে ১৮ শতকের ফাঁসি বা রোমান আমলের ছায়া বলে মনে করছেন। যদিও নড়াচড়ার কোনও কারণ ছিল না, তবু ক্যামেরা চালু হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যায়। এর ফলে দুর্গ দেখতে ভিড় করছেন দেশ-বিদেশের পর্যটকরা। প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে পর্যটকের সংখ্যা।

ইন্টারভিউয়ে 'দাগি'রাও

প্রথম পাতার পর

বাকিটা ইন্টারভিউয়ের সুযোগ পেলে দেবেন।

ফোনের ওপারের কণ্ঠস্বরে ও ছবিতে বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহাকে দেখা গিয়েছে, যিনি ইতিমধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে রয়েছেন। শুভেন্দুর দাবি, এই কথোপকথন ১৬ নভেম্বরের। জেলের মধ্যে বসেও এসএসসি'র ইন্টারভিউ পাইয়ে দিতে রাজনৈতিক প্রভাব খাটাচ্ছেন জীবনকৃষ্ণ। এব্যাপারে তিনি ইডি'র কাছে তথ্যপ্রমাণ সহ অভিযোগ জানাবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শুভেন্দু।

ইন্টারভিউয়ের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় নতুন করে হতাশা তৈরি হয়েছে চাকরিপ্রার্থীদের। 'যোগ্য' চাকরিহারাদের অনেকে ইন্টারভিউয়ে ডাক পাননি। ফলে তাঁদের চাকরি টিকিয়ে রাখার আর কোনও উপায় নেই। ৪৭ শতাংশের বেশি নতুন কর্মপ্রার্থী ইন্টারভিউয়ের ডাক পাওয়ায় চাকরিহারাদের সুযোগ কমেছে।

চাকরিহারাদের আন্দোলনের অন্যতম মুখ সুমন বিশ্বাস বলেন, 'একমাত্র শূন্যপদ বাড়ালেই যোগ্যদের সুযোগ বাড়বে।'

চাকরিহারা সংগীতা মণ্ডল বলেন, 'সাফল্য বা ব্যর্থতা দুটোই যুদ্ধের অংশ। যোগ্যদের ফিরিয়ে আনতেই হবে। নবম-দশমের ফলের ওপর ভিত্তি করে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করা হবে।' তবে যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডলের আশা, 'এসএসসি নিশ্চিত করেছে, নথি যাচাই করে তবেই ভেরিফিকেশন হবে। আশা করছি, ইন্টারভিউয়ে কোনও অযোগ্য যদি ডাক পেয়েও থাকেন, নথিপত্র যাচাই করে তালিকা থেকে তাঁদের বাদ দেওয়া হবে।'

রায়গঞ্জের নীতীশ আবার চাকরিচ্যুত হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে বিবাহবিচ্ছেদ মামলায় স্ত্রীকে খোরপোশ দিতে অস্বীকার করেছিলেন বলে জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী বিপাশা বর্মনের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম।

ফিরদৌস বলেন, 'নীতীশ ছাড়াও একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে। খতিয়ে না দেখে সেই নামগুলি উল্লেখ করব না। কিন্তু চাল, কাঁকর ইন্টারভিউয়ের তালিকায় মিশে আছে।'

খবর চাউর হওয়ার পর থেকে নীতীশ বেপাত্তা। তাঁর মোবাইল সুইচড অফ। তিনি নাকি বাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী, এখন হেমতাবাদের বাসিন্দা বিপাশা বর্মনের অভিযোগ, 'কীভাবে উনি পরীক্ষায় বসলেন, বুঝতে পারছি না। নিশ্চয়ই ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। শুধু একজন নয়, ওঁর মতো আরও অনেকে আছেন।'

কোর্টের দরজায় প্রশান্ত

প্রথম পাতার পর

থানায় অভিযোগের ১৫ দিন পরেও এরকম একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না করায় তিনি প্রমাণ লোপাট বা তদন্তে প্রভাব খাটাতে পারেন বলেই আশঙ্কা করছেন আইনজীবীরা। কেন বিডিওকে গ্রেপ্তার, নিদেনপক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে না তার কোনও উত্তর অবশ্য বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের কর্তারা দেননি। তাহলে কি প্রশান্তকে জামিনের আবেদন করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই এমন বন্দোবস্ত? এই প্রশ্নই ঘুরছে বিভিন্ন মহলে।

নিয়ম বলছে, কোনও থানায় এফআইআর দায়ের হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেই সংক্রান্ত নথি অনলাইনে আপলোড করতে হবে। সেই নিয়মও মানেনি বিধাননগর দক্ষিণ থানা। রবিবার রাত পর্যন্ত স্বপন কামিল্যা হত্যাকাণ্ডের এফআইআরটি অনলাইনে আপলোড হয়নি। ওই অভিযোগের আগের এবং পরের এফআইআর সংক্রান্ত নথি আপলোড হলেও কেন শুধুমাত্র নির্দিষ্ট মামলার নথি আপলোড হল না তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। ফলে স্পর্শকাতর ওই খুনের মামলায় পুলিশের তদন্তের ভূমিকা নিয়ে সাধারণ মানুষ ও আইনি মহলে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।

ইতিমধ্যেই বিডিও-র গাড়িচালক রাজু ঢালি, ঘনিষ্ঠ বন্ধু তুফান থাপা এবং প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা সজল সরকারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে নিউটাউনের ফ্ল্যাটে মারধরের পর স্বর্ণ ব্যবসায়ীর মৃত্যু এবং নীলবাতির সরকারি গাড়িতে দেহ লোপাটের মতো চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। পুলিশের পক্ষ থেকে খুনে ব্যবহৃত নীলবাতির গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এরপরই বিপদ বুঝে জামিনের আবেদন করেছেন প্রশান্ত।

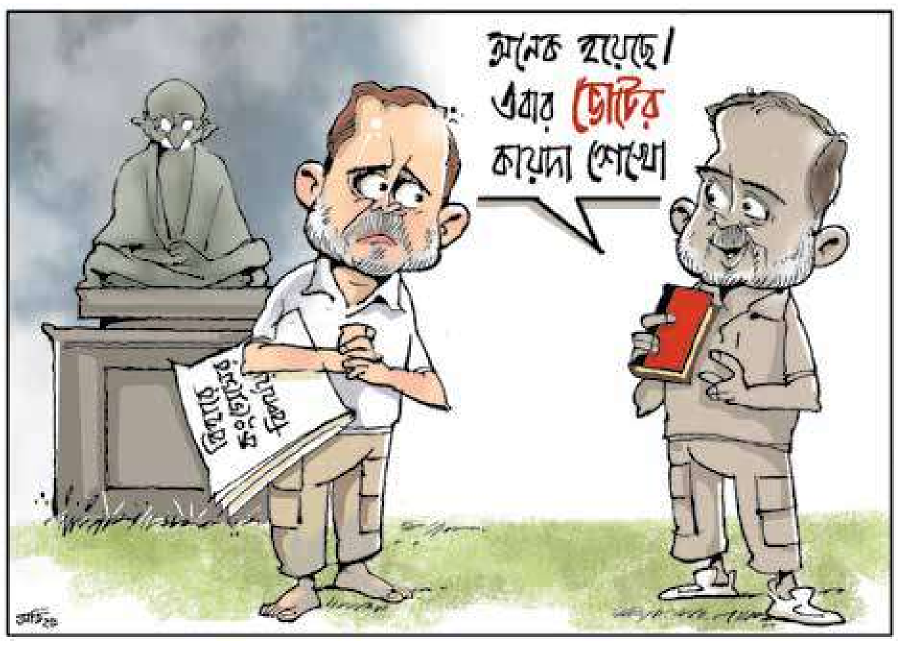

কর্মশালা

কিশনগঞ্জ, ১৬ নভেম্বর : কিশনগঞ্জের জেলা শাসক বিশাল রাজের সভাপতিত্বে রবিবার শহরের মহানন্দা অডিটোরিয়ামে 'জাতীয় প্রেস দিবস-২০২৫' উদযাপিত হয়েছে। এই কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। বর্তমানে যেভাবে 'ফেক নিউজ' ছড়াচ্ছে এবং সেটি প্রতিরোধে কী কী করা প্রয়োজন, তা নিয়ে কর্মশালায় আলোচনা হয়।

স্ত্রী পড়ে নদীতে

প্রথম পাতার পর

বাবার গলাতেও একটি চিহ্ন লক্ষ করেছি। কেউ বা কারা খুন করেছে ওদের।'

তদন্তে জানা গিয়েছে, তপনের কাজ ছিল মজুরিভিত্তিক। এর বাইরে আয়ের অন্য কোনও উৎস ছিল না তাঁর। অণিমার আয়ের ওপর অনেকটাই নির্ভর ছিল সংসার। বাড়ির নির্মাণকাজ চলছে। ঋণ সংক্রান্ত ব্যাপার থাকতে পারে। টাকা নিয়ে কোনও সমস্যা চলছিল বলেও প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে। তবে তদন্ত আরও বাকি।

যদিও অণিমার দাদা ভবেন মণ্ডল এসব মানতে নারাজ। তাঁর যুক্তি, 'বাড়ির কাজ চলছে। বোন, বোনজামাই কাজ করত। তাদের ছেলেরাও উপার্জন করছে। সংসারে তেমন কোনও সমস্যা ছিল না।' ভবেন বলেছেন, 'ওরা আত্মহত্যা করতেই পারে না। এটা খুন। আমরা সঠিক তদন্ত চাই।' ঘটনাস্থল থেকে দম্পতির বাড়ি হাঁটাপথে প্রায় ১৫-২০ মিনিট। অনিমার কর্মস্থল ৮ থেকে ১০ মিনিট। খবর পেয়ে এসেছিল আশিঘর ফাঁড়ি, ভক্তিনগর থানা ও ভোরের আলো থানার পুলিশ। দেহ দুটো উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ফের সক্রিয় এটিএম প্রতারণাচক্র

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : ফের শহরে সক্রিয় এটিএম প্রতারণার চক্র। শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় এটিএমের দেওয়ালে হেল্পলাইনের নম্বর দিয়ে নতুন করে প্রতারণার চক্র শুরু হয়েছে। গত দুই সপ্তাহে এই ধরনের একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। অভিযোগ, এটিএম কার্ড ঢোকানোর পরেই সেটা মেশিনে আটকে যাচ্ছে। এমনকি, টাকাও আটকে যাচ্ছে। দেওয়ালে লিখে রাখা হেল্পলাইনে ফোন করার পরই এটিএমের সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কর্মীর পরিচয় দিয়ে ২ তরুণ কাউন্টারে চলে আসে। এরপরই সহযোগিতার নাম করে, কথার জালে জড়িয়ে উপভোক্তার সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে।

গত সপ্তাহেই প্রধাননগর থানা এলাকায় এই ফাঁদের খপ্পরে পড়েছিলেন এক তরুণী। ওই তরুণীর কথায়, 'এটিএমে ঢুকে টাকা বের করার জন্য কার্ড ঢোকাই। যাবতীয় প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়। এরপর দেখি মেশিন থেকে কার্ড আর টাকা, কোনওটাই বেরোচ্ছে না। কোনও নিরাপত্তারক্ষীকে না পেয়ে ওই দেওয়ালে দেওয়া হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করি। তারপর ২ ব্যক্তি ব্যাংককর্মী পরিচয় দিয়ে আসে। তারা বেশ কিছুক্ষণ এটিএম কার্ড বের করার ছলনা করে। তারা সংলগ্ন সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শাখায় যেতেও বলে।' এরপর ওই তরুণী তাদের বিশ্বাস করে ওই ব্যাংকের শাখার দিকে এগোন। কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পরই তরুণীর হুঁশ ফেরে। এটিএম কাউন্টারে ফিরে দেখেন, মেশিনে আটকে যাওয়া টাকা ও কার্ড নেই! ঘটনায় হাজার পাঁচেক টাকা খোয়া যায় ওই তরুণীর।

জানা যাচ্ছে, ২ তরুণের মধ্যে একজন উপভোক্তাকে কথার জালে ফাঁসিয়ে এটিএম কাউন্টারের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। আরেকজন

শিলিগুড়ি

ভেতরে থেকে যাচ্ছে। এরপর এটিএম কাউন্টার থেকে কিছুটা দূরে নিয়ে যাওয়ার পরেই কাউন্টারের ভেতরে থাকা চক্রের সদস্য টাকা ও এটিএম কার্ড নিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। পুলিশ সূত্রের খবর, এটিএমের টাকা বেরোনোর ও কার্ড ঢোকানোর জায়গায় দুষ্কৃতীরা এক ধরনের ক্লিপের ব্যবহার করছে। সেই ক্লিপেই আটকে যাচ্ছে টাকা ও কার্ড। জংশন এলাকার পাশাপাশি মাটিগাড়া ও বাগডোগরা এলাকায় একই পদ্ধতিতে এধরনের প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং অবশ্য আশ্বাস দিচ্ছেন, 'ইতিমধ্যেই অভিযুক্তদের চিহ্নিতকরণ হয়ে গিয়েছে। দ্রুতই তাদের পাকড়াও করা হবে।'

প্রশ্ন উঠছে, শহরের এটিএমগুলোর নিজস্ব নিরাপত্তা নিয়েও। একের পর এক এটিএম মেশিন লুটের পরেও কেন নিরাপত্তারক্ষী নেই, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে শহরের বিভিন্ন মহল।

গত সপ্তাহে একই ঘটনার সম্মুখীন হন এক বৃদ্ধ। শিবমন্দির এলাকার একটি এটিএমে টাকা তুলতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানেও এটিএমে তাঁর টাকা আটকে যায়। হাজার তিনেক টাকা খোয়া যায় তাঁর। শহরের বাসিন্দা অভিজিৎ দাসের কথায়, 'এটিএমে এই কারণেই নিরাপত্তারক্ষী থাকাটা প্রয়োজন। এটিএমে নিরাপত্তারক্ষী থাকলে এধরনের প্রতারণার ঘটনা ঘটতে পারে না।'

প্রসঙ্গত, শহর শিলিগুড়িতে এর আগেও একই পদ্ধতিতে এটিএম প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে। মাঝে কিছুদিন এই সমস্যা বন্ধ থাকলেও ফের নতুন করে তা মাথাচাড়া দিচ্ছে।

নতুন সংগঠন

নাগরাকাটা, ১৬ নভেম্বর : আন্দোলন, সংগ্রাম করে নয়। সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসে নিজেদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ডুয়ার্স-তরাইয়ে গোর্খা সম্প্রদায়দের নতুন সংগঠন তৈরি হল। রবিবার নাগরাকাটার একটি বেসরকারি হোটেলে আয়োজিত সভার মাধ্যমে 'ডুয়ার্স-তরাই গোর্খা সম্মেলন' নামে নতুন সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, মোট ১৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কাজ শুরু হবে।

অন্ধকার ভবিষ্যতের

প্রথম পাতার পর

দুর্নীতির স্পষ্ট অভিযোগ সত্ত্বেও ক্ষমতার করিডরে আবারও ফিরে আসার এই নির্লজ্জ প্রয়াস রাজ্যের গোটা শিক্ষাঙ্গনকে উপহাস করা ছাড়া আর কিছুই নয়। শিক্ষাই আমাদের 'সম্পদ'- স্লোগানটি আসলে অত্যন্ত দামি। পশ্চিমবঙ্গের নেতারা সেকথা যথাযথই বুঝেছেন। তাই শিক্ষাকে সম্পদ বানাতে তাঁদের সময় লাগেনি।

এই হাহাকারের মাঝে এসআইআর শুরু হতেই পলিটিকাল থিয়েটারের পর্দা উঠেছে। যেন বাংলার বুকে একলহমায় মৃত্যুর মহোৎসব শুরু হয়েছে। হাতেগরম লাশের খবর পেতেই রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীরা দে ছুট! ক্যামেরা, লাইট, অ্যাকশন— আর সঙ্গে 'শহিদ' উপাধির ঢালাও বিলিবণ্টন। চটজলদি আর্থিক সহায়তা, পাশে থাকার প্রতিজ্ঞা, আর চোখে লেগে থাকা কুমিরের কান্না! এই মৃত্যুগুলো রাজনীতির কারবারিদের কাছে নিছকই ভোটবাক্সের নতুন ইনভেস্টমেন্ট, দুর্নীতির অন্ধকার থেকে মুখ ঘোরানোর এক সস্তা টোটকা। বাংলায় নয়া সংস্কৃতির উদ্ভাবন হয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়দের হাত ধরে, যেখানে দুর্নীতি হল রাজনৈতিক মেধা আর বেকারত্ব হল ব্যক্তিগত ব্যর্থতা।

এসএসসি'র প্যানেল প্রকাশের পর যোগ্য শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ, পার্থর জামিনের পর কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে এটা রাজনীতির কারবারিরা ভালোই জানেন। আর ভোটের মুখে সেসব প্রশ্নে তাঁরা যাতে বেকায়দায় না পড়েন তারজন্য আগে থেকেই পরিকল্পনা করে মানুষের নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য নানা ইস্যু তৈরি করে রাখা হয়েছিল। এসআইআর নিয়ে এই এত মাতামাতি, এই এত কান্নাকাটি, সবটাই এক বিশাল বড় রাজনৈতিক চাল। বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ করে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যপাল বা রাজভবন নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য এবং তা নিয়ে দিনভর আলোচনাকে নজর ঘোরানোর পরিকল্পনা ছাড়া আর কি বা বলা যায়? এসআইআর-এর মৃত্যুর দায় যদি কেন্দ্র বা নির্বাচন কমিশনের হয়, তবে যোগ্য শিক্ষকের আত্মহননের দায় কি রাজ্য সরকার এড়াতে পারে? এই মৃত্যুর রাজনীতি শুধু ভণ্ডামি আর চরম দুর্নীতিরই প্রতীক। এসআইআর-এর মৃত্যু নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা ও লাশের রাজনীতি দেখে প্রশ্ন জাগে— যেখানে রাজনৈতিক ফায়দা তোলা যায় তারা শুধুমাত্র সেইসব মৃত্যুতেই শোক প্রকাশ করে। যোগ্য চাকরিহারাদের মৃত্যু বা তাঁদের পরিবারের হাহাকারে রাজনৈতিক দলগুলি স্বার্থের বাইরে গিয়ে কি তাঁদের পাশে থাকে? উত্তরটা স্পষ্ট, না। কারণ সেখানে ভোট বা ক্ষমতা দখলের অঙ্ক নেই। শুধু আছে অযোগ্যদের হাতে রাজ্যের ভবিষ্যৎ তুলে দেওয়ার দায়। এসবের পর সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের আসন ফাঁকা থাকার কারণও হয়তো আর আলাদা করে বলার প্রয়োজন হয় না। যখন ছাত্র-যুবরা দেখে মেধা দিয়ে চাকরি মেলে না, মেলে কেবল টাকার বিনিময়ে বা দলীয় নেতার সুপারিশে, তখন তারা এই রাজ্য ছেড়ে অন্য কোথাও নিজেদের ভবিষ্যৎ খুঁজতে শুরু করে।

এই হাহাকার বাড়বেই, আর তার সঙ্গে আরও ফাঁকা হবে রাজ্যের সরকারি শিক্ষাঙ্গন। এভাবেই রাজনীতির লাগামহীন দুর্নীতির দায় মাথায় নিয়ে রাজ্যের কয়েকটি প্রজন্ম অনিশ্চিত অন্ধকারের দিকে পা বাড়াচ্ছে। যোগ্যরা দিশেহারা। আর দোষীরা গাইছে মুক্তির গান।

'গাফিলতিতে' সদ্যোজাতর মৃত্যু

প্রথম পাতার পর

মৃতের বাবা মহম্মদ সিদ্দিক বলছিলেন, 'বুধবার ছেলে জন্মানোর পর থেকে একবারও বলা হয়নি, ওর শারীরিক অবস্থা খারাপ। বারবার জিজ্ঞাসা করলে নার্স ও আয়ারা শুধু বলেছেন, সে ভালো আছে। সময়ের আগে জন্মেছে। সেজন্য এসএনসিইউতে রাখা হয়েছে। এদিন ভোরে আমাদের ফোন করে বলা হয়, আমার সন্তান মারা গিয়েছে।' তাঁর অভিযোগ, 'চিকিৎসা না করে শিশুটিকে এসএনসিইউতে ফেলে রাখা হয়েছিল। শারীরিক অবস্থা গুরুতর হলে চিকিৎসকরা আমাকে জানাতে পারতেন। প্রয়োজনে নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতাম। চূড়ান্ত অবহেলা করে বাচ্চাটিকে মেরে ফেলল।'

সদ্যোজাতের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন আসফা। মায়ের আফসোস, 'আমার কাছ থেকে সন্তানকে আলাদা করে রেখে দিয়েছিল। ভালোভাবে দেখতে পর্যন্ত দেয়নি। মৃত্যুর পরে তার দেহ আমার হাতে তুলে দেওয়া হল।' প্রসূতি বিশেষজ্ঞ সন্দীপের যুক্তি, 'চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ সঠিক নয়। তবে, কোনও শিশুর শারীরিক অবস্থা খারাপ থাকলে পরিবারকে আমরা জানিয়ে দিই। এক্ষেত্রে কী হয়েছে, বলতে পারব না। তবে, নিশ্চয়ই এই মৃত্যু নিয়ে তদন্ত হবে।'

সিদ্দিক জানালেন, রবিবার হাসপাতালে কর্তাদের কেউই ছিলেন না। সোমবার মেডিকেলে এসে কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন তিনি।

তরুণীকে মার, ছিনতাই

প্রথম পাতার পর

বাস্তবে শহরের মহিলাদের নিরাপত্তাহীনতার একাধিক ছবি আমাদের সামনে চলে এসেছে। পুলিশের উচিত নজরদারি আরও বাড়ানো।'

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলছেন, 'যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে থাকে, আমরা তাদের ওপর নজর রাখছি। বিভিন্ন থানার অধীনে থাকা অঞ্চলগুলো ভাগ করে একজন করে পুলিশকর্মীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নজরদারিও আরও বাড়ানো হচ্ছে।'

মদের ঠেক ভাঙল পুলিশ

বালুরঘাট, ১৬ নভেম্বর : পাড়ার মধ্যেই রমরমিয়ে চলছিল বেআইনি মদের ঠেক। এক-আধটা নয়, গজিয়ে উঠেছিল একাধিক ঠেক। এনিয়ে ক্ষোভ বাড়ছিল বালুরঘাটের তুড়িপাড়ায়। শুক্রবার পাড়ার এক তরুণের মৃত্যুতে ক্ষোভের আগুনে যেন ঘি পড়ে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, মদের ঠেকে এলাকার তরুণদের অনেকেই ভিড় করেন। এমনকি অনেকে মেয়েও মদে আসক্ত হয়ে পড়েছেন। ওই সব ঠেকে গিয়ে মদ্যপান করে লিভারের বারোটা বেজে গিয়েছে অনেকেই। এমনতি গত এক বছরে এলাকার ১০ জনের মৃত্যুর পিছনেও অত্যধিক মদ্যপানকে দায়ী করছেন এলাকাবাসী। রবিবার সকালে সেই ক্ষোভেরই বিস্ফোরণ ঘটে। এলাকার মহিলারা মদের ঠেক বন্ধের দাবি আন্দোলন শুরু করেন। সেই খবর পেয়ে এলাকায় গিয়ে মদের ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় পুলিশ ও আবগারি দপ্তর। তবে প্রশ্ন উঠছে, এতদিন শহরের মধ্যে কীভাবে অবৈধ মদের ঠেকগুলি চলছিল? বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস অবশ্য এই প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাননি।

বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রাহুল সিং নামে এক তরুণের মৃত্যু হয়। সেসময়ে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন মৃতের পরিজন। কিন্তু বাড়ির ছেলের মৃত্যুর জন্য যে চোলাই দায়ী, শেষে তা মেনে নিয়ে আত্মীয়রা রবিবার এলাকায় মদ বিক্রির বিরুদ্ধে অভিযানে নামেন। শুধু রাহুলের পরিবারই নয়, এই অভিযানে শামিল হন ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তুড়িপাড়ার বহু মহিলা। তবে তাঁদের মদ বিক্রেতাদের বাধার মুখে পড়তে হয়। ঘটনায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এলাকায়। পরে পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে ভেঙে ফেলা হয় কিছু ঠেক। যদিও এই ঘটনায় গ্রেপ্তারের সংখ্যা শূন্য। পাড়ায় চোলাই মদ বিক্রি নিয়ে ক্ষোভ ছিলই এলাকায়। তার মধ্যে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে বালুরঘাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে মারা যান ২২ বছরের রাহুল। মৃত্যুর কারণ হিসেবে লিভার ইনফেকশনের কথা স্পষ্ট করে দেন চিকিৎসকরা। রাহুল যে নিয়মিত মদ্যপান করতেন, তা অজানা ছিল না তুড়িপাড়ার কারও। ফলে হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখালেও, চোলাই মদের জন্য যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, বুঝতে পারেন সকলে। যে কারণে রবিবার মদের বিরুদ্ধে একযোগে অভিযানে নামেন পাড়ার মহিলারা। যেসব বাড়িতে ঠেকগুলি চলছে, সেখানে পৌঁছে মদ বিক্রি বন্ধের আবেদন করেন কয়েকশো। কিন্তু সেই অনুরোধ উপেক্ষা করা তো বটেই, বরং মদ বিক্রেতারা মহিলাদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন বলে অভিযোগ।

বশের সঙ্গে জুটিকে টার্নিং পয়েন্ট বলছেন বাভুমা

রেকর্ড নয়, সাফল্যে বিশ্বাসী : হার্মার

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : মুখ নয়, জবাব দিলেন ব্যাট হাতে। 'বামন' কটাক্ষে গুটিয়ে যাননি। চোয়াল শক্ত রেখেছিলেন টেম্বা বাভুমা। পরিণতিতে প্রায় 'আনপ্লেয়বল' পিচে লড়াকু ইনিংসে জসপ্রীত বুমরাহদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিলেন। তিক্ততা সরিয়ে ম্যাচ শেষে জড়িয়েও ধরলেন জসপ্রীত বুমরাহকে।

খুশিটা নিয়ে বাভুমা বলেছেন, 'দারুণ একটা ম্যাচে অংশ নিলাম। জিতে ফিরতে পেরে আমরা উত্তেজিত। রাস্তাটা মোটেই সহজ ছিল না। দুর্দান্ত বল করল সবাই। নিয়মিত বোলিং বদল করেছি ব্যাটারদের চাপে রাখতে, যা কাজ করেছে।' ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে সকালের সেশনে করবিন বশের সঙ্গে নিজের পার্টনারশিপের কথা তুলে ধরলেন।

> কয়েক মাস আগে সাইমন আমাকে বলে, দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে খেলতে মরিয়া। আমিও মরিয়া ছিলাম ওকে দলে ফেরাতে। কারণ আমরা চেয়েছিলাম, উপমহাদেশীয় সফরে (পাকিস্তান, ভারত) একঝাঁক দক্ষ স্পিনার নিয়ে আসতে।
>
> **টেম্বা বাভুমা**

বাভুমার দাবি, 'আজ শুরুর দিকে উইকেট ঠিকঠাকই ছিল। মারাত্মক কিছু মনে হয়নি। নিজেদের দক্ষতার ওপর বিশ্বাস রেখেছিলাম। বসের সঙ্গে আমার জুটিটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একজন অধিনায়কের সাফল্য নির্ভর দলের ওপর। কৃতিত্ব তাই পুরো দলের প্রাপ্য। ব্যাটার হিসেবে আমি স্বাচ্ছন্দ্যেই ছিলাম। বিশ্বাস রেখেছিলাম টেকনিকে। যথাসম্ভব বল দেখে খেলার চেষ্টা করেছি।'

ভারতের মাটিতে বাভুমার অতীত রেকর্ড মোটেই আশাপ্রদ নয়। মরিয়া ছিলেন এই সফরে যা শুধরে নিতে। বলেছেন, 'ভারতে আমার রেকর্ড ভালো নয়। কিন্তু সাফল্যের খিদে, বিশ্বাস নিয়ে পা রেখেছি। আগে ভারতে খেলেছি। ফলে এখানকার পিচ, পরিস্থিতির সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলাম। সেই মতো টেকনিকে হালকা পরিবর্তনও করেছি, যা কাজে লেগেছে।'

কাগিসো রাবাদাকে ছাড়াই ভারত-বধ। দুই ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়া। বাভুমার মতে, দলের অন্যতম লিডার রাবাদা। ইডেন গার্ডেন্সে কাগিসো রাবাদাকে না পাওয়া ধাক্কা। বাকিরা কিন্তু অভাব ঢেকে দিয়েছে। স্পিনার, পেসার, উভয়ের জন্য পিচে রসদ ছিল। বোলাররা যা হাতছাড়া করেননি। ম্যাচের নায়ক 'কোলপ্যাক' চুক্তির কারণে দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে থাকা সাইমন হার্মারকে নিয়ে অজানা কথা সামনে আনলেন। বাভুমা বলেছেন, 'কয়েক মাস আগে সাইমন আমাকে বলে, দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে খেলতে মরিয়া। আমিও মরিয়া ছিলাম ওকে দলে ফেরাতে। কারণ আমরা চেয়েছিলাম, উপমহাদেশীয় সফরে (পাকিস্তান, ভারত) একঝাঁক দক্ষ স্পিনার নিয়ে আসতে।'

সুফল হাতেহাতে। পাকিস্তান সিরিজ ১-১ করার পর, ভারত সফরেও টেস্ট সিরিজে না হারার নিশ্চয়তা ইডেন-জয়ে। যে ম্যাচে আট উইকেট নিয়ে নায়ক স্বয়ং হার্মার। যার সুবাদে ভারতের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার সফলতম স্পিনারের নজির। এক দশক আগে ২০১৫ সালের সফরে জোড়া ম্যাচে ৯ উইকেট নিয়েছিলেন। ইডেনে আট শিকারে পূর্বসূরি পল অ্যাডামস ও ইমরান তাহিরকে (দুইজনেই ১৪টি করে) পিছনে ফেললেন হার্মার (১৭টি)।

হার্মার যদিও পরিসংখ্যান নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ। বলে দিলেন, 'আমি পরিসংখ্যানে বিশ্বাসী নই। দলগত সাফল্যই শেষ কথা। সিরিজে এখনও একটা ম্যাচ বাকি। উপভোগ করতে চাই। বিশ্বাস ছিল, একটা পার্টনারশিপ হলে ম্যাচে ফিরব। বোলিংয়ে দরকার ছিল ঠিকঠাক জায়গায় বলটা রাখা। উইকেটে টার্ন ছিল। মিলিতভাবে আমরা যা কাজে লাগিয়েছি। জিতে সিরিজ শুরু করতে পেরে ভালো লাগছে।'

ভারতকে তুর্কি নাচন নাচিয়ে সাইমন হার্মার।

লজ্জার পরিসংখ্যান

১২৪ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের চতুর্থ ইনিংসের টার্গেট। যা তুলতে পারেনি টিম ইন্ডিয়া। এটা রানতাড়ায় দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোর, যা ভারত তুলতে ব্যর্থ হল।

২০১০ প্রোটিয়ারা ২০১০ সালের পর ভারতে টেস্ট ম্যাচ জিতল। মাঝের ১৫ বছরে সাতটি ম্যাচ হেরেছিল তারা। একটি টেস্ট ড্র হয়।

৩২-২ ঘরের মাঠে টেস্টের চতুর্থ ইনিংসে ২০০-র কম রান তাড়া করতে নেমে ভারতের এটি দ্বিতীয় হার।

৯৩ ইডেন টেস্টে চতুর্থ ইনিংসে ভারতের স্কোর। যা টেস্টের চতুর্থ ইনিংসে টিম ইন্ডিয়ার চতুর্থ সর্বনিম্ন রান। আগেরটি এসেছিল গত বছর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ে।

নিজেদের পাতা ফাঁদে ডুবল ভারত

দক্ষিণ আফ্রিকা-১৫৯ ও ১৫৩
ভারত-১৮৯ ও ৯৩
(দক্ষিণ আফ্রিকা ৩০ রানে জয়ী)

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : নিজেদের তৈরি গর্তেই চাপা পড়ল ভারতীয় দল।

কলকাতায় পা রেখেই পিচের চরিত্র বদলাতে আদাজল খেয়ে নেমে পড়েন গৌতম গম্ভীর। ম্যাচের প্রথম ওভারেই অসমান বাউন্সে প্রমাদ গুনেছিলেন অনেকেই। আশঙ্কাই সত্যি। ব্যাটারদের বধ্যভূমিতে তিনদিনেই ম্যাচের যবনিকা পতন। টার্নিং পিচ বানিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা-বধের বদলে গম্ভীর ব্রিগেডই বেলাইন।

লজ্জার ব্যাটিং, পিচ-ধাঁধায় হারিয়ে যাওয়া। ১২৪-এর লক্ষ্যে ৯৩ রানে শেষ। ৩৫তম ওভারের শেষ বলে মহম্মদ সিরাজকে আউট করে বিজয় দৌড় কেশব মহারাজের। হেডকোচ শুকরি কনরাডের কোলে টেম্বা বাভুমা। কিছুটা দূরে শূন্য দৃষ্টি গম্ভীরের। হারের উত্তর, কারণ হয়তো হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন। সবকিছু ছাপিয়ে গতবছর নিউজিল্যান্ড সিরিজের আতঙ্ক উঁকি মারা।

ঘূর্ণি পিচে কিউয়ি বধের ছক বুমেরাং হয়েছিল। হোয়াইটওয়াশের লজ্জায় মুখ পুড়েছিল। সিরিজের তৃতীয় টেস্টে মুম্বইয়ে ১৪৭-এর লক্ষ্যে কিউয়ি স্পিনে ১২১ রানে গুটিয়ে যায় গম্ভীরের দল। রবিবাসরীয় ইডেন গার্ডেন্সে সেই লজ্জার স্মৃতি ফিরল সাইমন হার্মারদের ঘূর্ণিতে। লো স্কোরিং ম্যাচের উত্তেজক দ্বৈরথে ৩০ রানে জিতে সিরিজ না-হারার নিশ্চয়তা নিয়ে ফিরল দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত সেখানে ২২ নভেম্বর শুরু গুয়াহাটি টেস্টে নামবে সিরিজ হার বাঁচাতে।

দায় এড়াতে পারবেন না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। কাঠগড়ায় খোদ হেডকোচ। গম্ভীর সাংবাদিক সম্মেলনে অবশ্য দাবি করলেন, মোটেই 'আনপ্লেয়বল' পিচ ছিল না। অনভিজ্ঞ দল চাপ নিতে পারেনি। বাস্তব যাই হোক, গম্ভীর জমানায় এক বছরে ঘরের মাঠে আজ চতুর্থ হার, যেখানে আগের দশ বছরে হেরেছিল চারটিতে। ১৫ বছর পর ভারতের মাটিতে জয়ী দক্ষিণ আফ্রিকাও!

পিচ-অভিযোগ নস্যাৎ করতে তুলে ধরলেন বাভুমার ব্যাটিংকে, যা পুরোপুরি অস্বীকার করা যাচ্ছে না। এদিন দক্ষিণ আফ্রিকা যখন শুরু করে, লিড ৬৩। হাতে শেষ ৩ উইকেট। একশোর মধ্যে গুটিয়ে দিয়ে ম্যাচ জয়ে বুঁদ ভারতীয় দল, সমর্থকরা। কিন্তু সকালের সেশনে করবিন বশকে (২৫) নিয়ে ৪৪ রানের জুটিতে যে আশায় জল ঢালেন বাভুমা। বাইশ গজে যে ছোটখাট চেহারার 'দীর্ঘ' ছায়ায় ঢাকা পড়ল গম্ভীরের দল।

> টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে ১১টি ম্যাচে টেম্বা বাভুমার জয়ের সংখ্যা ১০। ড্র একটি। কোনও ম্যাচ হারার আগে বাভুমার ১০টি জয় টেস্ট অধিনায়কদের মধ্যে মাইক ব্রিয়ারলির সঙ্গে যুগ্ম সর্বাধিক।

ইডেনের 'অদ্ভুতুড়ে' পিচে বাকি ব্যাটারদের ক্রিজে টিকে থাকতে হিমশিম হাল, সেখানে জসপ্রীত বুমরাহ- কুলদীপ যাদবরা নড়াতে পারেনি বাভুমাকে! বেশিরভাগ বল খেললেন ব্যাটের মাঝ দিয়ে, মাথা নীচু করে বলের লাইনে গিয়ে। শেষপর্যন্ত ভারতের সামনে ১২৪ রানের টার্গেট ছুড়ে দিয়ে প্রোটিয়া ইনিংসে যখন ইতি পড়ে ১৩৬ বলে বাভুমা অপরাজিত ৫৫।

রানের নিরিখে সহজ টার্গেট। পিচ, পরিস্থিতির সমীকরণে যদিও চিন্তার জায়গা প্রচুর। পিচের সঙ্গে টিম কম্বিনেশনও ঘেঁটে দেওয়া। মাত্র তিনজন জেনুইন ব্যাটার! চার-চারজন স্পিনার! টসের পর থেকেই প্রশ্ন উঠছিল। শিরে সংক্রান্তি শুভমান গিলের চোট। ইডেনে যখন ভারতীয় ব্যাটিং কার্যত কোমায়, তখন হাসপাতালে ভরতি অধিনায়ক। কারও মতে, ঘাড়েরই তো ব্যথা। না খেললেও উচিত ছিল ইডেনে থেকে দলকে উৎসাহ জোগানো।

বাকিরাও ব্যর্থ মানসিক চাপ নিতে। ব্যর্থ বাভুমার থেকে শিক্ষা নিতে। ইনিংসের চতুর্থ বলেই যশস্বী জয়সওয়ালের (০) আউট দিয়ে হারাকিরির শুরু। মার্কো জানসেনকে খোঁচা মেরে উইকেট উপহার। পরের ওভারে লোকেশ রাহুলকেও (১) সাজঘরের রাস্তা দেখান। বাড়তি বাউন্সে টলে যায় লোকেশের রক্ষণ। মহারাজকে (৩৭/২) নিয়ে বাকি কাজ সেরে নেন ম্যাচের সেরা সাইমন হার্মার (২১/৪)। নিখুঁত লাইন-লেংথ এবং উইকেট থেকে পাওয়া টার্ন, বাউন্সকে কাজে লাগিয়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দেন। শনিবার ইডেন ছাড়ার আগে বলেছিলেন, একশো প্লাস হলেও লড়াই হবে। নিজের কথার মর্যাদা রাখলেন।

লাঞ্চের পর খেল শুরু হার্মারের। একে একে বন্দি ধ্রুব জুরেল (১৩), ঋষভ পন্থ (১)। শুভমানের অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বের দায়িত্ব। যদিও চাপ সামলানোর বদলে জঘন্য ব্যাটিংয়ে হতাশ করলেন ঋষভ। ৩৮/৪ থেকে অবশ্য লড়াই বলতে ওয়াশিংটন সুন্দর-রবীন্দ্র জাদেজার যুগলবন্দি। যা পারদ চড়াচ্ছিল চল্লিশ হাজার দর্শকের গ্যালারিকে।

কিন্তু ফের হার্মারের স্পিন-ধাঁধায় স্বপ্নভঙ্গ দুইজনকে ঘিরে। প্রথমে জাদেজা (১৮), তারপর সুন্দরের (৩১) লড়াকু ইনিংসে ইতি টানেন। শেষদিকে অক্ষর প্যাটেল (১৭ বলে ২৬) ঝড় তুলে রংবদলের চেষ্টা চালালেও সফল হননি। শেষপর্যন্ত ৯৩-তে গুটিয়ে গিয়ে একরাশ লজ্জা নিয়ে ফেরা। ইডেনকে চুপ করিয়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নদের বিজয়োৎসব।

১৫ বছর পর ভারতে টেস্ট জয়। উচ্ছ্বসিত কেশব মহারাজ, টনি ডি জর্জিরা।

সামি-সুরজে ছুটছে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : মহম্মদ সামির (৬২/২) নয়া দৌড়। সঙ্গে সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের (২০/৩) স্কিল।

সামি-সুরজে ভর করে অসমের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফির পাঁচ নম্বর ম্যাচে ভালো শুরু বাংলার। সামি-সুরজের সঙ্গে মহম্মদ কাইফও (৩০/২) বল হাতে দলকে ভরসা দিয়েছেন আজ। নিট ফল, কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে সবুজ উইকেটে টসে জিতে অসমকে ব্যাটিং করতে পাঠিয়ে তাদের উপর ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছে বাংলা। মন্দ আলোর কারণে নির্ধারিত সময়ের আধ ঘণ্টা আগে যখন আম্পায়াররা ম্যাচ স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেন, অসমের স্কোর তখন ১৯৪/৮। দিনের শেষে উইকেটে রয়েছেন অসম অধিনায়ক সুমিত ঘাদিগাঁওকার (অপরাজিত ৪৮) ও মোক্তার হোসেন (অপরাজিত ৮)।

সবুজ পিচে সকালের আর্দ্রতাকে কাজে লাগিয়ে চার পেস বোলারে প্রথম একাদশ গড়া বাংলার শুরুটা দারুণ হয়েছিল। বল হাতে শুরু থেকেই দারুণ ছন্দে ছিলেন সুরজ। পরে সামিও বল হাতে জ্বলে ওঠেন। শুরুতে উইকেট না পেলেও মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর সামিকে পরিচিত ছন্দে বোলিং করতে দেখা গিয়েছে আজ। সন্ধ্যার দিকে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'সামি দুর্দান্ত বোলিং করেছে আজ। একা সামির কথা বললে ভুল হবে, আমাদের সব বোলারই ভালো করেছে।' স্কোরবোর্ড অবশ্য বলছে, অসমের মতো দুর্বল প্রতিপক্ষকে ঘরের মাঠে সবুজ উইকেটে চার পেসার নিয়ে খেলার পরও প্রথম দিনে অলআউট করা যায়নি। যার নেপথ্য কারণ হিসেবে সামনে আসছে, অসমের ব্যাটারদের বেশ কয়েকটি খোঁচা উইকেটকিপার অথবা স্লিপের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া। বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট মনে করছে, অসমের রানটা আরও একটু কম থাকা উচিত ছিল। লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'ওদের ২৫-৩০ রান বেশি দিয়ে ফেলেছি আমরা। আসলে অসম ব্যাটারদের বেশ কিছু খোঁচা উইকেটকিপারের হাতে না গিয়ে বাউন্ডারি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তারপরও বলব, কাল ওদের দ্রুত অল আউট করে আমাদের বড় রান করতে হবে।'

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অসম ১৯৪/৮
(৭৭ ওভারে, প্রথম দিনের শেষে)
প্রদ্যুন্ন সইকিয়া ৩৮
স্বরূপম পুরকায়স্থ ৬২
সুমিত ঘাদিগাঁওকার অপরাজিত ৪৮

বাংলা
মহম্মদ সামি ৬২/২
সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল ২০/৩
মহম্মদ কাইফ ৩০/২

সৌজন্য।। টেস্ট জয়ের টেম্বা বাভুমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন গৌতম গম্ভীর। ছবি : ডি মণ্ডল

এমন পিচেই আমরা খেলতে চাই : গম্ভীর

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : পিচ তুমি কার? ব্যাটারদের? নাকি বোলারদের? নাকি শুধুই স্পিনারদের?

এমন প্রশ্নের জবাব সহজে পাওয়া যাবে না ক্রিকেটমহলে।

আড়াই দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়া ইডেন গার্ডেন্স টেস্টের পর প্রশ্নটা উঠছে। প্রবলভাবেই উঠছে। ছয় বছর পর ক্রিকেটের নন্দনকাননে বসেছিল টেস্টের আসর। নিয়মিতভাবে গ্যালারির বড় অংশে ক্রিকেটপ্রেমীদের হাজিরা রাজকীয় পরিবেশ তৈরি করেছিল। কিন্তু সেই পরিবেশ দীর্ঘস্থায়ী হল না। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে টেস্ট হারের পাশে সিরিজে পিছিয়ে পড়ল টিম ইন্ডিয়া। সঙ্গে পিচ নিয়ে বিতর্ক আরও জোরদার হল। রবি শাস্ত্রী, অনিল কুম্বলেদের মতো কিংবদন্তিরাও ইডেনের বাইশ গজ নিয়ে হতাশ সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের মতোই।

ব্যতিক্রম একজনই। তিনি ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর। অস্ট্রেলিয়া থেকে কলকাতায় পৌঁছানোর আগেই তিনি ইডেনের কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায়কে ফোন করে টার্নার পিচের আবদার করেছিলেন। গত মঙ্গলবার থেকে ইডেনে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের শুরু থেকেও ভারতীয় দলে আলোচনা ও নজরে শুধুই বাইশ গজ। টিম ইন্ডিয়া যেমন পিচ চেয়েছিল, তেমনই তৈরি করে দিয়েছিলেন কিউরেটারও। অথচ, পছন্দের পিচ পাওয়ার পরও ম্যাচ হারতে হয়েছে ভারতীয় দলকে। কোচ গম্ভীর অবশ্য এমন হারের জন্য পিচকে কাঠগড়ায় তুলতে নারাজ। বরং আগামীদিনেও ভারতের মাটিতে তিনি এমন পিচ চাইবেন, ইডেন টেস্টে হারের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে এমন কথাই ঘোষণা করেছেন গুরু গম্ভীর।

উইকেটে কোনও জুজু ছিল না। পিচ বিপজ্জনকও ছিল না। এমন পিচ নিয়ে ভারতীয় দলের কোচ বলছেন, 'ইডেনের পিচ বিপজ্জনক ছিল না। খেলার উপযোগী ছিল। টেম্বা (টেম্বা বাভুমা), ওয়াশি (ওয়াশিংটন সুন্দর), অক্ষররা (অক্ষর প্যাটেল) তো এই পিচেই রান করল। জানি না পিচ নিয়ে কেন এত কথা বলা হচ্ছে।' ইডেনের উইকেটকে ঘূর্ণি বলে মানতেও রাজি নন ভারতীয় দলের কোচ। গম্ভীরের কথায়, 'স্পিনারদের তুলনায় জোরে বোলাররা ইডেনের পিচে বেশি উইকেট পেয়েছে। এমন পিচে ব্যাটারদের টেকনিক, মানসিক শক্তি ও ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। প্রয়োজন হয় ভালো রক্ষণের। এই কাজটা আমরা সফলভাবে করতে পারিনি।' ইডেন পিচ বিতর্কে কাঠগড়ায় ইডেনের কিউরেটারও। টিম ইন্ডিয়ার কোচ গম্ভীরের গলায় কিউরেটারের প্রশংসাও শোনা গিয়েছে। গম্ভীরের কথায়, 'আমরা যেমন পিচ চেয়েছিলাম, তেমনই পেয়েছি। কিউরেটারও অত্যন্ত সাহায্য করেছেন। ১২৪ রান অবশ্যই তাড়া করা উচিত ছিল আমাদের। কিন্তু আমরা সেটা পারিনি। স্পষ্ট বলছি, এমন পিচেই আমরা খেলতে চাই।'

> ইডেনের পিচ বিপজ্জনক ছিল না। খেলার উপযোগী ছিল। টেম্বা (টেম্বা বাভুমা), ওয়াশি (ওয়াশিংটন সুন্দর), অক্ষররা (অক্ষর প্যাটেল) তো এই পিচেই রান করল। জানি না পিচ নিয়ে কেন এত কথা বলা হচ্ছে।
>
> **গৌতম গম্ভীর**

সোমবার বিশ্রাম রয়েছে ভারতীয় দলের। মঙ্গলবার সকালে ইডেনে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন করার কথা। তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে হারের ময়নাতদন্ত চলছে প্রবলভাবে। সেই ময়নাতদন্তে ভিলেন ইডেনের পিচ। গম্ভীর সেই যুক্তি উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, 'আমরা টেস্ট জিতলে পিচ নিয়ে এত কথা হত বলে মনে হয় না। আবারও বলছি, এমন পিচেই আমরা খেলতে চাই।' একটা সময় ছিল, যখন ভারতের মূল শক্তি ছিল স্পিন। ঘরের মাঠে ভারতীয় ব্যাটাররা ঘূর্ণির বিরুদ্ধে ব্যাটিং করতে জানতেন। সময়ের সঙ্গে ছবিটা বদলেছে। টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটারদের স্পিন খেলার টেকনিকও নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। গম্ভীর অতীতের সঙ্গে কোনও তুলনায় না গিয়ে বলেছেন, 'অতীতের প্রজন্মের সঙ্গে তুলনা করা ঠিক নয়। আমাদের দলে অনেক তরুণ ক্রিকেটার রয়েছে। সময়ের সঙ্গে ওদের অভিজ্ঞতা বাড়বে। আমার অভিজ্ঞতা বলে, টেস্টের আঙিনায় সফল হতে হলে মানসিক দৃঢ়তার খুব প্রয়োজন। এই জায়গায় আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে।'

সেই উন্নতি হওয়ার আগে লাল বলের ক্রিকেটে ঘরের মাঠে টিম ইন্ডিয়ার জন্য আর কত কলঙ্ক অপেক্ষা করে রয়েছে, সেটাই দেখার।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া হল গিলকে

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : ঘাড়ের ব্যথা অনেকটা কমেছে। রাতের দিকে ভালো ঘুমও হয়েছে। সকালে ঘুম ভাঙার পর প্রাতরাশও করেছেন। দিনের একটা বড় সময় টিভির দিকে তাঁর নজর ছিল।

সবমিলিয়ে দ্রুত সুস্থ হচ্ছেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। রবিবার সন্ধ্যাতেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন ভারত অধিনায়ক। গতকাল সকালে ঘুম ভাঙার পর ঘাড়ে অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন। মাঠে হাজির হওয়ার পর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের খোঁজ করেছিলেন। সেই সময় কাউকে পাওয়া যায়নি। পরে ওয়াশিংটন সুন্দর আউট হওয়ার পর ব্যাট করতেও নেমেছিলেন গিল। সাইমন হার্মারের বলে সুইপ শট খেলার পর ফের ঘাড়ে সমস্যা শুরু হয় তাঁর। পরে আর মাঠে দেখা যায়নি ভারত অধিনায়ককে। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে শুভমানকে ভারতীয় সাজঘর থেকে স্ট্রেচারে করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় অ্যাম্বুল্যান্সে। সেখান থেকে সোজা দক্ষিণ কলকাতার উডল্যান্ডস হাসপাতালে।

তখনই বোঝা গিয়েছিল গিলকে ইডেন গার্ডেন্স টেস্টে আর পাওয়া যাবে না। বাস্তবে সেটাই হয়েছে। আজ সকালে তিন নম্বর দিনের খেলা শুরুর সময়ই ভারতীয় দলের তরফে সরকারিভাবে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল, শুভমান ইডেন টেস্টে ফিরছেন না। হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই টিভির দিকে নজর ছিল গিলের। জানা গিয়েছে, সতীর্থদের ব্যাটিং তাঁকে হতাশ করেছে। উডল্যান্ডস হাসপাতাল সূত্রের খবর, ১২৪ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে সময়ের সঙ্গে যখনই উইকেট পতন হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার, তখনই হতাশার আঁধারে ডুবে গিয়েছেন শুভমান। দুপুরের দিকে সিরাজের উইকেট পতনের মাধ্যমে যখন টিম ইন্ডিয়ার ৩০ রানে হার ও সিরিজে পিছিয়ে পড়া নিশ্চিত হয়ে যায়, তারপরই হাসপাতালের কেবিনের টিভি বন্ধ করে দিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ইডেন টেস্টে হারের পর ভারত

দেখতে যান সৌরভ

অধিনায়ক যখন হতাশায় ডুবে, তখনই তাঁকে দেখতে হাসপাতালে হাজির হয়েছিলেন সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। গিলের কেবিনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার সময় চিকিৎসকদের কাছে ভারত অধিনায়কের ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়েও জানতে চান মহারাজ।

ঘাড়ের কাহিল অবস্থার পাশে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজে পিছিয়ে পড়ার ধাক্কা। এমন অবস্থার পর প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, ২২ নভেম্বর থেকে গুয়াহাটিতে শুরু হতে চলা সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্টে কি গিল ফিরতে পারবেন দলে? গতকালের পর আজও হাসপাতালের আইসিইউ বিশেষ কেবিনে ভর্তি থাকা ভারত অধিনায়ককে নিয়ে চলছে জল্পনা। যদিও টিম ইন্ডিয়ার একটি বিশেষ সূত্রের খবর, গুয়াহাটি টেস্টে প্রবলভাবে অনিশ্চিত অধিনায়ক গিল। যদিও দলের তরফে হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে দ্রুত তাঁকে সুস্থ করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু তারপরও রয়েছে সংশয়।

শুভমান ঠিক কবে ফিট হতে পারবেন, সময় বলবে। হয়তো আগামীকাল তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হতে পারে। কিন্তু তারপরও গুয়াহাটি টেস্টে শুভমানের খেলার সম্ভাবনা বেশ কম।

গোতির সঙ্গে একমত নন কুম্বলেরা

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : স্পিনের জাল বিছিয়ে বিপক্ষকে বন্দি করো- গৌতম গম্ভীর ব্রিগেডের এই স্ট্র্যাটেজি ইডেন গার্ডেন্স টেস্টে কাজে আসেনি। উলটে নিজেদের পাতা ফাঁদে তলিয়ে গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ৩০ রানে লজ্জাজনক হার হজম করেছে টিম ইন্ডিয়া। হারের পর ঋষভ পন্থদের হেডস্যর গম্ভীর জানিয়েছেন, পিচে কোনও জুজু ছিল না। ব্যাটাররাই নিজেদের প্রয়োগ করতে পারেনি। ভবিষ্যতেও এই ধরনের ঘূর্ণি পিচে খেলতে চান। যদিও পিচ নিয়ে গম্ভীরের বিশ্লেষণের সঙ্গে একমত হতে পারছেন না অনিল কুম্বলে, চেতেশ্বর পূজারারা।

ভারতের হারে হতাশ কুম্বলে বলেছেন, 'আমি অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায় থেকে বিভিন্ন সময়ে ইডেনে খেলতে এসেছি। কিন্তু ইডেনে এরকম পিচ আগে কখনও দেখিনি। ইডেনের পিচ নিয়ে গোতির (গম্ভীরের ডাকনাম) বিশ্লেষণ শুনলাম। ও বলছে, আগামীদিনেও এরকম পিচেই খেলতে চায়। গম্ভীরের ব্যাখ্যা আমার কাছে বিভ্রান্তিকর মনে হচ্ছে। ভারতীয় দল ট্রানজিশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তরুণ ব্যাটারদের আত্মবিশ্বাস পাওয়ার জন্য বড় রান দরকার। সেখানে গম্ভীরের ব্যাখ্যা বোধগম্য হচ্ছে না।'

একই সুরে টিম ইন্ডিয়ার আরেক প্রাক্তনী পূজারা বলেছেন, 'গোতিভাইয়ের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। এখানে ব্যাটিং একেবারেই সহজ ছিল না। এই ধরনের পিচে ব্যাটারদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। এই রকম ঘূর্ণি পিচে খেলার জন্য আলাদা প্রস্তুতি দরকার। আমার মনে হয় না, ভারতীয় দল পুরোপুরি তৈরি হয়ে মাঠে নেমেছিল।'

ছুটি বাতিল করে মঙ্গলবার অনুশীলন টিম ইন্ডিয়ার

সাজঘরে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন গুরু গম্ভীর

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : ঝুলে যাওয়া কাঁধ। শরীরী ভাষায় অদ্ভুত শূন্যতা। মুখচোখে বিস্ময়ের ঘোর!

এ যেন এক অন্য ভারতীয় দল। ইডেন গার্ডেন্স টেস্টে হারের ঘণ্টাখানেক পর টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা যখন টিম বাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, দেখে মনে হচ্ছিল শ্মশান ফেরত শবযাত্রী। মাথা নীচু মহম্মদ সিরাজ, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দরদের। ঋষভ পন্থের মুখে সবসময় থাকে হাসি। সেই হাসিও আজ উধাও। জসপ্রীত বুমরাহকে দেখে মনে হল, যেন সদ্য পিতৃবিয়োগ হয়েছে। সাজঘর থেকে বেরিয়ে বিধ্বস্ত শরীরটাকে নিয়ে টিম বাসের অন্দরে সেঁধিয়ে গেলেন।

> ভারতীয় দল যা উইকেট চেয়েছিল, তাই পেয়েছে। কিন্তু এমন উইকেটে ব্যাটিং করতে হলে স্কিল, টেকনিক, টেম্পারামেন্টের প্রয়োজন হয়। সেটাই দেখলাম না ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ে।
>
> **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

অথচ, এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। পছন্দের টার্নার পেয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। বুমরাহর পাঁচে শুরুটাও দারুণ হয়েছিল। কিন্তু তারপরই সব 'উলটে দেখুন পালটে গিয়েছে হয়ে গেল'। টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের খবর, কোচ গৌতম গম্ভীরও তাঁর দলের ব্যাটারদের মানসিকতা, স্কিল, টেকনিক নিয়ে আতঙ্কে রয়েছেন। যে পিচে কীভাবে ব্যাটিং করতে হয়, দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা আজ দেখিয়ে দিয়েছেন। সেই পিচেই লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল, ধ্রুব জুরেলরা প্রমাণ করলেন তাঁরা স্পিন-পেস কোনওটাই ভালোভাবে খেলতে জানেন না। দুপুর ২.১১ মিনিটে কেশব মহারাজের ঘূর্ণিতে সিরাজের খোঁচা স্লিপে আইডেন মার্করামের হাতে তালুবন্দি হওয়ার পরই উৎসব শুরু হয়েছিল প্রোটিয়াদের।

ইডেন টেস্ট জয়ের পর বাভুমারা যখন সাজঘরে নিজস্ব স্টাইলে সেলিব্রেশন করছিলেন। ঠিক পাশের সাজঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে তাঁর দলের পারফরমেন্স নিয়ে ক্রিকেটারদের উপর কোচ গম্ভীর ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বলে খবর। ভারতীয় ব্যাটারদের মানসিকতা, টেম্পারামেন্ট, স্কিল নিয়েও তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। কঠিন পিচে দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক বাভুমার ব্যাটিংয়ের উদাহরণও গম্ভীর তুলে ধরেছেন ভারতীয় সাজঘরে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্ট হেরে পিছিয়ে পড়ার পর টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের ছুটি নিয়ে বাড়ি ফেরার পরিকল্পনাও বাতিল করেছেন কোচ গম্ভীর। টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের খবর, মঙ্গলবার সকালে ইডেনে গুয়াহাটি টেস্টের প্রস্তুতি শুরুর ডাক দিয়েছেন গুরু গম্ভীর।

আউট হওয়ার পরই ম্যাচের ভাগ্য বুঝে যান জাদেজা।

'পিচেরই ফাঁদ পাতা ভুবনে।'

খেলা শুরুর আগে থেকেই চর্চায় ছিল ইডেনের বাইশ গজ। সেই বাইশ গজে আড়াই দিনে খেলা শেষ। চাহিদামতো পিচ পাওয়ার পরও পরাজিতর দলে টিম ইন্ডিয়া। ভারতীয় দলের সমস্যাটা কী হল? বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ ইডেন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সিএবি সভাপতি তথা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলে গেলেন, 'ভারতীয় দল যা উইকেট চেয়েছিল, তাই পেয়েছে। কিন্তু এমন উইকেটে ব্যাটিং করতে হলে স্কিল, টেকনিক, টেম্পারামেন্টের প্রয়োজন হয়। সেটাই দেখলাম না ভারতীয় দলের ব্যাটিংয়ে।'

হায়রে গম্ভীরের ভারত।

'৯০-এর জার্মানি দলে সুযোগ দিতেন মেসিকে

আমাদের খেলায় গতি কম ছিল : ম্যাথাউস

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : পাঁচতারা হোটেলের ছোট্ট ঘরে ঢুকেই তিনি নিজেই এগিয়ে এসে প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে পরিচিতি হলেন। শুধু তাই নয়, কথা বলার সময়েও দেখা গেল বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলতেই পছন্দ করেন ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপজয়ী। বেঙ্গল সুপার লিগের আয়োজকদের সৌজন্যে কথা বলার সুযোগ পাওয়া গেল লোথার ম্যাথাউসের সঙ্গে। তিনিও সকাল থেকে প্রচুর ছোটাছুটির পরও নিজেকে মেলে ধরতে দ্বিধা করলেন না।

প্রশ্ন : আচ্ছা, আপনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেই নাকি আপনাকে দিয়েগো মারাদোনার নামটা শুনতে হয়?

ম্যাথাউস : একদম ঠিক বলেছেন। আসলে আমাদের সময়ে মারাদোনা ছিল বিশ্বের এক নম্বর ফুটবলার। তাঁকে নিয়ে কথা হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। আমার ঠিক পরে (মুখে মজার হাসি নিয়ে চোখ টেপেন)। তাই আমাদের মধ্যে মাঠে শত্রুতা থাকাটাই স্বাভাবিক। ক্লাব ও দেশের হয়ে খেলার সময়ে ছেড়ে কথা বলার প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু আমাদের এই শত্রুতা মাঠের মধ্যেকার। ওর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল। বলতে পারেন, মাঠের বাইরে আমরা ছিলাম ফুটবল-বন্ধু। যেমন ধরুন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো আর লিওনেল মেসি, দুইজনে হয়তো একে অপরের সঙ্গে রেস্তোরাঁয় খেতে যায় না। মাঠে নিজেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের ঝামেলা আছে। কিন্তু ওরা ফুটবল-বন্ধু। অর্থাৎ একে অপরকে সম্মান করে। আমার এবং মারাদোনার মধ্যেও সেটাই ছিল। ও আমাকে বড় ফুটবলার তৈরি হতে সাহায্য করেছে, আমি ওকে।

প্রশ্ন : আপনি যাঁদের কথা বললেন সেই রোনাল্ডো ও মেসির মধ্যে কে সেরা সেটা নিয়ে সারা বিশ্বজুড়ে বিতর্ক। এঁদের মধ্যে আপনার প্রিয় কে? আপনার মতে, ৯০-এর জার্মানি দলে এঁদের মধ্যে কে সুযোগ পেতে পারতেন?

ম্যাথাউস : দুইজনেই দুর্দান্ত। আমি মেসির ভক্ত। কিন্তু তার মানে এই নয় যে মেসি এগিয়ে আছে রোনাল্ডো থেকে। দুজনে দুই ধরনের ফুটবলার। মেসির স্কিল হল নজরকাড়া। আর রোনাল্ডোর খেলায় শক্তি, গতি, একটা পাওয়ারফুল শট। দুইজনেই গোল করলে দেখবেন, আপনার মাথার মধ্যে মেসিরটার রেশ থেকে যাবে। মানে মেসির ভালো খেলার রেশটা লম্বা সময়ের, আর রোনাল্ডোরটা একটু কম সময়ের। আমরা ভাগ্যবান যে এঁদের দুইজনকে এক সময়ে পেয়েছি। এবার আপনি বুঝতেই পারছেন, আমাদের ৯০-এর দলে মেসিকেই নিতে চাইতাম। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে পারি, এখন যখন আমাদের সময়ের খেলা দেখি তখন মনে হয় যেন আমরা স্লো-মোশনে খেলতাম। এখন খেলায় গতি, শক্তি, চকিতে চলে যাওয়া, এগুলো অনেক বেশি ভালো হয়েছে। আমরা অনেক বেশি স্লথগতিতে খেলতাম, অনেক বেশি জায়গা, সময় নিয়ে খেলেছি। এখন ফুটবলটাই বদলে গেছে। কোনও তুলনা হয় না।

প্রশ্ন : শেষ দুটো বিশ্বকাপেই জার্মানি গ্রুপ পর্যায় থেকে ছিটকে গিয়েছে। এরকম কেন হল? আর টনি ক্রুজের পরিবর্ত কে হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

ম্যাথাউস : দেখুন রাশিয়া আর কাতারে যা পারফরমেন্স আমাদের, তাতে আমি অত্যন্ত অখুশি। আমাদের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ ফুটবলাররা। কিন্তু কী জানেন, এরকম হয়। ইতালিকে দেখুন। আমরা যা করেছি সেটুকু করতে পারলেই ওরা খুশি হত। কারণ মুসিয়ালা, ফ্লি ফোডেন, আমাদের ফ্লোরিয়ান রিৎজ, যে লিভারপুলে খেলে। আরও হয়তো কিছু নাম আছে, যাঁদের আমি চিনি না। তবে লামিনে ইয়ামাল অবশ্যই এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় নাম। আমরা নিশ্চয় আর একটা মেসি, আরও একটা রোনাল্ডো পাব।

প্রশ্ন : বিশ্বকাপ খেলার ক্ষেত্রে এখনকার সঙ্গে আপনাদের খেলার সময়ের পার্থক্য কী?

ম্যাথাউস : এখন ফুটবলারদের

আইএফএ-র তরফে স্মারক তুলে দেওয়া হল লোথার ম্যাথাউসের হাতে। -ডি মণ্ডল

ওরা বিশ্বকাপে খেলারই সুযোগ পায়নি। তার মানে এই নয় যে আমি সাফাই গাইছি। সত্যিই আমরা ওর থেকে ভালো করতে পারতাম। এর থেকে ভালো খেলার মতো ফুটবলার আমাদের আছে। সারা বিশ্বের সব বড় বড় ক্লাবে দেখুন জার্মানির ফুটবলাররা খেলছে। কিন্তু দল হিসাবে জার্মানিকে খেলতে হবে। ভালোবেসে, আবেগ নিয়ে দেশের জন্য খেলতে হবে। আর এগুলো উসকে দেওয়া কোচের কাজ।

প্রশ্ন : ভবিষ্যৎ তারকা হিসাবে কাদের দেখছেন?

ম্যাথাউস : জুডে বেলিংহাম, জামাল ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু নেই। এখন সবার চোখের আড়ালে থাকলেও মানুষ সব জেনে যায়। কিন্তু আমাদের সময়ে এরকম ছিল না। সামাজিক মাধ্যম ছিল না তো! তখন আমরা রেস্তোরাঁ বা কফি শপে গেলেও কেউ আমাদের ছবি তুলে পোস্ট করে দিত না। এখন বাইরের চাপ অনেক বেশি।

প্রশ্ন : জার্মান ফুটবলে ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ারকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

ম্যাথাউস : ব্রাজিলে যেমন পেলে, আমাদের দেশে ফ্রাঞ্জ। আমরা প্রতিদিন ওঁর অভাববোধ করি। উনি শুধু আমাদের কাছে একজন ফুটবলার, সতীর্থ কী কোচ ছিলেন না। উনি আমার কাছে দ্বিতীয় বাবার মতো। আমি ওঁর অধিনায়ক ছিলাম। ট্যাকটিকস আলোচনা করতেন। কী দল খেলানো হবে। ওঁর আস্থা ছিল আমার উপর।

প্রশ্ন : শেষ প্রশ্ন, আপনি ৯০'-এর বিশ্বকাপে আগে দুই গোল করলেও ফাইনালে কেন পেনাল্টি নিতে যাননি?

ম্যাথাউস : আজ তাহলে গল্পটা বলি। আসলে আমি সেদিন একটা নতুন জুতো পরে নেমেছিলাম। আর একেবারেই স্বচ্ছন্দবোধ করছিলাম না। সেটা আমি আন্দ্রেস বেহমেকে বলি। ও সেদিন নিজে এগিয়ে গিয়ে পেনাল্টি নেয় এবং গোল করে।

> এই নয় যে মেসি এগিয়ে আছে রোনাল্ডো থেকে। দুইজনে দুই ধরনের ফুটবলার। মেসির স্কিল হল নজরকাড়া। আর রোনাল্ডোর খেলায় শক্তি, গতি, একটা পাওয়ারফুল শট। দুইজনেই গোল করলে দেখবেন, আপনার মাথার মধ্যে মেসিরটার রেশ থেকে যাবে।
> -লোথার ম্যাথাউস

একদিনে নয়, একদিন সম্ভব

ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি প্রসঙ্গে জার্মান কিংবদন্তি

ভক্তদের উদ্দেশে লোথার ম্যাথাউস। ছবি : ডি মণ্ডল

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : কলকাতায় এলেন লোথার ম্যাথাউস। দিনভর ব্যস্ত রইলেন বিভিন্ন কর্মসূচিতে।

রবিবার কাকভোরে কলকাতা বিমানবন্দরে পা রাখেন জার্মানির বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি কাটাতে নামমাত্র বিশ্রাম। সকাল সকাল পৌঁছে গেলেন দক্ষিণ কলকাতার এক অভিজাত স্কুলে। সেখানে বেশ কয়েকটি স্কুলের নির্বাচিত খুদে ফুটবলারদের সঙ্গে মাঠে ঘণ্টাখানেক সময় কাটান তিনি। এরপর শ'দেড়েক ফুটবল শিক্ষার্থীকে নিয়ে ম্যাথাউসের মাস্টারক্লাস। পরে খুদে ফুটবলারদের অটোগ্রাফের আবদারও মেটান।

ব্যস্ত কর্মসূচির মাঝেও সাংবাদিকদের সামনে খোলামেলা মেজাজে পাওয়া গেল ম্যাথাউসকে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে একের পর এক হতাশাজনক পারফরমেন্সে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে ভারতীয় ফুটবল। শুধু বড় লিগ, ফুটবলে সফল দেশ থেকে কোচ আনলেই যে রাতারাতি ফুটবলে উন্নতির জোয়ার আসবে এমন ভ্রান্ত ধারণা কাটানোর পরামর্শ দিলেন ম্যাথাউস। সম্প্রতি ফিফা বিশ্বকাপের ছাড়পত্র পাওয়া কেপ ভার্দের উদাহরণ টেনে তিনি বলেছেন, 'এক দশক আগে কেপ ভের্দে ফিফা ক্রমতালিকায় ১৫০-এর নীচে ছিল। আজ তারাই বিশ্বকাপে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার ফল এই সাফল্য। ভারতের ক্ষেত্রেও ৩-৪ বছরের আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয়। অগ্রগতির জন্য সরকার, ফেডারেশন, ক্লাব সবাইকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে।'

বেঙ্গল সুপার লিগের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হয়ে ভারতে এসেছেন লোথার। সেই লিগ নিয়েও যথেষ্ট আশাবাদী জার্মান কিংবদন্তি। একইসঙ্গে তাঁর পরামর্শ, 'একটা শক্তিশালী লিগ অবশ্যই ফুটবলের অগ্রগতিতে সাহায্য করতে পারে। তবে ফুটবলের উন্নতির জন্য পরিকল্পনামাফিক বয়সভিত্তিক কাঠামো তৈরি করতে হবে ভারতে।' ফুটবলে উন্নতির স্বার্থে লিগে অবনমনের পক্ষেই সওয়াল করলেন তিনি। ম্যাথাউস বলেছেন, 'অবনমন যে কোনও প্রতিযোগিতার তীব্রতা ও মান দুইটিই বাড়াতে সাহায্য করে। আমেরিকার মেজর লিগ সকারে অবনমন নেই এই কথা ঠিক। তবে ওখানে প্রতিযোগিতার পরিকাঠামো অনেক শক্তিশালী।'

এদিকে রবিবার সন্ধ্যায় নবনির্মিত যুবভারতী হকি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত বেটন কাপ ফাইনালেও হাজির ছিলেন জার্মান কিংবদন্তি। সোমবার সকালেই দেশে ফিরছেন তিনি।

বাংলাদেশে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ভারতীয় দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বাংলাদেশে খালিদ জামিলের দল।

এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের পাঁচ নম্বর ম্যাচ খেলতে শনিবারই দল নিয়ে ঢাকা পৌঁছে গিয়েছে জাতীয় দল। রবিবার সকালে হোটেলেই একটা সেশনের পর বিকেলে মাঠে নেমে অনুশীলনও করলেন জাতীয় দলের হেড কোচ। যদিও ম্যাচটা নিয়মরক্ষার কিন্তু তাতে দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মানসিকতায় কোনওরকম পরিবর্তন আসেনি বলে মনে করেন গুরপ্রীত সিং সান্ধু, 'ম্যাচটা খেলার সময়ে একইরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে। আমাদের দুই দেশের কাছেই সবসময় এটা বড় ম্যাচ।' বাংলাদেশের বিপক্ষে অতীতে তিন ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা থেকেই গুরপ্রীত বলেছেন, 'এখানকার দর্শকও একইরকম মনোভাব নিয়ে মাঠে আসবেন কারণ ম্যাচটা ভারতের বিরুদ্ধে। তাই মাঠ ও মাঠের বাইরে শক্ত প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হওয়ার মানসিকতা নিয়েই নামতে হবে। হয়তো খেলাটা উচ্চমানের নাও হতে পারে। দল হিসাবে আমাদের সবরকম চ্যালেঞ্জের জন্য তৈরি থাকতে হবে।' গত মার্চে নিজেদের ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ ড্র করা থেকেই সম্ভবত ভারতীয় দলের যাবতীয় সমস্যার শুরু। যার ফলস্বরূপ এখনও একটাও ম্যাচ জিততে পারেননি সন্দেশ ঝিংগানরা। সেই ম্যাচে অধিনায়কত্ব করা ডিফেন্ডার সেসব মনে না রেখে মাঠে নামতে চান। তাঁর বক্তব্য, 'নিজেদের সেরাটা দিতে হবে, এটা মাথায় রেখেই আমরা মাঠে নামব।' তিনি অনূর্ধ্ব-২৩ দলের হয়ে আগে এখানে খেলে গিয়েছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, 'এখানকার মানুষ ফুটবল পছন্দ করেন। এবং সাংঘাতিক আবেগ নিয়ে নিজেদের দলকে সমর্থন জানান।' ২০১৭ সালের এএফসি কাপে বেঙ্গালুরু এফসি-র হয়ে ঢাকায় খেলতে এসে ঢাকা আবাহনীর কাছে হেরে ফিরতে হয় গুরপ্রীত ও সন্দেশকে। সেই দেশের এক নম্বর গোলকিপারও বলছিলেন, 'আগের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এখানে খেলাটা মোটেই সহজ নয়। প্রতিবেশী বলেই হয়তো আমাদের বিপক্ষে জেতার বাড়তি তাগিদ থাকে বাংলাদেশের কাছে।'

বাংলাদেশে এইমুহূর্তে রাজনৈতিক সমস্যা চলছে। তাই শনিবার ভারতীয় দল ওখানে পৌঁছানোর পর থেকেই কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছেন সন্দেশরা। হজরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকেই তাঁদের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর বিকেলে ট্রেনিংয়ের সময়েও ছিল পুলিশবাহিনী। কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে হোটেলেই থাকতে হচ্ছে ফুটবলারদের। সন্দেশ বলেছেন, 'বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনকে ধন্যবাদ ওদের আতিথেয়তার জন্য। তাছাড়া এখানে যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়, সেটা আমাদের আসার আগেই বলে দেওয়া হয়। কিন্তু ভারতীয় দূতাবাস ও স্থানীয় অথরিটির উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। আমরা এখানে খেলতে এসেছি। তাই শুধু নিজেদের খেলা নিয়েই ভাবছি। আমাদের কোনও অসুবিধা বা নিরাপত্তাজনিত সমস্যা নেই।'

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কলকাতা লিগ জয়ী ইস্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে লোথার ম্যাথাউস। -ডি মণ্ডল

লোথারকে দেখে আবেগে ভাসলেন জেসিনরা

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : রবিবার জার্মান কিংবদন্তি লোথার ম্যাথাউসের আগমনে আইএফএ-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের জৌলুস আরও বেড়ে গেল।

এদিন জার্মান কিংবদন্তির হাত থেকে পুরস্কার নিল গতবারের কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল। ১৯৯০ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ককে সামনে থেকে দেখে আবেগে ভাসছেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা। লোথার নিজেও প্রতিটি ফুটবলারের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেন।

জার্মান কিংবদন্তির সঙ্গে কথা বলে ঘোরের মধ্যে রয়েছেন গতবার লিগের সর্বাধিক গোলস্কোরার জেসিন টিকে। তিনি বলেছেন, 'ম্যাথাউসের সঙ্গে কথা বলতে পারাটা আমার সৌভাগ্য। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার কোন পা শক্তিশালী। কোন পায়ে বেশি গোল করেছি।' জেসিনের মতো একই অবস্থা বাকিদের। মিডিও তন্ময় দাস বলেছেন, 'আমাকে একবলক দেখেই লোথার জিজ্ঞেস করেন, আমি মিডফিল্ডে খেলি কি না। পরে আবার বলেছেন, চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তুমি কড়া ট্যাকল করো।'

এদিন আইএফএ-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ২০২৪-'২৫ মরশুমের প্রতিটি ডিভিশনের চ্যাম্পিয়ন, রানার্স দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও সাব-জুনিয়ার জাতীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন দল, জুনিয়ার জাতীয় ফুটবলে রানার্স দল ও মহিলাদের সিনিয়ার জাতীয় ফুটবলে রানার্স দলকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

হার বৈভব-জিতেশদের

দোহা, ১৬ নভেম্বর : সূর্যকুমার যাদবদের পথেই হাঁটলেন বৈভব সূর্যবংশী-জিতেশ শর্মারা। রাইজিং স্টারসের এশিয়া কাপেও পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলালেন না ভারতীয় খেলোয়াড়রা। তবে সূর্যকুমাররা জয়ের হ্যাটট্রিক করলেও রবিবার ৮ উইকেটে হেরে গেল ভারত-'এ'। প্রথমে ভারতীয় 'এ' দল ১৯ ওভারে ১৩৬ রানে অল আউট হয়। বৈভব (২৮ বলে ৪৫) ও নমন ধীর (২০ বলে ৩৫) ছাড়া আর কেউ প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। জবাবে পাকিস্তান শাহিনস ১৩.২ ওভারে ২ উইকেটে ১৩৭ রান তুলে নেয়। মাজ সাদাকত ৪৭ বলে ৭৯ রানে অপরাজিত থাকেন।

দশম ওভারে এই মাজের ক্যাচ নিয়েই তৈরি হয় বিতর্ক। সুযশ শর্মার বলে তাঁর ক্যাচ ধরে শরীরের ভারসাম্য রাখতে না পেরে নমন বাউন্ডারি লাইন ক্রস করে যান। কিন্তু তার আগেই তিনি বল হাওয়ায় ছুড়ে দেন। যা তালুবন্দি করেন নেহাল ওয়াধেরা। আউট বুঝে মাজ ডাগআউটে ফিরে যান। কিন্তু প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে রিপ্লে দেখে তৃতীয় আম্পায়ার তাঁকে নট আউট ঘোষণা করেন। ভারতীয় ক্রিকেটাররা প্রতিবাদ করলেও লাভ হয়নি।

চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল ক্লাব

বাগডোগরা, ১৬ নভেম্বর : রাজীব গান্ধি গ্রামীণ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কলমজোতে আদিবাসী রয়্যাল ক্লাব। রবিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে জাবরালি এফসি-কে হারিয়েছে। পাইওনিয়ার মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ৩-৩ ছিল। রয়্যালের খোকন রায়, বিজয় ওরাওঁ ও জোহান ডি'সুজা গোল করেন। জাবরালির জোড়া গোল নাইডু তামাংয়ের। অন্যটি করেন দীপক ওরাওঁ।

ফুটসল থেকে বল প্লেয়ার বাছার পরামর্শ শান্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : বাংলার ফুটবলে শান্তি মল্লিক আইচের নামটা এখনও সম্মানের সঙ্গে নেওয়া হয়। কেরিয়ার জুড়ে তাঁর প্রাপ্তিও প্রচুর। মহিলা ফুটবলারদের মধ্যে তাঁকেই প্রথম অর্জুন পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৮০ ও ১৯৮৩ সালে এএফসি ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপে রানার্স ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন শান্তি। এবার ভারতের সিনিয়ার মহিলা দলের সঙ্গে অনূর্ধ্ব-২০ ও ১৭ দল এএফসি চ্যাম্পিয়নশিপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। যা উপভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় মহিলা দলে বাংলার ফুটবলার কমে যাওয়া ভাবাচ্ছে তাঁকে। শান্তি বলেছেন, 'আমাদের সময়ে ভারতীয় দলে অর্ধেকের বেশি বাঙালি ফুটবলার থাকত। এখন সেটা কমতে কমতে এক-দুইয়ে দাঁড়িয়েছে। অবস্থার পরিবর্তনে আইএফএ-র এগিয়ে আসা উচিত।' কীভাবে সেই বদল আসবে সেটাও তিনি বলে দিয়েছেন। শান্তির থেকেই জানা যায়, যাট বছর পেরিয়ে ফেলার পরও তিনি রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে ফুটবল কোচিং দেন। যেখানে একসময় বেশি ছেলে-মেয়ে প্রশিক্ষণ নেয়। কিন্তু তারপরও তাঁকে সন্তুষ্ট বলে মনে হল না। বললেন, 'কী হবে? রাজ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে মেয়েদের খেলার সুযোগ কোথায়? শুধু একটা কন্যাশ্রী কাপ করে কী হয়! আইএফএ-র উচিত প্রতিযোগিতার সংখ্যা বাড়ানো।'

সূর্যনগর পুরসভার মাঠে উত্তরের দিশারির ফুটসলের ফাইনাল দেখার ফাঁকে তাঁর মন্তব্য, '১-২ ঘণ্টা দেখে কারও প্রতিভা সম্পর্কে বিচার করা যায় না। তবে যেটুকু দেখলাম ৩-৪টি মেয়ের পায়ে কিন্তু বল আছে। সংগঠকদের বলব ওরা যাতে কলকাতায় পৌঁছাতে পারে তার ব্যবস্থা করতে। সঙ্গে আইএফএ-কে বলব, এই ফুটসলের আসরগুলিতে নজর রাখতে। এখান থেকে ভালো বল প্লেয়ার মিলতে পারে।'

শিলিগুড়িতে সংবর্ধনা শান্তি মল্লিক আইচকে।

ছাব্বিশের বিশ্বকাপে রোনাল্ডোদের পর্তুগাল

পোর্তো, ১৬ নভেম্বর : ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করল পর্তুগাল। রবিবার তারা ৯-১ গোলে হারিয়েছে আর্মেনিয়াকে। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর অনুপস্থিতি ঢেকে হ্যাটট্রিক করেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজ ও জোয়াও নেভেস। এছাড়াও পর্তুগিজদের বাকি গোল রেনাতো ভেইগা, গঞ্জালো রামোস ও ফ্রান্সিসকো কনসেকাওয়ের। গ্রুপ 'এ'-র শীর্ষে থেকে বিশ্বকাপে যাচ্ছে পর্তুগাল। লিওনেল মেসির মতো রোনাল্ডোও এই নিয়ে ৬টি বিশ্বকাপে নামার সুযোগ পাবেন।

জিতলেন হর্ষিত-রুতুরাজরা

রাজকোট, ১৬ নভেম্বর : দাদাদের টেস্ট হারের বদলা নিলেন ভাইরা। দক্ষিণ আফ্রিকা-'এ' দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে জিতে সিরিজও দখল করে নিল ভারতীয়-'এ' দল। টসে জিতে প্রোটিয়ারা ৩০.৩ ওভারে ১৩২ রানে অল আউট হয়। তাদের সর্বাধিক ৩৩ রান রিভাল্ডো মুনসামির। নিশান্ত সিন্ধু ১৬ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। ২১ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন হর্ষিত রানা। জবাবে ভারত-'এ' ২৭.৫ ওভারে ১ উইকেটে ১৩৫ রান তুলে নেয়। রুতুরাজ গায়কোয়াড় ৬৮* ও অধিনায়ক তিলক ভার্মা ২৯ রানে অপরাজিত থাকেন। অভিষেক শর্মা আউট হন ৩২ রানে।

Late Rangalal Baul
1910-1997 (17th. November)
Heart rending memory that cannot be covered by anything on this earth.
- Sujata Baul (Daughter)

চ্যাম্পিয়ন কাঞ্চনজঙ্ঘা

জলপাইগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি ও ইন্ডিয়া স্পোর্টস গ্রুপের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত রুনু গুহঠাকুরতা ও সুভাষ ভৌমিক ট্রফি উত্তরবঙ্গ গোল্ড কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কাঞ্চনজঙ্ঘা ফুটবল ক্লাব। রবিবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে জলপাইগুড়ির নেতাজি মর্ডান ক্লাব ও পাঠাগারকে হারিয়েছে। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার শান্তি মল্লিক। টাউন ক্লাব মাঠে গোল করেন ফাইনালের সেরা পূজন সুব্বা। তিনি ট্রফি, ১০ হাজার টাকা ও রেফ্রিজারেটর পেয়েছেন। প্রতিযোগিতার সেরা নেতাজির বিকাশ রায়। সেরা গোলকিপার একই দলের আজিজুর রহমান। সেরা স্কোরারের পুরস্কারও পেয়েছেন পূজন। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ১ লক্ষ টাকা। পুরস্কার তুলে দেন প্রাক্তন ফুটবলার সংগ্রাম মুখোপাধ্যায়, পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত, আইএফএ-র সহ সভাপতি সৌরভ পাল, ইন্ডিয়া স্পোর্টস গ্রুপের সভাপতি শক্তিব্রত দাশগুপ্ত, জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির সহ সভাপতি সৌমিক মজুমদার, সচিব অতীন্দ্রবিকাশ রায় প্রমুখ।

ট্রফি নিয়ে উল্লাস কাঞ্চনজঙ্ঘা ফুটবল ক্লাবের। ছবি : অনীক চৌধুরী

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর মিলন মোড় ফুটবল অ্যাকাডেমি।

উত্তরের দিশারির ফুটসলে সেরা মিলন মোড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : উত্তরের দিশারির ১৬ দলীয় মহিলাদের ফুটসলে চ্যাম্পিয়ন হল মিলন মোড় ফুটবল অ্যাকাডেমি। রবিবার ফাইনালে তারা ৬-১ গোলে ডুয়ার্স ট্রাইবাল ইয়ুথ ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। সূর্যনগর পুরসভার মাঠে হ্যাটট্রিক করেন ফাইনালের সেরা রীতিকা বড়াইক। জোড়া গোল অনিশা মুন্ডার। মিলন মোড়ের অন্য গোলটি করেন নিকিতা সয়। ইয়ুথের গোলস্কোরার নীলু তিরকি। ফাইনালে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার শান্তি মল্লিক আইচ। পুরস্কার তুলে দেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল, ক্রিকেট কোচ জয়ন্ত ভৌমিক প্রমুখ।

হ্যাটট্রিক সুমনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের দাজু সেন ট্রফি আন্তঃ কলেজ ফুটবলে রবিবার শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ ৪-০ গোলে ঘোষপুকুর কলেজকে হারিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠে হ্যাটট্রিক করেন সুমনকুমার পাল। ক্ষুদিরামের অন্য গোলটি রূপম মণ্ডলের। রাজগঞ্জ কলেজ টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে মালবাজারের পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে জয় পায়। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ধূপগুড়ির সুকান্ত মহাবিদ্যালয় ১-০ গোলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলেজকে হারিয়েছে। সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন রাকেশ মগোরে।

বিবেকানন্দ-মহানন্দার ড্র

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে বিবেকানন্দ ক্লাব ও মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। রবিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ১৫ মিনিটে বিবেকানন্দকে এগিয়ে দেন দেবাশিস রাই। ৮০ মিনিটে সমতা ফেরান মহানন্দার বিজয় সাওরিয়া। ম্যাচের সেরা হয়ে বিবেকানন্দের নাগসাম বিতান সিং পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। খেলায় এদিন উত্তেজনা ছিল। ফুটবল সচিব সুমন ঘোষ বলেছেন, 'রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে বিবেকানন্দের বেঞ্চ সন্তুষ্ট ছিল না। প্রাক্তন ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য গিয়েছিলেন তাদের শান্ত করতে। তিনি ফেরত আসার সময় গ্যালারির গেটের সামনে মহানন্দার এক কর্মকর্তার সঙ্গে তাঁর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। তবে পরিষদের কর্মকর্তারা এগিয়ে আসায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়নি।'

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১কোটির বিজয়ী হলেন
জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা অশোক ওড়াওন - কে 12.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 60K 86837 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বলেন "আমার জীবন বদলে দেওয়ার জন্য এবং আমাকে কোটিপতি বানানোর সুযোগ দেওয়ায় আমি ডিয়ার লটারির প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ। এমন এক অবিশ্বাস্য সুযোগ দেওয়ার জন্য ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। ডিয়ার লটারি অনেক মানুষের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি এনেছে এবং তাদের মধ্যে একজন হতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।